ছন্নছাড়া

অগ্রজোপম বহুবিশ্রুত

অধ্যক্ষ ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. এম. এড (লীড্‌স্‌),

ডিপ., এড্‌ (লীড্‌স্‌) মহাশয়ের

স্নেহ-ধন্য—

অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.

১৯৫০

প্রকাশক :
মডার্ণ আর্ট প্রেস
১।২, দুর্গাপিতুরী লেন,
কলিকাতা—১২

মূল্য ৯।০

মুদ্রাকর :
মডার্ণ আর্ট প্রেস
১।২, দুর্গাপিতুরী লেন,
কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

স্বর্গত শংকরনাথ তেওয়ারীর উদ্দেশে—

স্নেহের শংকর,

স্নেহ আর নিলে কৈ! পরিচয় হবার পূর্ব্বেই ছেড়ে চলে গেলে! অল্প আয়ু নিয়ে অল্প ক'দিনের জন্য কেন এসেছিলে আমাদের মাঝে! তোমার উপর কত আশা, কত স্বপ্ন ছিল তোমার মা-বাবার, আমারও ছিল, আমাদের একটি আদর্শের একটি স্বপ্নও যদি সফল ক'রে যেতে! তা করলে না, শুধু জন কয়েকের স্বচ্ছন্দ চলার পথে কতকটা ছন্দপাত ক'রে বিদায় নিলে! আজ তুমি কোথায় জানি না, জানিনা তুমি আমাদের কথা মনে কর কিনা, আমরা কিন্তু আজও ভুলিনি তোমায়! না-ভোলার নিদর্শন এই 'ছন্নছাড়া'—এই ভাগ্যহত মানব-গোষ্ঠীর অশ্রু-আবেদন! তুমি কি সাড়া দেবে আমাদের এই আবেদনে! একটিবার যদি স্মরণ ক'রে সার্থক কর এই নিবেদন, যদি গ্রহণ কর আধ-ফোটা অর্দ্ধ-নিমীলিত এই কথা-কুসুমের মাল্য-রচনা! তা কি করবে!

ইতি—

"মাস্টারমশায়"

বক্তব্য

নাটকখানি যখন প্রথম ছাপতে দেই তখন নাম ছিল 'শেষদান', ছাপা যখন শেষ হ'য়ে এল তখন ও-নাম মনঃপূত হ'ল না, মনে হ'ল পরিবর্তন করি, পরিবর্তন ক'রে নাম দিলুম 'ছন্নছাড়া'। যে নাম ছাপা হ'য়ে গেছে ভিতরে পাতায় পাতায়, তাকে আর বদলানো সম্ভবপর হ'ল না। ফলে ভিতরে **'শেষদান'** উপরে **'ছন্নছাড়া'** এই হ'ল তার রূপ। নাম ও রূপে 'ছন্নছাড়া' এই দান 'প্রথম' কি 'শেষ' জানিনা, তবে যা' দিলুম তা' গ্রহণীয় যেখানে, সেখানে গৃহীত হ'লে অনুগৃহীত হ'য়ে থাকবো আজীবন।

'শেষদান' যখন রচিত হয়, রচনার পথে বিঘ্ন ছিল অশেষ, রচনার পর মুদ্রণ, সেখানেও বিঘ্ন, অবশেষে বিঘ্নের পর বিঘ্ন আড়ালে আচ্ছন্ন থেকে থেকে দেখা দিল 'ছন্নছাড়া' হয়ে। অগম্য অন্তরাল থেকে জোর ক'রে টেনে এনে আমার 'ছন্নছাড়াকে' মুক্তি দিলেন যাঁরা, তাঁরা আমার নমস্য, মংগলময়ের চরণে আমি তাঁদের সর্বাংগীন কল্যাণ কামনা করি। শ্রদ্ধেয় শ্রীমুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ., এল-এম-এফ, শ্রীমান পঞ্চানন তেওয়ারী, শ্রীমতী শিবানী বসু, এম. এ., শ্রীমান জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ব্রজনাথ ঘটক, এম. এ, প্রমুখ সহকর্মিবৃন্দ—এঁদেরই আন্তরিক অসাধারণ যত্ন ও প্রেরণায় অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছে আমার এ-গ্রন্থ, কোন দিন কোথাও যদি এ গ্রন্থের আদর ও প্রচার হয়, কৃতিত্ব এঁদের, এঁদের কাছে আমি ঋণী. সে-ঋণ অনন্ত ও অপরিশোধ্য। আবিরাবীর্ম এধি। ইতি—

শ্যামসুন্দর,
আহারবেল্যা
বর্ধমান
২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৭ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার

চরিত্র-পরিচয়

(পুরুষ)

১।	প্রতাপ রায়	শ্রীরামপুরের প্রতাপশালী জমিদার
২।	প্রণব রায়	ঐ একমাত্র পুত্র
৩।	প্রকাশ মুখোপাধ্যায়	ঐ 'জেনারেল ম্যানেজার' ও প্রণবের বন্ধু
৪।	কালীচরণ	ঐ পুরাতন ভৃত্য
৫।	ফকিরদাস চট্টোপাধ্যায়	বৈদ্যবাটীর জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ
৬।	উৎপল	'নিখিল-বংগ-নারী-ভবনের' সম্পাদক

প্রফেসার মুখার্জি, সুহাস, ভবতারণ, নরহরি, নিধিরাম, নায়েব, শিশির, দারোগা, সি. আই. ডি. ইন্স্পেক্টার, হরিদাস, যুবক, ভিখারী, লোহারাম ও নটবর।

(রমণী)

১।	করুণা	জমিদার প্রতাপ রায়ের সহধর্মিণী
২।	ডাঃ মঞ্জু দাশগুপ্তা	প্রণব রায়ের প্রণয়িনী
৩।	সরযূ	ফকিরদাসের কন্যা
৪।	ইলা	"নারী-প্রগতি-সংঘের" সম্পাদিকা ও উৎপলের প্রণয়িনী
৫।	কুসুম	সরযূর বন্ধু

শোভা, চন্দ্রা, সহকারী মহিলা-চিকিৎসক, রোগিণীগণ, মহিলা প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—শ্রীরামপুর—

(জমিদার প্রতাপরায়ের বাগান বাড়ী
দ্বিতলভবনের উপরিতন একটি
সুসজ্জিত কক্ষে উপবিষ্ট)

প্রতাপ রায়ের একমাত্র পুত্র ডাঃ প্রণব রায়

ও

প্রণবের বাল্য বন্ধু প্রকাশ :

প্রণব। বিলেত আমাকে যেতে হবেই, প্রকাশ!

প্রকাশ। কেন?

প্রণব। বিলেত না গেলে মানুষ হওয়া যায় না ভাই।

প্রকাশ। বিলেত না গেলে মানুষ হওয়া যায় না? কি বলছো তুমি? নিজের দেশকে অতখানি অপমান ক'রো না প্রণব।

প্রণব। অপমান? তোমাদের মনে অপমানের Standard যে কি তা' বুঝি না। বিদেশ থেকে মানুষ হ'য়ে আসতে পারলে দেশেরই ত' মর্যাদা বাড়ে। দেশকে বড়ো করবার চেষ্টা কি দেশের অপমান প্রকাশ?

প্রকাশ। অপমান কিনা জানি না, তুমি যা বলছ তাতে দেশের মর্যাদা বাড়ে কি কমে সে বিচারও করতে চাই না। কিন্তু যারা বিলেত যায়নি তারা কি সকলে অমানুষ বলতে চাও প্রণব? ভারতবর্ষের মাটিতে মানুষ হবার উপাদানের কি নিতান্তই অভাব?

প্রণব। অভাব কিনা জানি না, তবে এই পোড়া দেশের মাটিতে যারা মানুষ হবার আশা করে, They are fools. বিলেতের মাটির গুণ, তার তেজই আলাদা হে।

প্রকাশ। কিন্তু সে তেজে ভারতীয় বীজেরই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আর সেই জন্যেই ত' ভয়, তা না হলে আর আপত্তি কি ভাই? যেখানের যা ভালো তা'কে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ভালোর সাথে যদি পচা মাল এত বেশী আমদানী হয়ে পড়ে, যাতে দেশের স্বচ্ছবায়ুটুকু শুধু দুর্গন্ধে ভরে ওঠে, চতুর্দিকে সংক্রামক ব্যাধির কবলে হাজার হাজার লোক অকালে প্রাণ হারায়।

প্রণব। কিন্তু সে দোষ ত' বিলিতী মাটীর নয়, ভারতীয় বীজের।

প্রকাশ। ভাল বীজও অনেক সময় মাটির দোষেই নষ্ট হ'য়ে যায়। যাক্, বৃথা তর্কে প্রয়োজন নেই। তুমি যাচ্ছ যাও। সাহেবের দেশে যাওয়া খারাপ নয়, সাহেব বনে যাওয়াই খারাপ। স্বদেশের বৈশিষ্ট্যটুকু বিসর্জন দিয়ে বিদেশকে যারা বরণ করে তারাই ভুল করে। বিলেতের বড়ো ডিগ্রী, বড়ো ছাপ নিয়ে না এলে বড়ো পদ লাভ করা যায় না সত্য, কিন্তু শুধু বড়ো বিদেশীয় সম্মানের মোহে দেশের মহত্বকে অসম্মান করাও নিশ্চয়ই বড়োত্বের লক্ষণ নয় প্রণব।

প্রণব। তোমাদের দেশ বড়োকে সম্মান দিতে জানে না, সেই জন্যেই ত' বিদেশ যেতে চাই।

প্রকাশ। বিদেশে গিয়ে গিয়ে দেশকে ছোট ক'রে দেখ ব'লেই দেশ সম্মান দিতে ভুলে যায়। আমাদের দেশ কি অতীতে মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বড়ো সম্মান দেয় নি বলতে চাও?

প্রণব। তুমি যাই বল আর যতই ওকালতি কর প্রকাশ, এদেশে মানুষ কোন রকমেই বড়ো হতে পারে না। বড়ো হবার ক্ষেত্র ভারত নয়। যে দেশে সকল সময়েই ধর্মের শাসন-দণ্ড শাস্তি দেবার জন্য খাড়া হ'য়ে ঝোলে, সেখানে মানুষ কেমন ক'রে চোখ মিলে চাইতে পারে প্রকাশ?

প্রকাশ। তোমার সব কথাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছো কি? যে দেশে লোক দিবারাত্রি কঠোর

পরিশ্রম ক'রে দু'বেলায় দুমুঠো অন্নের সংস্থান ক'রতে পারে না, তাদের কাছ থেকে বড়ো তুমি কি আশা করতে পার !

প্রণব। তারা যদি কুসংস্কারে অচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকে, সে দোষ কি অপরের ?

প্রকাশ। নিশ্চয়ই অপরের ! তাদের অন্ধকারে আলো দেবার ক্ষমতা যাদের আছে অথচ দেয় না, তাদের !

প্রণব। আলো জ্বেলে দিলেও যারা নির্বিঘ্নে নিয়ে অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকতে ভালবাসে তাদের ঘুম ভাঙাবে কে ?

প্রকাশ। তোমার মত শিক্ষিতের মুখে এ কথা শোভা পায় না। ঘুম ভাঙাবে যারা তারা যদি চতুর্দিকে ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে রাখে, ঘুম ভাঙবে কেমন ক'রে ভাই। ঘুম যাদের ভেঙেছে তাদের আবার এমনি শিক্ষা-দীক্ষা, তারা ঘুমন্তের বুকে জেগে খেলা করতে চায়। স্বদেশকে অতখানি ছোট করে ভেব না প্রণব। যার অবারিত স্নেহ, মায়া, মমতা তোমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়ানো, তোমার প্রতি রক্ত-কণিকায় সঞ্চার তাকে উপহাস করে মনের ক্ষুদ্রতা বাড়িয়ো না প্রণব।

প্রণব। তোমরা বাধা দিলেও আমাকে বিলেত যেতে হবে। আমাকে বড়ো হয়ে এসে দেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবেই প্রকাশ ! তোমরা আমাকে পতিত করবে ত', তা করো। আমি এখানে থেকেও জাত মানি না, সেখান থেকে ফিরে এলেও মানবো না।

প্রকাশ। এতদিনের বন্ধুত্বের পর তুমি কি আমার মনের এই পরিচয়ই পেয়েছ ? জাত আমিও মানি না ভাই, কিন্তু তাই বলে জাতীয়তাকে ত' আর বিসর্জন দিতে পারি না। তুমি বিলেতে বড়ো হয়ে এসো, আমি তাইই চাই, কিন্তু তোমার অর্জিত ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ থেকে দেশ বঞ্চিত না হয়, এই আমার অনুরোধ !

(মিস্ মঞ্জু দাশগুপ্তা প্রবেশ করিল)

প্রণব। Good Evening Miss Dasgupta!

মঞ্জু। Good Evening!

প্রণব। আমাদের Confidential talk আছে, প্রকাশ। you may go now.

প্রকাশ। Excuse me, আমি অতটা খেয়াল করিনি।

প্রণব। তোমার দোষ নেই ভাই, Indian মাত্রেরই একটু খেয়াল কম।

প্রকাশ। আসি তা হলে ?

প্রণব। নিশ্চয়ই।

মঞ্জু। না না, আপনি যাবেন না, আপনি বসুন, আমাদের কোন confidential talk নেই এখন।

প্রণব। তোমার না থাকতে পারে আমার আছে।

প্রকাশ। তোমার কোন চিন্তা নেই প্রণব, আমি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করবো না। আমি যাচ্ছি এক্ষুনি, কারও স্বচ্ছন্দ-সাধনায় বাধা দেওয়া আমার স্বভাব নয় প্রণব !

প্রণব। That's right.

(প্রকাশের প্রস্থান)

প্রণব। দাঁড়িয়ে থাকলে যে ? বসো। Please take your seat.

মঞ্জু। তা না হয় বসছি, কিন্তু বন্ধুকে এমন ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া কোন দেশী etiquette প্রণবদা ? নিশ্চয়ই ভারতীয় নয়—

প্রণব। স্পষ্ট কথায় কষ্ট কি ! অন্তরে ঘা না দিলে ভারতবর্ষে কোনদিনই দুর্দশার অবসান হবে না মঞ্জু।

মঞ্জু। বিলেত যাবার পূর্বেই বিলিতী কায়দায় যে রকম expert হয়ে উঠেছো তাতে প্রথম থেকেই সেখানে at home feel ক'রবে নিশ্চয়ই, I am surely not telling a lie.

প্রণব। বিলেত যাবার খবর তোমার কানেও গেছে দেখছি। বেশ বেশ, Are you not glad Manju?

মঞ্জু। F. R. C. S. পড়তে যাচ্ছ, বড়ো ডাক্তার হয়ে আসবে, এতে glad না হওয়াই অন্যায়, কিন্তু—

প্রণব। আনন্দের মাঝে আবার কিন্তুকে টেনে আন যে, The word কিন্তু is very inauspicious.

মঞ্জু। কত দূরে চলে যাচ্ছ, ২।১ টা কিন্তু আসবে বৈ কি, না আসাই অন্যায়।

প্রণব। মাইলের দিক দিয়ে দেখলে দূর বটে, কিন্তু এ ত' আর ভারতের গো-যানের যুগ নয় যে সব কিছুই ঢিমে তেতালায় চলবে। যন্ত্রের যুগে এ দূরত্ব হাসতে হাসতে অতিক্রম করা যায়।

মঞ্জু। তা না হয় হ'ল, কিন্তু সুদীর্ঘ বিরহের দিনগুলি কেমন করে কাটাই বলত' ?

প্রণব। সুদীর্ঘ কোথায় মঞ্জু ? মাত্র দুটো বৎসর, সে ত' দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মঞ্জু। দেখতে দেখতে সারাজীবনই ত' কাটে, কিন্তু কাটার তারতম্য আছে ত'।

প্রণব। কিন্তু ভাবত' কত বড়ো ডাক্তার হ'য়ে ফিরবো, কত অর্থ, কত সম্মান হবে, তার তুলনায় দুটো বৎসর এমন আর কি বড়ো মঞ্জু !

মঞ্জু। কি বলছো প্রণবদা ? মেডিক্যাল কলেজের first year থেকে সেই যে এক সংগে পড়া সুরু করেছিলাম তার পর ছ' ছ'টি বৎসর কেটে গেল, class room থেকে আরম্ভ করে Dissection Room পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও সংগ ছাড়া হইনি—এত ঘনিষ্ট ভাবে যাকে পেয়েছি তাকে কেমন ক'রে বিদায় দি বলত' ?

প্রণব। Mind that you are a medical graduate, এতখানি মুসড়ে পড়া তোমার উচিত হয় না, মঞ্জু ! আমি ত' আর চির বিদায় নেইনি Can I forget you, my darling?

মঞ্জু। ও সব স্তোক বাক্যে আমার খুব বেশী Confidence নেই। তুমি যেওনা প্রণবদা, নাম আর অর্থের মোহে হৃদয়ের ঔদার্যটুকু নষ্ট করে ফেলো না। Medical College থেকে first হ'য়ে বেরোলে এতেও তৃপ্তি হয়নি ? অর্থ চাও ? বেশ ত'। আমরা দুজনে যদি

practice আরম্ভ করি অর্থের অভাব হবে না। মত পরিবর্তন কর প্রণবদা !

প্রণব। Impossible! বিলিতী ফসল না আনলে ভারতের মাটিতে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারবো না। আমায় বাধা দিওনা মঞ্জু।

মঞ্জু। আমরা নারী, বাধা না দিয়ে পারি না, সত্যই বলছি প্রণবদা তুমি যেতে পাবে না। আদর্শ তোমাকে বদলাতেই হবে।

প্রণব। তোমার যদি ভয় হয়, তাহলে তুমি ও না হয় আমার সাথে চল।

মঞ্জু। প্রণবদা !

প্রণব। মঞ্জু !

মঞ্জু। তুমি কি আমার একটা অনুরোধও রাখতে পার না ?

প্রণব। একটা কেন একশ' অনুরোধ রাখতে পারি except this. তুমিও চলো না মঞ্জু ?

মঞ্জু। আমার ভয় হয়।

প্রণব। আমার সাথেও যেতে ভয় ?

মঞ্জু। তুমি যে-আদর্শের পিছনে ঘুরছো, তাতে ভয় ছাড়া ভরসা হয় না

প্রণব। তুমিও একথা বলবে ? তুমি আমায় বিশ্বাস কর মঞ্জু !

মঞ্জু। আমি তোমাকে ত' অবিশ্বাস করি না।

প্রণব। তবে কাকে কর ?

মঞ্জু। তোমার আদর্শকে।

প্রণব। তা হ'লে উপায় নেই মঞ্জু, I cannot change my ideal.

মঞ্জু। তুমি যে আদর্শ পরিবর্তন ক'রতে পার না তা আমি জানি, কিন্তু আমি ?

প্রণব। তুমি তোমার আদর্শ নিয়ে থাকবে। জোর করে আদর্শ বদলাতে যাওয়া ত' মূর্খতা। বিলেতে সব বিষয়ে সকলের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে; কিন্তু এখানে ছেলে বাপের খেয়ালে আত্মসমর্পণ না করতে পারলে বাপ তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাজ্য করে, স্ত্রী স্বামীর আদর্শ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে না পারলে, সমাজের নিষ্ঠুর

বিধানে তার ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। এই ত' দেশ, এখানে মানুষ বড়ো হবার কল্পনাই করতে পারে না। Tradition আর Superstition এর বোঝা গাধার মতো চোখ বুজে বয়ে চলার শক্তি যাদের নেই, তাদের জন্য এদেশ নয়, আর তারা যেন এই অভিশপ্ত দেশে না জন্মায়। অতীতের সমাজকর্তারা নিজেদের খেয়ালে যে সব বিধি-নিষেধ ক'রে গেছেন তার একচুল এদিক ওদিক হ'লেই বিপদ! সামাজিক নিয়মে সামান্য ব্যতিক্রমে যেখানে মারামারি খুনোখুনি হয়, যেখানে স্বাধীন মত নিয়ে ঘর-সংসার করা চলে না, সেখানের লোক বড়ো হবে একথা ভাবতেও লজ্জা হয়!

মঞ্জু। কোন দেশের আদর্শ ভালো সে বিচার করবার দিন আজ নয়, আর তার জন্যও আমি আসিনি। আমরা ভারতের নারী, প্রাণের দেবতাকে বিদায় দিতে হ'লেই আমাদের অন্তর অশ্রু-বেদনায় ভরে ওঠে; আমরা স্থির থাকতে পারি না!

প্রণব। That's weakness.

মঞ্জু। নারীর এটুকু weakness না থাকলে পুরুষের strength একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যেতো, আজ হয়ত' নিজের আদর্শের উন্মাদনায় একথা বুঝবে না, কিন্তু ভুল একদিন ভাঙ্তেই হবে!

প্রণব। I am all right. ভুল আমি করিনি, ভুল বুঝছো তুমি। আমার বড়ো হবার প্রেরণা সেত' তোমার সুখের জন্য মঞ্জু! তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছত'?

মঞ্জু। দীর্ঘ ৬ বৎসরের মধ্যে যে প্রশ্ন করনি, আজ বিদায়ের পূর্বে সে প্রশ্ন কর কেন?

প্রণব। সন্দেহ, সংশয়, প্রশ্ন যা কিছু, তা ত' বিদায়ের পূর্বেই হয়!

মঞ্জু। তুমি ক্রমশঃ বদলে যাচ্চ প্রণবদা!

প্রণব। বদলে যাওয়া উচিত, কিন্তু এমনি অভাগা দেশ, বদলানোর সুযোগ নেই। এখানে কি মানুষ আছে মঞ্জু!

মঞ্জু। আমিও তাহ'লে অমানুষ বল—

প্রণব। You are an exception.

মঞ্জু। এ তোমার তোষামোদ।

প্রণব। তুমি নিশ্চয়ই পরিহাস কর্‌ছ।

মঞ্জু। পরিহাস? তা হবে,—আমি পরিহাস কর্‌লে তোমার ভারি রাগ হয়, না প্রণবদা?

(দারোয়ান প্রবেশ করিল)

প্রণব। কি সংবাদ দারোয়ান? বাবা ডাকৃছেন বুঝি?

দারোয়ান। হাঁ হুজুর!

প্রণব। চলো যাচ্ছি।

দারোয়ান। খুব শিগ্‌গীর যেতে বলে্‌লেন।

প্রণব। (গম্ভীর কণ্ঠে) তুমি যাও, বাবাকে অপেক্ষা কর্‌তে বল, I am busy.

দারোয়ান। সেলাম হুজুর। (প্রস্থান)

প্রণব। বাংলা দেশের বাপ কিনা, দায়ভাগ আইনের জোরে ছেলের স্বাধীন প্রবৃত্তিকে একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়— I can't tolerate, I can't tolerate, মঞ্জু! A tiger is better, really better than a Bengalee father.

মঞ্জু। কি যা'তা বলছ।

প্রণব। যাতা? তুমি নারী। পুরুষের position বোঝ না, কেমন করে বুঝ্‌বে? তোমাদের শাস্ত্র কোন কিছু বোঝার অধিকার তোমাদের দিয়েছে কি? you living luggage—হাঁ, তুমি কি আজই ফিরবে, না মাসীমার বাড়ীতে থাকৃবে মঞ্জু?

মঞ্জু। (ভারি গলায়) তুমি কি আজই ফির্‌তে বল?

প্রণব। Certainly not. বল ত' এখানেই ব্যবস্থা ক'রে দেই।

মঞ্জু। আর receptionএ কাজ নেই।

প্রণব। সত্যিই নেই। তুমিত আর বোকা নও, তোমার যে সব কিছুতেই Quick conception তা কি আর জানি না আমি।

মঞ্জু। (হাসিয়া) এখন বাড়ী যাও ত। তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ প্রণবদা! আজ উঠি। বিলেত যাবার আগে দেখা ক'রো কিন্তু।

(প্রস্থানোদ্যত)

প্রণব। That's my duty. তুমি থাকৃবে কোথায়, কোলকাতায়?

মঞ্জু। আপাতত সেখানে।

প্রণব। তারপর? Future is uncertain, এই বল্‌বে ত! Courtship এর period টাই ভাল, না মঞ্জু?

মঞ্জু। তুমি বিলেত যাবার আগেই সাহেব বনে গেছ প্রণবদা! Courtship করতে করতে Divorce ক'রে বোস না যেন!

প্রণব। তুমি যাই বল, বিলেত আমাকে যেতে হবেই মঞ্জু, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না—কেউ না—

মঞ্জু। তা বেশ, কিন্তু যেখানেই যাও দয়া ক'রে সাবধানে থেকো, এই আমার প্রার্থনা। আজ আসি তা হলে।

প্রণব। Good nigh.

মঞ্জু। নমস্কার!

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

—জমিদার প্রতাপ রায়ের অন্তঃপুর—

—প্রতাপবাবু ও তাঁহার স্ত্রী করুণা—

করুণা। ছেলের বিয়ের দিন ত' ঠিক ক'রে ফেললে, কিন্তু ছেলে যদি বিয়ে করতে রাজি না হয়।

প্রতাপ। তা' হ'লে বিলেত যাওয়া বন্ধ হবে।

করুণা। আজকালকার ছেলে, তার মেয়ে পছন্দ হবে কিনা জানলে না শুনলে না, এর ফল ভাল হবে কি?

প্রতাপ। (তামাক টানিতে টানিতে) আমাদের বংশে নিজের খেয়ালে কেউ কখনও বিয়ে করেনি, এই আমারই কথা ধরনা, আমি কি দেখে শুনে পছন্দ ক'রে তোমাকে বিয়ে ক'রে ছিলুম। বয়স পড়েই বিয়ে হয়েছিল, তবু বাপ-ঠাকুরদার মতের বিরুদ্ধে ত' যাইনি, আর তাতে আমাদের সুখ-শান্তির ব্যাঘাত ও ত' কিছু হয়নি।

করুণা। তোমাদের আমল ছেড়ে দাও, তোমাদের আমলে বৌদের মুখ সেলাই করে শ্বশুরবাড়ীতে আসতে হ'ত যে, এখনও তাই হবে নাকি?

প্রতাপ। কিন্তু করুণা, তাতে তোমাদের সুখে-স্বচ্ছন্দেইত' কাল কাটলো।

করুণা। কাল যে কি ভাবে কেটেছে সে কথা খুলে বলতে গেলে তোমার মা-বোনেদের অনেক কিছু কীর্ত্তি বেরিয়ে পড়বে। সে কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু তুমি কি বলে একটা গরীবের মেয়ের সংগে তোমার শিক্ষিত ছেলের বিয়ে দিচ্চ; এত বড়ো জমিদারী শাসন ক'রে চুল পাকালে, এখনও নিজের ভালো মন্দ বুঝবে না? তুমিত' বিয়ে দিয়ে খালাস, বৌ নিয়ে ঘর করতে হবে ত' আমাকে জ্ঞাতি-কুটুম্বুরা কি বলবে বল ত'?

প্রতাপ। মেয়ের বাপ গরীব হ'ল ত' তোমার কি, তুমি ত' আর গরীব নও। তা ছাড়া মেয়ে ত' আর কুৎসিত নয় যে প্রণবের অপচ্ছন্দ হবে।

করুণা। একমাত্র ছেলে, তার সাধ সম্মান হবে না, সে আমি সইতে পারবো না। গাঁয়ে পাঁচজন লোক আছে, সবাইত আর তোমার মত নয়, তাদের সামনে মুখ দেখাবো কেমন করে?

প্রতাপ। সাধ-সম্মানের ত্রুটি হবে কেন? আর পাঁচজন লোককেই বা ভয় কিসের। জমিদার প্রতাপরায়ের সম্মান কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হবে না করুণা, তুমি নির্ভাবনায় থাক।

করুণা। প্রণবের বৌ, কত সাধের হবে, আজ চব্বিশ বছর ধরে কত কল্পনা ক'রে, কত স্বপ্ন দেখে আসচি, তুমি একদিনে সব ধূলিসাৎ করে দিলে!

প্রতাপ। ছেলে বিলেত যাচ্চে, তাড়াতাড়ি করে বিয়ে না দিলে আর বাঙালী বৌ ঘরে আনতে হবে না। বোঝ না কেন?

করুণা। তোমার ছেলের যদি কুমংলবই থাকে, তবে বিয়ে দিলে ও ত' কোন সুফল হবে না, একটা বাঙালী মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রে পাপ সঞ্চয় করাই সার হবে।

প্রতাপ। তা' যদি হয়, তা হ'লে অদৃষ্ট। যাতে তোমার ছেলের মৎলব না খারাপ হয় তার চেষ্টা ত' ক'রতে হবে।

(প্রণব দ্রুতপদে প্রবেশ করিল)

প্রণব। আমাকে ডেকেছিলে বাবা ?

প্রতাপ। হ্যাঁ, বসো।

(প্রণব বসিল)

প্রতাপ। হ্যাঁ, তুমি যখন বিলেত যাবেই, তখন আর আমরা তোমাকে বাধা দিতে চাইনা, তবে তোমাকে বিবাহ ক'রে যেতে হবে।

প্রণব। বিয়ে এখন আমি ক'রতে পারবো না বাবা।

প্রতাপ। কেন ?

প্রণব। ছাত্রজীবন শেষ না ক'রে সংসারে প্রবেশ করা আমার principle নয়।

প্রতাপ। ছাত্রজীবন একরকম শেষই ত' হয়েচে, এখন আর কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

প্রণব। বিলেত যাচ্চি বলেই তোমরা তাড়াতাড়ি বিবাহ দিতে চাচ্চ, কিন্তু কেন ? ভয় ক'রছো বুঝি ? সাহেবদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই ত' অবিবাহিত অবস্থায় ভারতবর্ষে আসে, তাদের বাপমায়েরা অবাধে ছেড়ে দেয় ত', আর তাদের ভবিষ্যৎ ও ত' নষ্ট হয় না। তোমাদের আশংকার কোন মানে হয় না !

প্রতাপ। আশংকার কারণ যথেষ্টই আছে, সে যাক—তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে, কত দূরে চলে যাচ্চ, সুদীর্ঘ কালের জন্যে, আমরা ও বুড়ো হ'য়েচি, যদি তোমার ফিরে আসা পযন্ত না বাঁচি জীবনে মস্ত বড়ো খেদ রয়ে যাবে, বাবা !

প্রণব। That's weakness of mind. তোমরা যা আশংকা ক'রছো তা ত' আজও ঘটতে পারে। সাবধানতা ভালো, কিন্তু অতি-সাবধানতা একটা disease. সাহেবরা ও ত' মানুষ, তাদের ও স্নেহমায়া আছে, but they are not cowards like Indian parents.

প্রতাপ। করুণা, তোমার ছেলের কথাগুলো কানে গেল কি ?

প্রণব। আমিত' কিছু অন্যায় বলিনি বাবা, ভারতে সত্য কথাও সাহস ক'রে বলবার অধিকার নেই, এইত' দেশ ! বিলেত হ'লে আমি আমার এই সাহসের উপযুক্ত পুরস্কার পেতাম !

প্রতাপ। তোমার বিলেতে জন্মানোই উচিত ছিল।

প্রণব। নিশ্চয়ই, ভারতে যারা জন্মায়, they are fools তাদের মত unfortunate দুনিয়ায় নেই। মানুষের ঘরে জন্মালেই ত' আর মানুষ হয় না!

করুণা। কি যা তা বলছিস, খোকা ?

প্রণব। ঠিকই বলছি মা, তোমার ছেলে স্পষ্ট কথা বলবে, তাও দোষ! বিলেতের মা-বাপের ত' স্পষ্ট কথায় কষ্ট হয় না!

প্রতাপ। আমি ভারতবর্ষের বাপ, আমি অতখানি দুঃসাহস বরদাস্ত করবো না। হ্যাঁ, বস্তিবাটির ফকির চাটুয্যের মেয়ের সংগে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েচে, আগামী বুধবার বিয়ে। কাল পাকা দেখা। করুণা, তেমার ছেলেকে জিজ্ঞেস কর, সে রাজি আছে কি না।

প্রণব। ভারতবর্ষে বয়স্কছেলের নিজে পছন্দ করে বিয়ে করার ও right নেই বুঝি ?

প্রতাপ। তোর বাপ-ঠাকুরদাদা কেউ কোন দিন নিজে পছন্দ কোরে বিয়ে করেনি, তোর বেলায় কি নতুন নিয়ম হবে।

করুণা। এখনও ত' পাকা দেখা হয়নি, খোকা আজ একবার বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেয়ে দেখেই আসুক না গিয়ে। তোমাদের আমলে সখ-শৌখীনতা ছিলনা বলে ওদের ও থাকবে না।

প্রতাপ। তা যেতে পারে। কিন্তু বিবাহ সেখানেই করতে হবে।

প্রণব। কেন বাবা ? সারাজীবন যাকে নিয়ে সংসার করবো আমি, তাকে মনোমত ক'রে বেছে নেওয়া কি অন্যায় ?

প্রতাপ। আমি যা বেছে দিচ্চি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা তোমার কর্ত্তব্য।

প্রণব। That's wrong. বিলাতে যাবার আগে যদি বিয়েই করতে হয়, Then I shall select my own bride.

করুণা। বেশত', তাই করুকনা, খোকা ত' আর বিয়ে করতে অরাজি নয়। তোমার আপত্তি কি ?

প্রতাপ। আপত্তি ষোল আনা। ও কাকে বিয়ে করতে চায় তা আমি জানি। ওর মতে চলতে হ'লে রায় বংশের সম্ভ্রমটুকু বিসর্জন দিতে হয়।

করুণা। কেন?

প্রণব। আমি একটা বদ্যির মেয়েকে বিয়ে করতে চাই মা, কিন্তু তা'তে হ'য়েচে কি? মঞ্জু আমাকে ভালবাসে, I must marry her.

প্রতাপ। শুনলে ছেলের কথা, একেবারে গোল্লায় গেছে! আমি তখন বারবার বলেছিলাম, অত লেখাপড়ায় কাজ নেই, তুমিই জেদ ক'রলে, এবার ফল ভোগ কর।

প্রণব। সমানে সমানে বিবাহ না হ'লে ফল ভাল হয় না বাবা! তুমি ভুল করচো, you must think thrice. বদ্যির মেয়েকে বিয়ে করলে জাত যাবে কেন? সে ও ত' মানুষ!

প্রতাপ। আমি তর্ক ক'রতে চাইনা প্রণব। আমার আদেশ, তোমাকে বৈদ্যবাটীতেই বিয়ে ক'রতে হবে। যদি রাজি না থাক, তা' হ'লে আমি বিলেত পাঠাতে ও রাজি নই। এখনও ভেবে দেখ। করুণা, তোমার খোকার অভিমত এক ঘণ্টার মধ্যেই জানতে চাই, আমি সেরেস্তায় যাচ্চি, ডেকে পাঠিয়ো।

(প্রস্থান)

করুণা। দুঃখ করিস না খোকা, সে-কালের লোকেদের সব কাজেই গোঁড়ামি আছে, তা ত' জানিস বাবা। ওঁদের হুকুম তামিল করতে করতে আমারই প্রাণ বেরিয়ে যায়। তোর বিলেত যাওয়া কি হ'ত, শুধু আমার জেদেই রাজী হোয়েছেন।

প্রণব। কিন্তু এতখানি গোঁড়ামি ত' ভাল নয় মা!

করুণা। কি করবি বল বাবা! আমাদের আমল এমনই কাটলো, তোরা যা ভাল বুঝিস করবি। এ বিয়েতে আমিই আপত্তি করে'ছিলুম। কিন্তু পাহাড় নড়ে ত' তিনি নড়বেন না। উপায় কি বল!

প্রণব। কিন্তু আমি যে মঞ্জুকে কথা দিয়েচি মা!

করুণা। কিন্তু আমি ত' নামেই গিন্নী সেজে আছি বাবা। তুই কত আদরের ছেলে, কত পূজো, মানসিক দিয়ে তোকে পেয়েছি, তুই খুসী মত যা করিস তাতেই আমার আনন্দ, কিন্তু—

(চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল)

প্রণব। তুমি দুঃখ ক'রোনা মা, আমায় একটু ভাবতে দাও, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার মত জানাবো। পঞ্চাশের উপর তোমার বয়স হ'ল, কিন্তু সংসারে এখনও তুমি স্বাধীনতা পেলে না, তোমার অবস্থা দেখলে দুঃখের চেয়ে লজ্জাই বেশী হয়। এই যে নারী-নির্যাতন, একি তুমি ভাল বল মা ?

করুণা। ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে আমাদের, আমরা কি ব'লবো বাবা! নিজের চরিত্রটুকু ঠিক রেখে সংসারে নারীদের মুক্তি দিতে চেষ্টা করিস্। কত দূর চলে যাবি, হয় ত' বা আর দেখাই হবে না, একটা অনুরোধ করে রাখি—

প্রণব। কি মা?

করুণা। সংসারে যত বিঘ্নই আসুক, নারীত্বের মর্যাদা প্রাণ দিয়েও রক্ষা করিস। আর একটা কথা—

প্রণব। কি ?

করুণা। অর্থের অভাবে যাদের চিকিৎসা হয় না, তাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিস বাবা।

(প্রণব গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিল)

কি ভাবছিস খোকা ?

প্রণব। আমি যাই ভাবি তোমার সব কথাই আমার কানে গেছে মা !

করুণা। তোর বাবাকে কি বলবো বল ?

প্রণব! আমি আমার শোবার ঘরে গিয়ে একটু চিন্তা ক'রে নি, তারপর তোমার সংগে দেখা করবো।

(প্রস্থান)

করুণা। বিপদ্বারণ নারায়ণ, তুমি আমার ছেলেকে সুমতি দিয়ে রক্ষ কর। আমার একমাত্র ছেলে, বিপথে গেলে সংসার নষ্ট হ'য়ে যাবে ঠাকুর !

(প্রস্থানোদ্যত)

[একটি ভিক্ষুক তানপুরা বাজাইয়া গান করিতে করিতে আঙিনায় প্রবেশ করিল।]

(গান)

আমায় তুমি অনেক দেছ দাওনি শুধু গান,
আমায় তুমি দুঃখ দিয়ে বাঁচাও ভগবান।
পথিক আমি লক্ষ্যহারা
ফিরি একা একা
মরুভূমির মরণ তৃষায়
একটি জলের রেখা
আমায় তুমি সকল নিয়ে দাওগো সুরের ত্রাণ।

করুণা। তোমার বাড়ী কোথায় বাবা ?

ভিখারী। আমার বাড়ী নেই মা।

করুণা। কোথায় থাক ?

ভিখারী। যিনি যখন যেখানে আশ্রয় দেন সেইখানেই থাকি।

করুণা। তোমার কে আছে ?

ভিখারী। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন সবই আছে।

করুণা। তবে ?

ভিখারী। আমার সংসারে আমার ছাড়া আর কারও অভাব নেই।

করুণা। কেন ?

ভিখারী। সকলের অভাব পূর্ণ করতে গিয়ে আমার অভাব পূর্ণ হ'ল না।

করুণা। তাই বুঝি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছ ?

ভিখারী। বাড়ী আমি ত' ছাড় নি, বাড়ীই আমার সাথে আড়ি করেছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

করুণা। চলে যাচ্ছ ?

ভিখারী। চলে যাওয়াই ত' স্বভাব আমার।

করুণা। ভিক্ষা নেবে না ?

ভিখারী। বড়ো লোকের বাড়ীতে ভিক্ষা নেই না।

করুণা। কেন ?

ভিখারী। ছোট হ'য়ে যাবার ভয়ে।

করুণা। তবে এসেছ কেন ?

ভিখারী। গান শোনাবার জন্যে--

করুণা। কেন ?

ভিখারী। বড়লোকের বাড়ীতে গানের বড় অভাব—

করুণা। সারাজীবন এমনি করেই বেড়াবে।

ভিখারী। জোড়াতালি দিয়ে সংসার করে লাভ কি মা! ঘর বাঁধতে চেষ্টা করলেই ত' আর ঘর বাঁধা যায় না!

(গান করিতে করিতে প্রস্থান)

(পথিকের গান)

যা চেয়েছি তাই পেয়েছি
তবু হৃদয় কাঁদে
অনেক পাওয়ার তীব্র জ্বালায়
নয়ন আমার ধাঁধে
আমায় প্রভু রিক্ত কর, মুক্ত কর প্রাণ,
দাও গো মোরে গান।

(বিষণ্ণ-হৃদয়া করুণার অধোবদনে ধীরে ধীরে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

'নিখিল-বঙ্গ-নারী--ভবনের' কার্য্যালয়

কলিকাতা

[মঞ্জু, প্রফেসার মুখার্জি, ইলা ও উৎপল]

মঞ্জু। Professor Mookherjee, আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

প্রঃ মুখার্জি। বিদায় ? সে কি ?

মঞ্জু। আপনাদের সমিতির সভানেত্রীত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

প্রঃ মুখার্জি। কেন ?

মঞ্জু। আপনাদের সমিতির আদর্শ ও কাজে সামঞ্জস্য নেই।

প্রঃ মুখার্জি। কেন ?

মঞ্জু। নারীর কল্যাণ আপনারা চান না, আপনারা চান নারীকে নিয়ে খেলা ক'রতে।

প্রঃ মুখার্জি। কি বলছেন, মঞ্জু দেবী ?

মঞ্জু। আমি ঠিকই বলছি, বিশেষ অনুসন্ধান করলে আপনিও তাই বলবেন।

ইলা। You must be liberal মঞ্জুদি।

মঞ্জু। তোমাদের liberal হওয়ার Standard যে কি তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না, ইলা।

উৎপল। তা হ'লে বুঝতে হবে বুঝবার চেষ্টাই করনি।

মঞ্জু। খুব ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা ক'রেছি বলেই আজ আর আপনাদের সংগে কাজ করা সম্ভবপর হ'চ্ছে না।

উৎপল। Ila is right, তুমি মোটেই liberal নও। তোমার সম্বন্ধে আমাদের একটা উচ্চ ধারণা ছিল! কিন্তু এখন দেখ'চি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ধারা তোমার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। কূপমণ্ডূক হ'য়ে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়া চলে না মঞ্জু। You must adapt yourself to the changing world.

মঞ্জু। প্রগতির পথে আলো পেতে গিয়ে যদি মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে তার চেয়ে কূপমণ্ডূক হ'য়ে থাকা শতগুণে শ্রেয়। আকাশে উড়ে ভাগাড়ে লক্ষ্য থাকার চেয়ে না ওড়াই ভাল উৎপল দা।

উৎপল। Are we Vultures?

মঞ্জু। More than that.

উৎপল। মঞ্জু!

মঞ্জু। আমি ঠিকই বলছি উৎপল দা! শকুনির চেয়েও ভীষণ আপনারা। শকুনি মৃতকে ভক্ষণ ক'রে ধরনীকে রক্ষা করে, আপনারা জীবিতকে শোষণ ক'রে জাতিকে পংগু করেন। বাঘও ত আপনাদের তুলনায় মহৎ।

ইলা। কি যা' তা' বলছেন মঞ্জুদি ?

মঞ্জু। সময়ে সময়ে যা তা বলারও প্রয়োজন হয় ইলা। তুমি তোমার উৎপলদাকে যে চোখে দেখেছ, আমি ত' আর সে চোখে দেখিনি। যৌবনের উন্মাদনায় তুমি তাকে ভালবেসেছো, আমি তাকে নারীর কল্যাণে বিচার করেছি।

উৎপল। Professor Mookherjee, your president is talking nonsense.

মঞ্জু। আমি না হয় nonsense বকচি। কিন্তু আপনার যদি একতিলও sense থাকতো, আপনি লজ্জায় অদৃশ্য হ'য়ে যেতেন। আমার resignation এখনও accepted হয় নি কেন? আমি কৈফিয়ৎ চাই, আপনি কেন এতগুলি নারীর সর্ব্বনাশ কোরচেন? চুপ ক'রে থাকলেন যে? জবাব দিন। প্রতিষ্ঠান গড়তে এসেছেন, না? বড়ো বড়ো বুলি আওড়ালেই বড়ো হওয়া যায় না।

উৎপল। যারা এই সমিতির শরণাপন্ন হয় তারা সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়েই আসে, এখানে সর্ব্বনাশের প্রশ্নই উঠে না। আমাদের বরং আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া উচিৎ। জাতির কল্যাণে যেমন ক'রে হোক পতিতাদের সন্তানের জননী ক'রে তুলতে হবে। সতীত্বকে বড়ো করতে গিয়ে নারীত্বকে ত আর ছোট করা চলে না।

মঞ্জু। চমৎকার! Professor Mookherjee, your Judgment now!

প্রঃ মুখার্জ্জি। উৎপল বাবু আপনাদের সমিতি আপনারাই চালান।

উৎপল। চটবেন না Professor Mookherjee, এ ছাড়া দুর্ব্বল ভারতে নারীবল জাগ্রত করার উপায়ান্তর নেই!

প্রঃ মুখার্জ্জি। যদি তাই হয়, তা'হলে আমারও এই প্রতিষ্ঠানের সাথে অচিরে সম্পর্ক ছিন্ন করাই একমাত্র উপায়। নারীত্বকে ফুটিয়ে তোলার পথে সতীত্বের যদি কোনও মূল্যই না থাকে তবে নারীজাগরণের ব্রত নিয়ে যে ভবন তৈরী ক'রেছি আমরা, তার প্রতিটি ইষ্টক ভেঙে চুরমার ক'রে এখ্খুনি গংগার জলে ভাসিয়ে দেওয়া উচিৎ।

উৎপল। পতিতাদের জীবনও ত' ব্যর্থ ক'রে দেওয়া উচিৎ হয় না, Professor Mookherjee।

প্রঃ মুখার্জি। নিশ্চয়ই না। কিন্তু পতিতারা ত' আর বারবনিতা নয়, Mr. Roy। দুর্বৃত্তের পশুবল যাদের নারীত্বকে পদদলিত করে তারা নিষ্ঠুর সমাজের পরিত্যক্তা হ'লেও অসতী নয়। অসহায় বলে সমাজ তাড়িয়ে দেয় যাদের, তারাই নারীভবনের শরণাপন্ন। তারা যদি নতুন ক'রে সংসার ক'রতে চায়, আপত্তি নেই। সন্তানের জননী তারা হোক, কিন্তু ব্যভিচারের পথে নয়, বিবাহ ক'রে।

ইলা। কিন্তু যে সব বারবনিতা অনুতপ্ত হ'য়ে আমাদের নারীভবনে আসে?

প্রঃ মুখার্জি। আমরা তাদের অনুতাপকে শ্রদ্ধা ক'রবো।

ইলা। তারা যদি সন্তানের জননী হ'তে চায়?

প্রঃ মুখার্জি। তাদের বিবাহ দিতে হবে।

উৎপল। সমাজে কি তাদের স্থান কোনও দিন হবে?

প্রঃ মুখার্জি। যাতে হয় তারই ব্যবস্থা করবার জন্যই ত' আমাদের এই প্রতিষ্ঠান। তা যদি না হয় তবে আমাদের ভবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়েছে বুঝতে হবে।

উৎপল। কিন্তু আপনারা যে পথে নারীজাগরণ আনতে চান সে পথে নারীর কারাগার তৈরী হবে, Professor Mookherjee। প্রগতির পথ আরও মুক্ত হাওয়া চাই। আলো বাতাসের অভাবে. নারী তার শক্তি হারিয়ে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে, তাকে আর বন্দী করবার চেষ্টা করবেন না আপনারা। পুরুষের অত্যাচারে নারী আজ জর্জরিত, দিনের পর দিন তারা আর চোখ বুজে কত উৎপীড়ন সহ্য ক'রবে বলুন ত'?

মঞ্জু। পুরুষের বিরুদ্ধে নারীকে উত্তেজিত ক'রে তার হৃদয় অধিকার করা ভারি সহজ, তা আমিও জানি উৎপল বাবু। কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষের সমবেদনার চেয়ে নির্মম পুরুষের অত্যাচার ঢের ভাল। নারী-প্রগতির নামে নারী-বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে যারা তারা দেশদ্রোহী। পুরুষের মনুষ্যত্ব গেলে নারীর জীবন লাঞ্ছিত হয় সত্য কিন্তু পুরুষের পুরুষত্ব গেলে নারীর জীবনের কোনও মূল্যই থাকে না।

ইলা। তবে কি নারী চিরদিনই পুরুষের দাসত্ব ক'রবে বলতে চান মঞ্জুদি?

মঞ্জু। পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করা অন্যায় সত্য, কিন্তু পুরুষের উপর প্রভুত্ব করার বাসনা যে পাপ। একের অধোগতির উপর অপরের যে প্রগতি তা কোনও দিনই টেকেনা ইলা।

উৎপল। পুরুষের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলবে নারী, তা যদি পুরুষ বরদাস্ত করতে না পারে, তা হ'লে নারীর বিদ্রোহ ঘোষণা করা ছাড়া উপায় কি? নারী ত' আর পাষাণ নয়, তার আশা আছে, আকাংক্ষা আছে, সম্ভাবনা আছে, ভবিষ্যৎ আছে। নারীর শক্তির অভাবে সমগ্র জাতি যে আজ অচল, অনড় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তা যদি আজও বুঝতে না পেরে থাক মঞ্জু, তা হ'লে তোমার নারীত্বে ভাটা পড়েছে বুঝতে হবে।

ইলা। আপনি নারী, আপনিও আমাদের দুঃখ বুঝবেন না মঞ্জুদি?

মঞ্জু। দুঃখ আমি বুঝি! নারীর অন্তরের বেদনা কি আমার নয়? কিন্তু বলের দ্বারা পুরুষকে জয় করার চেষ্টা নারীত্বেরই অপমান, ইলা। প্রেম দিয়ে পুরুষকে আপন ক'রে নেবার শক্তি হারিয়েছে বলে নারীর আজ এই দুর্দ্দশা। নারীর একটানা চরম স্বার্থপরতার জন্যই বাংলার ঘরে ঘরে আজ অশান্তির আগুন। বাংলার কুলনারী ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসতে জানে না। তার ভালবাসা পুকুরের জলের মত, তাতে পিপাসা মেটে, কিন্তু তৃপ্তি হয় না। পুরুষরা না হয় নারীকে বন্দী ক'রে অপরাধই ক'রেছে, কিন্তু নারীর হৃদয়ে ত' ভালবাসা ছিল, সে কেন তাই দিয়ে পুরুষকে উদার ক'রে তোলে নি?

(নারীভবনের অন্যতম সভ্য সুহাস প্রবেশ করিল)

প্রঃ মুখার্জি। আরে সুহাস যে, you are late Mr. Chatterjee.

সুহাস। যেখানে অনিয়মই প্রগতি সেখানে বিলম্বে নিশ্চয়ই কার্য-হানি হয় না।

মঞ্জু। You are right, সুহাস বাবু! Many thanks for your delay.

সুহাস। আপনাদের ভবন থেকে ধন্যবাদ পায় যারা তারা মানুষের করুণার পাত্র, মঞ্জু দেবী!

প্রঃ মুখার্জি। (হাসিতে হাসিতে) ঠিক বলেচ, সুহাস! But mind that you are a big bug of the Bhaban.

সুহাস। কিন্তু এত বেশী রক্ত শোষণ ক'রেছি যে রক্তে অরুচি ধরে গেছে ভায়া। এখন অগ্নি-মান্দ্য, তাই ভাবছি দিন কতক ভবন থেকে দূরে সরে গিয়ে মুক্ত হাওয়ায় বাঁচবার চেষ্টা ক'রবো।

প্রঃ মুখার্জি। হা—হা—হা, Suhas has been a dyspeptic patient.

মঞ্জু। অতিরিক্ত লালসার after-effect, নয় সুহাস বাবু?

সুহাস। সে কথা মহামান্য Secretary সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। He is the fittest person to answer.

উৎপল। Shut up সুহাস! তোমাদের যদি এ প্রতিষ্ঠান ভালো না লাগে you may all resign.

সুহাস। Resignation দেবার জন্যেই ত' এসেচি। কিন্তু যাবার সংগে সংগে আপনার প্রতিষ্ঠানও যাতে যায় তার একটা পাকা বন্দোবস্ত করে যেতে হবে ত'। পূর্ণিমার আলোয় যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম, অমাবস্যার ঝড়ে তার দেওয়াল ভেঙে দিয়ে তবে ত' নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারবো। A cyclone, a flood, an earthquake and then I shall be off. আপনার প্রেমের বৃন্দা-বনে আগুন জ্বালিয়ে দেই, তা না হ'লে কোথাও যে শান্তি পাব না!

(দ্রুত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল, পশ্চাতে আসিল একদল মহিলা।)

সুহাস। (মঞ্জুর দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া) Here is your president. আপনারা আপনাদের অভিযোগ নির্ভয়ে পেশ করুন।

(সকলেই অবাক নেত্রে মহিলাগণের দিকে তাকাইয়া থাকিলে উৎপল আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।)

সংকোচের কোনও কারণ নেই আপনাদের, সত্য প্রকাশে সাহস অবলম্বন করুন!

জনৈক মহিলা। অকথ্য অশ্লীলতা কেমন ক'রে প্রকাশ ক'রবো সুহাস বাবু, আমাদের বিদায় দিন। নারীভবনে নারী না থাকাই ভাল।

চতুর্দিকে বিষধর সর্প ফণা বিস্তার ক'রে থাকে যেখানে, সেখানে কেমন করে আমরা নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারি বলুন ত' ?

মঞ্জু। কি হ'য়েচে আপনাদের ?

মহিলা। সেক্রেটারীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেচি।

মঞ্জু। নির্যাতন ? কেন ?

মহিলা। তাঁর কুমৎলবকে প্রশ্রয় দেই নি ব'লে।

মঞ্জু। এতদিন আপনারা সে অভিযোগ করেন নি কেন ?

মহিলা। ভয়ে।

মঞ্জু। ভয় ? ভয় কিসের ?

মহিলা। দ্বিগুণ অত্যাচারের।

সুহাস। শরণাগতের ভয় না হওয়াই অস্বাভাবিক মঞ্জু দেবী।

(চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া।)

Where is that scoundrel?

প্রঃ মুখার্জী। কে ?

সুহাস। বিশ্বাসঘাতক Secretary!

ইলা। (সভয় কণ্ঠে) উৎপলদা নেই ?

সুহাস। তুমি পথ পাওনি বুঝি ?

মঞ্জু। সুহাস বাবু ?

সুহাস। আমি ঠিক বলছি, মঞ্জু দেবী। ইলাই ত' উৎপলের সর্ব্বনাশ ক'রেচে।

মহিলা। ঠিক ব'লেচেন আপনি। পাপের পথে উৎপল বাবুর যেটুকু সংকোচ ছিল, তা নষ্ট করেচেন উনিই। নারী হ'য়ে নারীর এতখানি সর্বনাশ করবেন, তা আমরা কোনও দিন ভাবতে পারিনি দিদিমণি।

সুহাস। (ইলার প্রতি) তুমি তোমার উৎপলদাকে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরে যাবে কিনা বল ?

ইলা। নিশ্চয়ই। পার্বত্যনদী মরুভূমির মাঝে তার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি হারাতে চায় না।

(প্রস্থানোদ্যত)

ইলা। (চলিতে চলিতে) স্বাধীন রমণী পশ্চাতের আহ্বানে সাড়া দেয় না। সম্মুখে তার অনন্ত সম্ভাবনা!

(বাহির হইয়া গেল)

মঞ্জু। (মহিলাগণের প্রতি) আপনারা যান, আজ থেকে যা কিছু আপনাদের অভিযোগ, তা অবিলম্বে পেশ ক'রবেন। আর একটা কথা, উৎপল আর ইলা আপনাদের আশ্রমে প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেবেন।

মহিলা। কিন্তু এ আশ্রমে অনেক উৎপলই যে আসা-যাওয়া করে, দিদিমণি।

প্রঃ মুখার্জি। এখন হোতে উৎপলের দলের উপর সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

(মহিলাগণ নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।)

এবার থেকে careful হ'য়ে চলতে হবে, মঞ্জু দেবী।

মঞ্জু। নিশ্চয়ই।

[ত্বরিত পদে প্রণব প্রবেশ করিল]

প্রণব। Good Morning!

সকলেই। Good Morning! Good Morning!

প্রণব। You are all busy I see. Can you not spare your president for a few minutes?

সুহাস। You are on the horse-back, Dr. Roy.

প্রণব। তাই ব'লে তোমাদের শিবের বাহনে আমি কোনও দিনই চড়তে পারবো না, সুহাস।

সুহাস। দুদিন পরে যে জাহাজে চড়ে বিলেত যাবে তাকে শিবের বাহনে চড়তে বলবেই বা কে হে। আমাদের সংগে এতদিন কারবার ক'রলে, এতখানি ভুল বোঝা তোমার উচিৎ হয় না, বন্ধু।

প্রণব। রহস্য করবার সময় আমার মোটেই নেই, সুহাস। A few words to your president.

সুহাস। তা বেশ ত'। Why a few words, spend long hours. আমরা যাচ্চি (উঠিল) আমাদেরও private talk আছে বাড়ীতে, কি বলেন Prof. Mookherjee?

প্রঃ মুখার্জি। You are right!

মঞ্জু। Dr. Roy একটা sensation create করলে দেখছি।

সুহাস। Sense বেশি থাকলে sensation ত' হবেই। Wish you good luck (হাসিল)।

(সুহাস ও প্রঃ মুখার্জির প্রস্থান)

মঞ্জু। তুমি কি হ'লে বল ত?

প্রণব। আমি কি হ'য়েচি সে বিচার করবার সময় নেই আজ, কি হব তাই পরামর্শ করতে এসেচি তোমার সংগে।

মঞ্জু। সাহেব হবে, সে ত' জানা কথা। তোমার পাগলামির জন্যে আমারও আর মান-সম্ভ্রম থাকে না। Prof. Mookherjee, সুহাস বাবু, এঁরা কি মনে করবেন বল ত'?

প্রণব। অতখানি লোকভয় আমার নেই, মঞ্জু! আমি আমার নিজের Principle নিয়ে চলি, আর চলবও।

মঞ্জু। তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে, আর তাই আমাকে বরদাস্ত করতে হবে, এ তোমার অন্যায়, একটু সাবধান হোয়ে চলতে শেখ। বিলেত ত' অনেকেই যায়; কৈ তারা ত' তোমার মত পাগলামি করে না!

প্রণব। আমি পাগল না বুদ্ধিমান সে বিচার পরে হবে।

মঞ্জু। সবই যদি ভবিষ্যতের জন্যে ফেলে রাখ, তবে বর্তমানে কোনও কাজ নেই বল!

প্রণব। কাজ আছে বলেই ত' এসেছি, গুরুতর কাজ, তুমি সে কাজে আমাকে সাহায্য কর মঞ্জু।

মঞ্জু। আগে কাজটাই শুনি।

প্রণব। কাজ গুরুতর হোলেও তোমার কাছে তা অতি সহজ, অতি অনায়াস-সাধ্য, বল মঞ্জু, আমায় সাহায্য দেবে কিনা বল।

মঞ্জু। তুমি আমাকে মোটেই বিশ্বাস কর না প্রণবদা!

প্রণব। কেন?

মঞ্জু। তা না হ'লে সাহায্য চাও। তোমার কাজ কি আমার কাজ নয়? তুমি যেন কি রকম হ'য়ে যাচ্ছ—

প্রণব। আজ আমার সম্মুখে অভ্রভেদী হিমালয়। আমি কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিনি, আমার স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণের পথে এত বড়ো বাধা এসে দাঁড়াবে!

মঞ্জু। কি হ'য়েচে বল না!

প্রণব। আমার কল্পনার প্রাচীর বুঝি বা ধূলিসাৎ হয়, মঞ্জু!

মঞ্জু। স্পষ্ট করেই বলনা প্রণবদা, তুমি চিরকালই কি আমার কাছে হেঁয়ালি হোয়ে থাকবে! তুমি অমন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলোনা।

প্রণব। আমার বিলেত যাওয়ার সাধ অপূর্ণ থেকে গেল মঞ্জু!

মঞ্জু। কেন?

প্রণব। বাবার আদেশ, বিলেত যেতে হোলে বিয়ে করে যেতে হবে।

মঞ্জু। ভালই ত'।

প্রণব। কিন্তু তাঁর মনোমত পাত্রীকে বিয়ে করতে হবে—

মঞ্জু। তাতেই বা দোষ কি?

প্রণব। দোষ ষোল আনা। বিয়ে ক'রবো আমি, অথচ আমার freedom of selection থাকবে না। এ তাঁর অন্যায় জবরদস্তি মঞ্জু।

মঞ্জু। উত্তেজিত হোয়োনা প্রণবদা, তুমি তাঁর আদেশ পালন কর। অনর্থক সংসারে অশান্তি ডেকে আনবে কেন?

প্রণব। তা আমি পাবরো না মঞ্জু! সমগ্র বিশ্ব যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমি নির্ভয়ে সংগ্রাম ক'রবো।

মঞ্জু। সম্বন্ধ স্থির হোয়েছে কি?

প্রণব। হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যেয় পাকাদেখার কথা ছিল, আমি পালিয়ে এসেছি।

মঞ্জু। অন্যায় ক'রেছ।

প্রণব। তুমিও অন্যায় বলবে।

মঞ্জু। তোমার ন্যায় অন্যায়ের বিচার আমারই ত' কর্ত্তব্য।

প্রণব। তা ত' জানি! আর সেইজন্যেই তোমার কাছে পালিয়ে এসে বাঁচতে চাই মঞ্জু!

মঞ্জু। কিন্তু পালিয়ে আসা ত' কাপুরুষের লক্ষণ!

প্রণব। একটা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা গরীবের মেয়েকে বিয়ে করা Doctor Roy এর পক্ষে ততোধিক কাপুরুষতা।

মঞ্জু। বাংলার কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতাকে রক্ষা করবার ব্রত নিয়ে যারা নারীভবনের প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের মুখে একথা মোটেই শোভা পায় না।

প্রণব। তোমাদের নারীভবনের আদর্শ রক্ষা ক'রতে গিয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত আদর্শকে বিপন্ন ক'রতে পারি না।

মঞ্জু। জাতির কল্যাণে ব্যক্তির আত্ম-বিস্মৃতি আজ একান্ত প্রয়োজন ভারতে! ম্রিয়মান জাতির পতনের মুখে তোমরা যদি আজ বলিষ্ঠ আদর্শ নিয়ে না দাঁড়াও তাহলে দীন ভারতের জঘন্য দুর্দ্দশা কেমন করে দূর হবে প্রণবদা?

প্রণব। Self preservation is the first law of nature. যদি মনে কর আমার আদর্শে প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা নষ্ট হবে, আমাকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ কর, আমি হাসি মুখে বিদায় নেব।

মঞ্জু। যা খুশি করতে পার, কিন্তু তুমি তোমার পিতার আদেশ অমান্য না করলে খুশি হব।

প্রণব। Impossible! পিতার আদেশেরও একটা সীমা আছে। যাবজ্জীবন যেখানে বন্দী হতে হবে সেখানে আলো না থাকলে বাঁচব কেমন করে মঞ্জু। অমার জীবন-সংগিনী হবার যোগ্যতা তুমি ছাড়া আর কারও নেই।

(মঞ্জুর হাত দুটি দৃঢ় ভাবে চাপিয়া)

বল মঞ্জু বল, আমার এ প্রস্তাব সমর্থন করবে—

মঞ্জু। না।

প্রণব। তুমি আমার জীবনসংগিনী হোতে চাও না? তাহ'লে আমি কি এতদিন ভুলই বুঝে এসেচি।

মঞ্জু। তা তুমি জান, কিন্তু আমি তোমার জীবনসংগিনী হোতে পারবনা!

প্রণব। পারবে না?

মঞ্জু। না!

প্রণব। কারণ?

মঞ্জু। কারণ অপ্রকাশ্য।

প্রণব। অপ্রকাশ্য? আমার কাছে তোমার ত' গোপনীয় কিছু থাকতে পারে না, মঞ্জু?

মঞ্জু। পারে বৈকি।

প্রণব। মঞ্জু?

মঞ্জু। আমি এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি, প্রণবদা!

প্রণব। আমি যে বিশ্বাস ক'রতে পারছি না, মঞ্জু!

মঞ্জু। বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে। আমাকে বাঁধতে কেউ কোনদিন পারেনি, তুমিও পারবেনা।

প্রণব। আমি কি তবে এতদিন মরীচিকার পিছনে ছুটেছি!

মঞ্জু। তুমি বিলেত যাবে, বড়ো হবে, তোমার সম্মুখে কত বড় ভবিষ্যৎ, তুমি কেন মরীচিকার পিছনে ছুটবে, প্রণবদা!

প্রণব। আমি বিলেত যাবনা মঞ্জু, বল তুমি আমাকে ভালবাস কিনা?

মঞ্জু। ভালবাসি, নিশ্চয়ই ভালবাসি, কিন্তু তোমার কামনার পথে কোনদিন ধরা দেবনা, দিতে পারিনা।

প্রণব। কিন্তু আমি যে মানুষ, মঞ্জু।

মঞ্জু। সেই জন্যই তোমাকে বিয়ে ক'রতে হবে।

প্রণব। যদি তুমি বারণ কর, আমি কোনদিন বিলেত যাবনা। আজ থেকে আমাদের আদর্শ নিশ্চয়ই এক হবে, তুমি বিশ্বাস কর।

মঞ্জু। তা হয়না,-প্রণবদা! তুমি ফিরে যাও, তোমার সমাজ আছে, আমাকে জীবনসংগিনী করে কেন তুমি তোমার মা-বাপের মনে আঘাত দিতে যাবে?

প্রণব। আমি জাত মানিনা।

মঞ্জু। তাঁরা ত' মানেন। আজ উঠি প্রণবদা।

(উঠিল)

প্রণব। মঞ্জু?

মঞ্জু। আবার দেখা হবে।

প্রণব। কখন?

মঞ্জু। প্রয়োজনের দিনে।

প্রণব। আমাকে একলা ফেলে দিয়ে যাচ্ছ!

মঞ্জু। উপায় নেই প্রণবদা! (বাহির হইয়া গেল)

প্রণব। (চেয়ারে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে) মঞ্জুও চলে গেল!

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

বৈদ্যবাটির একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র পল্লী, উাহারই একপ্রান্তে ফকিরদাস চট্টো-পাধ্যায়ের বহু পুরাতন শীর্ণ একখানি মাটির ঘর। চালে খড় নাই, উঠানের চতুর্দিকে প্রাচীর নাই, সংস্কারের অভাবে দেওয়ালের মাটি ধ্বসিয়া পড়িতেছে। বসত বাটির সম্মুখে একখানি ছিন্ন মাদুরের উপর মাথায় হাত দিয়া ফকিরদাস উপবিষ্ট। কন্যা সরযূ তামাক সাজিয়া প্রবেশ করিল।

সরযূ। বাবা!

(চিন্তামগ্ন ফকির উত্তর দিলনা)

সরযূ। (আরও কাছে আসিয়া) বাবা!

ফকির। আয় মা, সকাল বেলা তামাক সেজে আনা নিত্য কর্ম হোয়েছে তোর, বড় বদ-অভ্যাস করে দিচ্ছিস মা। তুই তো আর চিরদিন এ বাড়ীতে থাকবি না!

(সরযূর হাত হইতে কলিকাট লইয়া তামাক টানিতে লাগিল।)

সরযূ। কাল রাত্তির থেকে তোমার কিছু খাওয়া হয়নি, কিছু আনবো বাবা?

ফকির। না মা, আজকেও কিছু খাব না, তোর মাকে বলে দে যেন খাবার না করে।

সরযূ। কেন বাবা?

ফকির। তুই ত' জানিস মা, মধ্যে মধ্যে উপোষ দিলে আমি বেশ থাকি, কোন কষ্ট হয় না!

সরযূ। কিন্তু এমনি ক'রে শরীর নষ্ট ক'রলে—

(কাঁদিয়া ফেলিল)

ফকির। কাঁদিস নে মা, আমার কিছু হবে না, গরীবের শরীর পাষাণের চেয়েও শক্ত, সযূ।

সরযূ। আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট বাবা!

ফকির। তোর জন্যে কেন কষ্ট হবে মা, তুই ত' ঘরের এক কোনে অবহেলায় দিন কাটাস, আমি সবই জানি সযূ! (চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল।) এক গ্লাস জল আন ত' মা।

সরযূ। একটু শরবৎ খাও না বাবা?

ফকির। দুঃখের শরীরে শরবৎ কি হবে বেটি!

(সরযূ বাহির হইয়া গেল)

(এক গ্লাস জল হাতে লইয়া সরযূর বিমাতা চন্দ্রা প্রবেশ করিল।)

চন্দ্র। বলি জল খেয়েই কি সারা জীবন কাটবে তোমার।

(জলের গ্লাসটি স্বামীর হস্তে দিল।)

ফকির। ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে না খেয়েও কাটতে পারে।

চন্দ্রা। তা ভাল, কিন্তু মেয়ে বুড়ো হ'লেও আইবুড়ো নাম ঘুচবেনা, সেদিকে খেয়াল আছে কি?

ফকির। আমি চেষ্টার মালিক চেষ্টা করচি, এর বেশী আমি আর কি করতে পারি চন্দ্রা? যে ডালই ধরবো সেই ডালই যদি ভেঙে যায়—

চন্দ্রা। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিলে ডাল কেন গাছই ভাঙা উচিৎ। মেয়ের পরণের কাপড় জোটাতে পারেনা, সম্বন্ধ ক'রতে গেলে জমিদারের ছেলের সংগে। তোমার দুর্গতি হবে না ত' হবে কার?

ফকির। জমিদার নিজে যেচেই এসেছিল চন্দ্রা। আমাব কি সেখানে যাবার সাহস থাকতে পারে! প্রাসাদের সংগে বন্ধুত্ব করতে গেলে কুঁড়ে ঘরই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় তা আমি জানি—তবু ভেবে ছিলাম দুনিয়ায় অসম্ভবও ত' কিছু নেই!

চন্দ্রা। তুমি যা তা না ভাবলে সংসারের এমন অবস্থা হয়। তখন বারবার বললাম আমার বোনপোর সংগে বিয়ে দাও, তুমি রাগ ক'রে দুদিন খাওয়াই বন্ধ করলে। আমার ত' আর পেটের মেয়ে নয়, আমার কথা শুনবে কেন?

ফকির। তোমার বোনপোর সংগে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে আত্মহত্যা ক'রতে বলা ঢের ভাল।

চন্দ্রা। বলি আমার বোনপো পাত্র খারাপ কিসে গা?

ফকির। তোমার বোনপো, সে কি কখনও খারাপ হ'তে পারে, তবে কিনা পাঁচজনে তাকে খারাপই বলে।

চন্দ্রা। আচ্ছা, আমি ত' আর মরিনি, দেখতেই পাব কত ভাল পাত্র তোমার মেয়ের ভাগ্যে জোটে। বিদ্বান জামাই করতে গিয়েছিলে যে, তবে কেন ঝাঁটা খেয়ে ফিরে এলে। তোমার মেয়েকে জমিদারের ছেলের বিয়ে না করলেই নয় আর কি। তোমার মত সকলেই ত' ঘাসে মুখ দিয়ে চরে না। এখনও ভাল চাও ত' আমার মাণিকের সংগে মেয়ের বিয়ে দাও।

ফকির। তা আমি পারবো না চন্দ্রা, সযূর বিয়ে নিয়ে তোমার মাথা-ব্যাথার কোনও প্রয়োজন নেই।

চন্দ্রা। কিন্তু আমার নিজের ছেলে-মেয়েদের বিষয়ে মাথা-ব্যথার প্রয়োজন আছে ত'?

(ফকির উত্তর দিল না।)

চন্দ্রা। চুপ ক'রে থাকলে যে? দিন রাত্তির ত' মেয়ের বিয়ের ভাবনাই ক'রচো, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েগুলোর উপর ত' কোন লক্ষ্যই রাখো না।

ফকির। লক্ষ্য ঠিকই রাখি, তবে গরীব বাপেদের অন্তরের স্নেহ ছেলেদের মায়েরা কোনও দিনই লক্ষ্য করে না, চন্দ্রা!

চন্দ্রা। ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন দিতে পারেনা যে বাপ তার অন্তরের স্নেহের মূল্য কি বলতে পার?

ফকির। তা ঠিকই, কিন্তু কি করি বল ত'?

চন্দ্রা। ভগবান হাত পা দিয়েচেন, চেষ্টা কর।

ফকির। চেষ্টা কি করিনা ভাব? চেষ্টা ক'রে ক'রে কতখানি শরীর ক্ষয় ক'রেচি, তা দেখেচ কি?

চন্দ্রা। তবুও ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে হবে ত'? বিয়ে না করলেই পারতে!

ফকির। হুঁ! বিয়ে না করলেই পারতাম, তা ঠিক বলেচ চন্দ্রা! কিন্তু যখন বিয়ে করেই ফেলেচি তখন ত' আর নাকচ করার উপায় নেই!

চন্দ্রা। অত সব বুঝি না! ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা যে বাপের নেই, তার বাঁচা মরা দুই সমান।

ফকির। বেঁচে যারা কাজে লাগেনা তাদের মরাই ভাল, না চন্দ্রা ?

(ক্ষিপ্র পদে সরযূ প্রবেশ করিল।)

সরযূ। কি যা তা বলচ বাবা ?

ফকির। আমি ঠিকই বলচিরে সযূ! আমি তোদের মুখে অন্ন দিতে পারি না, আমার জীবনের মূল্য কি ?

চন্দ্রা। মেয়ের কাছে দুঃখ যে একেবারে উথলে উঠল, আমি যেন কিছু বুঝি না। বেশ থাক না মেয়েকে নিয়ে, আমরা না হয় আজই চ'লে যাচ্ছি। কথায় বলে সতীনের কাঁটা, তাকে নিয়ে কেউ কোন দিন ঘরকন্না ক'রতে পেরেচে কি যে আমরা পারবো।

ফকির। দেখ চন্দ্রা, আজ সাত সাতটা বছর ঐ মা-মরা মেয়েটার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছ, আর আমি তা' মুখ বুজে সয়ে এসেচি, আজ আর সইবো না। তুমি আমাকে যত পার আঘাত কর, কিন্তু—

(চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল।)

চন্দ্রা। কিন্তু তোমার মেয়েকে আঘাত দিতে পারবো না এই ত' ? তোমার মেয়েকে আমার আঘাত দেবার প্রয়োজনই বা কি ? আর সে আমার আঘাত সইবেই বা কেন, আমি ত' তার গর্ভধারিণী নই।

ফকির। সেইজন্যেই ত' সাবধান করে দিচ্ছি। অনেক অত্যাচার করেচ, আর করো না, যাও।

চন্দ্রা। যাবই ত', কিন্তু এমনি করে অপমান করবার জন্যে বুড়ো বয়সে বিয়ে করবার ত' কোনও প্রয়োজন ছিল না। যৌবনটুকু নিঃশেষে উপভোগ করে নিয়ে আজ ত' তাড়িয়ে দেবেই।

ফকির। কি যা তা বলচ। দ্বিতীয় বিবাহ করে আমি না হয় অপরাধই করেচি, কিন্তু যিনি বুড়ো বরের সংগে তোমার বিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন নি তিনি শুধু অপরাধী নন, পাপী। তুমি এখন সম্মুখ থেকে সরে যাও চন্দ্রা, তা না হলে রাগের মাথায় যা তা করে ফেলবো।

চন্দ্রা। এখন কেন, তুমি বেঁচে থাকতে আমার এ বাড়ীতে না আসাই মংগল।

ফকির কিন্তু মৃত্যুর পর এসেই বা কি ফল হবে চন্দ্রা,' আমার ত' আর ধন-সম্পদ নেই।

চন্দ্রা। সে ভাবনা আমার!

সরযূ। কি যা তা' বলছো মা! আমিই তোমাদের সংসারের গলগ্রহ, আমার জন্যে এতগুলি মানুষের কষ্ট কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমিই সরে যাচ্ছি, মা!

(চন্দ্রার দাদা ভবতারণ মুখুজ্যে প্রবেশ করিল)

ভবতারণ। চাটুজ্যে মশ্যয়ের ঘরটা বড় গরম গরম ঠেকছে!

চন্দ্রা। তোমাদের চাটুজ্যে মশাই যে আজ চরমে উঠেচে দাদা!

ভবতারণ। তাই না কি হে ভায়া? ফকিরের বয়েস ত' আর কম হ'ল না চন্দ্রা, বাবার চেয়ে বছর দুয়ের ছোট হবে, তা মাঝে মাঝে ভীমরতি হবে বৈকি! একটু সয়ে নিতে হয় বোন।

চন্দ্রা। কত আর সহ্য হয়, মানুষের শরীর ত'। দিনের মধ্যে দশবার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে কেমন করে থাকি বল ত'? ওর মেয়ের পাত্র জুটবে না, তা আমি কি করবো দাদা! আমি আর এ বাড়ীতে কিছুতেই থাকতে পারবো না, তুমি আজই নিয়ে চল দাদা। তোমরাও যদি পায়ে ঠেলে দাও, তা হ'লে ভিক্ষে করে খাব, তবু তোমার ভগ্নীপতির অন্নগ্রহণ করতে পারবো না।

ভবতারণ। সাত ভায়ের একটি বোন, তোকে কি আর পায়ে ঠেলতে পারি, লোক লজ্জাও ত' আছে। তবে কিনা ফকিরের বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ীতে গেলে তোর সম্মানে আঘাত প'ড়বে তা না হলে আর কি আপত্তি থাকতে পারে—

চন্দ্রা। আমি আজ এ বাড়ী ছাড়বোই দাদা, তুমি নিয়ে যাবে কিনা বল?

ভবতারণ। না নিয়ে যেতে চাইলে তুই কেন ছাড়বি বোন, তোর ত' আবদার করবার অধিকার আছে। তবে কিনা ফকিরের সংসারটা মাটি হয়ে যাবে।

চন্দ্রা। আমিই যদি সুখ না পাই, তবে ওর সংসার থাকলো আর ভাসলো, তাতে আমার কি আসে যায় দাদা।

ভবতারণ। তা ত' ঠিকই, তোর আর দোষ কি, তোকে কি আর চিনিনে রে চন্দ্রা, এক মায়ের গর্ভেই ত' জন্মেচি। (ফকিরের প্রতি) হ্যা, দেখ চাটুজ্যে মশাই, আর যাই কর আজকের মত চন্দ্রার সংগে সন্ধি কর ভাই, তা না হ'লে আমাকে বিপদে ফেলবে।

ফকির। আমি ত' আর বিদ্রোহ করিনি ভবতারণদা! আপনার বোন যদি স্বেচ্ছায় চলে যেতে চায়, আমি কি করে ধরে রাখি বলুন ত'?

ভবতারণ। ও ত' চলে যেতে চাইবেই ভাই। ৩।৪ ছেলের মা-ই না হয় হোয়েছে, কিন্তু বয়েস ত' আর বেশী নয়। তোমার প্রথম পক্ষের সময়ের মেয়ে থাকলে চন্দ্রার চেয়ে বয়সে বড়ো হ'ত। সংসার করে মাথার চুল পাকা করে ফেললে, তুমিও যদি অভিমান কর—

ফকির। কি যা' তা' বলচেন আপনি?

ভবতারণ। কৈ অস্পষ্ট ত' কিছুই বলি নি! আর বেশী ঘাঁটিয়ো না ভাই, ভবতারণ মুখুজ্যে চটলে বাপেরও নয়!

চন্দ্রা। ওর সংগে বকে কোনও ফল হবে না দাদা! তুমি ভেতরে এস।

ভবতারণ। নিশ্চয়ই যাব, দিন চারেক তোর বাড়ীতে থাকব মনে করেই ত' এসেচি বোন।

চন্দ্রা। কিন্তু আমি যে থাকবো না দাদা!

ভবতারণ। কোথায় যাবি চন্দ্রা? যতদিন চাটুজ্যে মশাই আমার দেনাটা শোধ না করে, তত দিন অন্তত তোকে এখানে থাকতেই হবে বোন। তুই না থাকলে আমার দু' দুশো টাকা একেবারেই জলে পড়বে।

চন্দ্রা। আমার অপমানের চেয়ে তোমার টাকাটাই বড় হোল দাদা!

ভবতারণ। তাই কি আর হয়, (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তবে কিনা টাকাটাও ত' আমার আদায় করা চাই। চাটুজ্যে মশাই যদি আজই টাকাটা ফেলে দেয়, তবে আর তোকে নিয়ে যেতে আপত্তি কি বোন। আমার দিকটাও ত' তোর ভেবে দেখা উচিৎ। (ফকিরের প্রতি) দাও না ভাই টাকাটা দিয়ে, চন্দ্রা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক।

(মুদী নরহরি প্রবেশ করিল।)

ফকির। আজও তোমার টাকাটা যোগাড় ক'রতে পারিনি নরহরি, আর দু একটা দিন সবুর ক'রতে হবে।

নরহরি। আরও সবুর ক'রতে বলেন, আজ কাল ক'রে ছ মাস ত' কেটে গেল, এর পরও অপেক্ষা ক'রতে বলা কি মানুষের কাজ হবে চাটুজ্যে মশাই। আজ পর্য্যন্ত ৩০০ টাকা বাকি প'ড়ল, একটা পয়সাও দিলেন না, এমন ক'রে মুদীখানার কারবার চালাই কি ক'রে বলুন ত' ?

ফকির। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ নরহরি। তুমি অসময়ে আমার ছেলে-মেয়েদের মুখে আহার যুগিয়েছ, ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ ক'রবেন ভাই।

নরহরি। দেনী খদ্দেরের ও রকম বুজরুকি অনেক দেখলাম চাটুজ্যে মশাই, আজ আমাকে অর্দ্ধেক টাকা মিটিয়ে দিতেই হবে, তা না হ'লে ভাল হবে না।

ফকির। আমার কাছে একটা পয়সাও নেই নরহরি, হয়ত ছেলেমেয়েদের উপোষ ক'রেই কাটাতে হবে আজ।

নরহরি। নরহরি আজ পাষাণ হ'য়ে এসেছে জানবেন, কিছুতেই গলবে না।

ফকির। আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি, আমায় ক্ষমা কর নরহরি, আজকের মত যাও, কাল আমি যেমন ক'রে পারি তোমার দেনা শোধ ক'রবো।

নরহরি। আপনার কাল কোনও দিনই আজ হয়নি, সে অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্টই আছে। আপনি নেহাৎ ছোটলোক তা না হ'লে ঘটি বাটি বিক্রী ক'রেও খাওয়ার দেনা শোধ ক'রতেন।

সরযূ। ছোটলোক কাকে ব'লচেন কাকাবাবু? অমানুষ যদি কেউ থাকে তবে তা' আপনি। যেদিন এক শ' টাকার অভাবে ব্যবসা ফেল ক'রতে ব'সেছিল, সেদিন এই চাটুজ্যে মশায়ই আপনাকে রক্ষে ক'রে ছিলেন, আজ হাজার হাজার টাকা ব্যাংকে জমা করেচেন ব'লে চাটুজ্যে মশায়ের ক্ষুদ্র সাহায্য মনে রাখতেও কষ্ট হয় বুঝি ?'

নরহরি। সে টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে দিয়েচি।

সরযূ। অসময়ের দান কোন দিনই পরিশোধ করা যায় না।

নরহরি। অতসব বুঝি না, আমি বর্তমানে তোমাদের মহাজন, আগে ঋণ শোধ কর, তারপর লম্বা লম্বা কথা ব'লবে।

সরযূ। তার জন্যে আদালতের দ্বার খোলা আছে, সেখানে যেতে পারেন। আপনি এখান থেকে এখ্খুনি বেরিয়ে যান, তা না হ'লে মানহানির অভিযোগে প'ড়বেন।

নরহরি। (গজ্ গজ্ করিতে করিতে) আচ্ছা দেখে নোব আমি। একজন উপরওয়ালা ত' আছেন।

সরযূ। উপর-ওয়ালা শুধু মহাজনের নয়, সকলেরই।

(রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল)

ভবতারণ। দেশ শুদ্ধ সকলের কাছেই যে ধার ক'রেছ হে ভায়া?

ফকির। অভাব হ'লেই ক'রতে হয়।

ভবতারণ। কিন্তু তোমার যদি অভাব লেগেই থাকে, তা হ'লে কি মহাজনের ঋণ প'রশোধ হবে না?

ফকির। কেমন করে হবে?

ভবতারণ। তা হ'লে মহাজন ডুব্বে বল?

ফকির। দেনী অক্ষম হোলে মহাজন ত' ডুব্বেই।

ভবতারণ। একি ভাল কথা হ'ল চাটুজ্যে মশাই।

ফকির। মন্দও হয় নি। দেশের সহস্র সহস্র লোককে শোষণ ক'রে জন-কয়েকের বড়ো না হওয়াই ভাল। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে মজুত রাখে যারা; তাদের দু' চার শ' ডুব্লই বা ভবতারণ দা! মানুষকে ফাঁকি দেয় যারা, তাদিকে ফাঁকি দেওয়া অসামাজিক হ'লেও অন্যায় নয়। অহোরাত্র কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রেও দুবেলায় দু'মুঠো অন্ন জোটে না যাদের, তারা যদি খিদের জ্বালায় ধনিকের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে, তাতে পাপ কোথায় ভবতারণদা? অতিরিক্তের মালিক যদি রিক্তকে সাহায্য না করে তা হ'লে তারই বা মনুষ্যত্ব কোথায়?

চন্দ্রা। ওর সংগে বাজে তর্ক ক'রে লাভ নেই মেজদা, তুমি ভেতরে এসো।

ভবতারণ। আমার টাকাটা তা হ'লে না দেবারই মৎলব দেখছি।

ফকির। দেবার মৎলব ঠিকই আছে, তবে মৎলব থাকলেই ত' আর টাকা শোধ করা যায় না।

ভবতারণ। পৈতৃক সম্পত্তিটা আমার নামে দাও না লিখে ?

ফকির। আপত্তি নেই, তবে সরযূর বিয়ের আগে নয়।

চন্দ্রা। তোমার মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত দাদা অপেক্ষা ক'রতে যাবে কেন গা ? তার ত' আর দায় নয়।

ফকির। তুমি চুপ কর চন্দ্রা ! তোমার যদি ভ্রাতৃভক্তি এত প্রবল হ'য়ে থাকে, তা হ'লে নিজের অলংকার বিক্রী ক'রে তোমার স্বামীর মহাজনের দেনা শোধ ক'রতে পার।

চন্দ্রা। তোমার দেনা আমি শোধ কর'তে যাব কোন পাপে ?

ফকির। তা হ'লে তোমার দাদাকে অপেক্ষা করতে বল। সরযূর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত আমি একটা পয়সাও শোধ করতে পারবো না।

ভবতারণ। অপেক্ষা ত' অনেকদিনই করলাম ভাই।

ফকির। এ জগতে সঞ্চয়ের সৌভাগ্য নিয়ে যারা জন্মেচে তাদের আরও অপেক্ষা করা উচিৎ। দেশের সহস্র সহস্র লোক না খেয়ে মর'বে আর আপনারা সঞ্চয় করবেন, এও ত' বড়ো অন্যায়।

চন্দ্রা। ওর সংগে মাথা খারাপ করে লাভ কি দাদা, তুমি ভেতরে এসো। তারপর যা করবার, তা ত' করতেই হবে। (ফকিরের প্রতি) হ্যাঁ, তুমি কি মেয়ের বিয়ে পর্য্যন্ত আমার ছেলেমেয়েদের কথা ভাব্‌বে না ?

ফকির। ভাব্‌বো সকলের কথাই, কিন্তু সব সময়েই একটা কথা মনে রেখো।

চন্দ্রা। কি ?

ফকির। তোমার ছেলেমেয়েদের মা আছে, কিন্তু সরযূর মা নেই। ওর মা-বাপ দুয়েরই কাজ করতে হবে আমায়।

চন্দ্রা। এ বাড়ীতে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না দাদা, এখানে থাকলে আমার ছেলেমেয়েগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাবে। তুমি ভেতরে এস দাদা, তোমার সংগে অনেক পরামর্শ আছে।

ভবতারণ। তাই চল, কিন্তু পরামর্শ করাবার সময় আমার টাকার কথাটাও ভাবিস্ বোন, তা না হ'লে তোকে নিয়ে যাবার আগেই heart fail ক'রবে চন্দ্রা।

(ধীরে ধীরে নিধিরাম ঘটক প্রবেশ করিল, তাহার পরণে থানের কাপড়, গায়ে শাদা ফতুয়া, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, চোখে চশমা, মাথায় একগোছা লম্বাটিকি, এক হাতে একটি জীর্ণ ছত্র ও বাঁশের লাঠি, আরেক হাতে একটি জীর্ণ মোটা খাতা। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রা ও ভবতারণ বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।)

নিধিরাম। চাটুজ্যে মশাই আছ? হরিনাম সত্য।

ফকির। কে নিধিরামদা নাকি? বেশ ভাল আছেন ত'?

নিধিরাম। আমাদের আর ভালো থাকা ভাই, হরিনাম সত্য। কোন রকমে তোমাদের মা-বাপের আশীর্বাদে বেঁচে আছি, এবার যেতে পারলেই খালাস, হরিনাম সত্য।

ফকির। এত শীগ্‌গির যাবার মৎলব ক'রলে চলে কি? আমরাই বা দাঁড়াই কার ভরসায় দাদা?

নিধিরাম। তা ত ঠিকই ভাই। তোমাদের দশজনের জন্যেই আরও কিছু দিন বাঁচতে ইচ্ছে করে। হরিনাম সত্য। (চশমার ফাঁকে সরযূর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া।) এইটিই বুঝি মেয়ে তোমার?

ফকির। হ্যাঁ দাদা! (সরযূর প্রতি) তোর জ্যাঠামশাইকে প্রণাম কর। (সরযূ প্রাণাম করিল।)

নিধিরাম। খাসা মেয়েটি তোমার, তা সম্বন্ধ বুঝি জমিদারের ছেলের সংগেই হ'ল। হরিনাম সত্য।

ফকির। কৈ আর হ'ল দাদা।

নিধিরাম। মেয়ে পছন্দ না হবার ত' কোন কারণ নেই ভাই, তবে কিনা গরীবের মেয়ে, এই যা দোষ। ভালই হয়েচে ফকির, বড়লোকের ঘরে গরীবের মেয়ের বিয়ে না হওয়াই শ্রেয়। হরিনাম সত্য। ফল বড়ো বিষময় হয়। এই দেখনা রামতনু বাঁড়ুজ্যের মেয়ের পরিণামটা, আমি তখন পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিলুম। হরিনাম সত্য।

ফকির। জমিদার উপযাচক হ'য়ে এসেছিলেন, আমি কোন ভরসায় সেখানে সম্বন্ধ করতে যাব দাদা?

নিধিরাম। সে ত' আসবেইরে ভাই। তোমার মতো কুলীনের মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেলে তারই যে বংশ উজ্জ্বল হোত। হরিনাম সত্য।

ফকির। কেন, তিনিও ত' কুলীন ?

নিধিরাম। আরে আমার কাছে নাড়ীর খবর নাওনা—হরিনাম সত্য— (বলিয়া জীর্ণ খাতাটি খুলিল।) (পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে।) এই দেখ না ব্যাপারটা, হরিনাম সত্য—

ফকির। কি ব্যাপার ?

নিধিরাম। হ্যাঁ হ'য়েছে, নিধিরাম ঘটকের খাতায় নাই কি হে ফকির? হরিনাম সত্য।

ফকির। কি হ'ল কি ?

নিধিরাম। আর হ'ল কি। দেখচ না কাণ্ডটা, তাই ত' বলি বাছাধন, এই ত' হ'য়েছে জাদু, ঠিক হয়েছে, হরিনাম সত্য—

ফকির। আপনার কথা শুনে ভয় হয় যে নিধিরামদা, একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন—বড্ড ভয় পাচ্ছে,—বড্ড—

নিধিরাম। ভয় ত' হবেই, খুব বেঁচে গেছ খুব—সত্যিই খুব—হরিনাম সত্য।

ফকির। কি হ'ল কি ?

নিধিরাম। নিধিরাম ঘটকের খাতা, এখানে কার কুলের কথা নেই।

ফকির। কুলের কিছু দোষ আছে নাকি ?

নিধিরাম। নেই ? প্রতাপ রায়ের প্রপিতামহের ঠাকুরদাদার সেজোভায়ের ছেলে তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল কোথায় ? হরিনাম সত্য।

ফকির। কোথায় ?

নিধিরাম। সে কি আর নিধিরাম ঘটকের জান্‌তে বাকী থাকে হে ভায়া। তার চোখ দুরবীনের চেয়েও তীক্ষ্ণ। হরিনাম সত্য।

ফকির। কোথায় বিয়ে দিয়েছিল দাদা ?

নিধিরাম। পণ্ডিত-রত্নি মেলের ছেলের সংগে। হরিনাম সত্য, সাধে কি আর জমিদার উপযাচক হ'য়ে এসেছিল হে। হরিনাম সত্য।

ফকির। আজ কাল ওসব আর মানে কে দাদা ? টাকা যার কৌলীন্য তার— বৈশ্যযুগে অর্থেই কৌলীন্য দাদা, তোমার ওখাতা অচল এযুগে—

নিধিরাম। অচল ? তার জন্যেই দেশও ত' উচ্ছন্ন যাচ্ছে। ধর্ম ঠিকই আছে হে ফকির। হরিনাম সত্য। জেদ ক'রে বিয়ে ত' দিয়েছিলেন তিনি, তারপর ফল কি হ'ল জান ত' ? হরিনাম সত্য।

ফকির। কি ?

নিধিরাম। তিন মাস পার হ'তে না হ'তেই দু'দুটো জোয়ান ছেলে ধড়্ফড়্ ক'রে মরে গেল। মাথার উপর বিচার করবার একজন আছেন ত'। তা' না হ'লে চন্দ্র সূর্যি উঠছে কেমন করে। হরিনাম সত্য।

ফকির। যাক্ ও সব কথা, বিয়ে যখন হ'লই না, তখন আর আমার মাথা ব্যথার প্রয়োজন কি ? আপনি শীগ্‌গির একটি পাত্রের সন্ধান ক'রে দিন না।

নিধিরাম। বেশ ত' এখ্‌খুনি ক'রে দিচ্চি, কটা পাত্রের নাম চাও তুমি ? খরচ-খরচা করতে পারবে ত ? হরিনাম সত্য।

(সরযূ ভিতরে চলিয়া গেল)

ফকির। আপনি আমার অবস্থা জানেনই ত', সেই বুঝে ব'লবেন।

নিধিরাম। তা ত' ঠিকই। হরিনাম সত্য। মানকুণ্ডুতে একটি ছেলে আছে দোজবেরে। বয়েস চল্লিশ বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন। জমি-জমাও কিছু আছে। লেখাপড়াও জানে, তখনকার দিনের ছাত্রবৃত্তি পাশ। হরিনাম সত্য। পণও বিশেষ কিছু লাগবে না। ছেলেটি ভারি নম্র, স্বভাব চরিত্রও ভাল। পরের গোলামী করেনা, চাষবাস নিয়েই থাকে। হরিনাম সত্য। বলত' সেখানে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আমার ত' এটা ব্যবসা ভাই—হরিনাম সত্য। গোটা পঁচিশেক টাকা দাও ত' কালই যেতে পারি। কিছু মনে ক'রো না ভায়া, তোমার সংগে অনেক দিনের বন্ধুত্ব, হরিনাম সত্য। তোমার কাছে কিছু নেওয়া মোটেই উচিৎ হয় না, কিন্তু কি করি উপায় নেই তাই—হরিনাম সত্য।

ফকির। ব্যবসাক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সুযোগ নেওয়াও অন্যায় দাদা, আপনি কোনও সংকোচ ক'রবেন না। তবে কিনা মা-মরা মেয়ে, দোজবরের সংগে বিয়ে দিতে কোন দিনই ইচ্ছে নেই—

নিধিরাম। তুমি এক পয়সা খরচ করতে পারবে না যখন, তখন আর উপায় কি ভাই ? হরিনাম সত্য।

ফকির। আপনি একটি শিক্ষিত পাত্রের সন্ধান ক'রে দিন, আমি হাতে-পায়ে ধরে যেমন ক'রে হোক রাজি করাবার চেষ্টা ক'রবো।

নিধিরাম। শিক্ষিত ছেলেরই বেশী ঝোঁক হে ভায়া !

ফকির। শিক্ষিত লোকের কাছে আব্দার ক'রে বিফল হওয়াও ভাল দাদা !

(জনৈক ভৃত্য প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।)

ফকির। কি খবর ?

ভৃত্য। জমিদার প্রতাপ রায় এসেছেন !

ফকির। (শশব্যস্ত হইয়া) কোথায় ?

ভৃত্য। রাস্তায় অপেক্ষা ক'রচেন।

ফকির। তাই নাকি, চল যাচ্ছি।

(ভৃত্য সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।)

সযূ, ও সযূ, একটা মোড়া দিয়ে যা মা !

সরযূ। (নেপথ্য হইতে) যাই বাবা !

(সরযূ মোড়া রাখিয়া চলিয়া গেল)

নিধিরাম। আবার জমিদার বাবু এলেন যে, হরিনাম সত্য। আমি সরে পড়ি ভায়া, দেখো ভাই, যে সব কথা ব'ললাম যেন প্রকাশ না হ'য়ে পড়ে। হরিনাম সত্য।

ফকির। ক্ষেপেছেন দাদা। ফকির চাটুজ্যে সে লোকই নয়। আপনি নিশ্চন্ত থাকুন।

নিধিরাম। বেশ ভাই বেশ। হরিনাম সত্য। তোমাকে খুব বেশী বিশ্বাস করি, তাই অত কথা বলতে সাহস করেছিলুম। হরিনাম সত্য। আর একটা কথা। তোমার যখন খরচ করবার সামর্থ্য নেই, তখন জমিদার যদি ইচ্ছা করেন ত' তাঁর ছেলের সংগে বিয়ে দিতে পার। সেই ভাল সেই ভাল ফকির। হরিনাম সত্য। জমিদার লোকও খারাপ নন, হরিনাম সত্য, আসি ভাই। আমাকে যেন বিপদে ফেলো না ফকির। হরিনাম সত্য। জমিদার প্রতাপ রায়ের কুনজরে পড়লে আর রক্ষে নেই ভায়া। হরিনাম সত্য !

ফকির। আপনার কোনও ভয় নেই দাদা !

নিধিরাম। ভরসাই বা কোথায়—

(নিধিরাম ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ফকির পথে অগ্রসর হইয়া জমিদার

প্রতাপ রায়কে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল। জমিদার মোড়ায় বসিলেন ফকির দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

প্রতাপ। আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন যে? বসুন।

(ফকির মাতুরের উপর বসিল)

প্রতাপ। আমি আবার আপনার দ্বারে শরণাপন্ন, ফকির বাবু!

ফকির। কি ব'লছেন হুজুর?

প্রতাপ। ঠিকই বলছি। প্রণবের মত হ'য়েছে, এখন যদি আপত্তি না থাকে তবে নির্ভয়ে কন্যা সম্প্রদান ক'রতে পারেন।

ফকির। আপত্তি?

প্রতাপ। আপত্তি হওয়া ত' বিচিত্র নয় ফকির বাবু, বিবাহের সব কি আয়োজন পণ্ড ক'রে আমি আপনার মনে আঘাত দিয়েছিলুম।

ফকির। কথায় বলে লক্ষ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না, আপনি কিছু মনে ক'রবেন না, Sir!

প্রতাপ। আমার মনে করবার কিছু নেই ফকির বাবু, আপনিই পূর্ব্বের দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে ক্ষমা করুন। আসচে মংগলবার বিয়ের দিন স্থির করেচি, আপত্তি নেই ত'?

ফকির। কোন আপত্তি নেই, আপনি যেদিন হুকুম করবেন, সেই দিনই বিয়ে হবে।

প্রতাপ। তবে ঐ দিনই ঠিক থাকলো, মেয়েকে ডাকুন, আশীর্বাদ ক'রে যাই।

(ফকির ভিতরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে সরযূকে সংগে লইয়া ফিরিল। ধানদূর্ব্বা প্রতাপ রায়ের হাতে দিয়া সরযূকে সম্মুখে বসিতে বলিল। প্রতাপ রায় একটী গিনি হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, সরযূ প্রণাম করিল।)

প্রতাপ। সুখী হও মা! (সরযূ চলিয়া গেল।)

প্রতাপ। তা হ'লে যাই আজ। (উঠিলেন)

ফকির। মিষ্টি মুখ ক'রে যাবেন না?

প্রতাপ। সে সুযোগের ত' আর অভাব হবে না ভাই। হ্যাঁ, এ বিবাহে আপনি এক পয়সাও খরচ-খরচা ক'রতে পারবেন না। আমার কর্ম্মচারীরা এসে সব ব্যবস্থা করবে'খন। চলি তা হ'লে!

ফকির। আপনার ঋণ কোনদিনই শোধ করতে পারবো না, Sir !

প্রতাপ। এতো বড়ো মেয়েটাকে মানুষ করে আমার স্বার্থে সঁপে দিচ্ছেন, ঋণী কে, আপনি না আমি ? সাত পাঁচ ভেবে মনটাকে উদ্ব্যস্ত করবেন না ফকির বাবু।

(প্রতাপ বাবু চলিয়া গেলেন।)

ফকির। ভগবান, এমনি ভাবে মা-মরা মেয়েটার সুখের প্রদীপ জ্বলবে, আমি কোন দিন ভাবতেও পারিনি ! আপদে-বিপদে আমার সরযূকে রক্ষা করো ঠাকুর ! কে বলে তুমি নেই ভগবান, তুমি ঠিকই আছ !

(যবনিকা পড়িল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

"প্রগতি সংঘের" কার্য্যালয়েব একটি কক্ষে—

ইলা ও প্রণব—

[একটি আরাম-কেদারায় পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রণব মদ্যপান করিতেছে, ইলা মদের বোতল হাতে লইয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।]

প্রণব। (মদের গ্লাসটি বাড়াইয়া দিয়া) ঢিমে তেতালায় ঢাললে চলবেনা ; অবিরাম ঢেলে যেতে হবে, একটা মিনিটও নষ্ট করোনা, আমার কত বড়ো আদর্শ যে চুরমার হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, তা জেনেও তুমি মদ ঢালতে ভয় পাচ্ছো, Go on pouring—go on.

ইলা। আমি "প্রগতি-সংঘের " secretary, আমি ভয় পাব ? সে কথা মনেও স্থান দেবেন না, তবে বেপরোয়া মাতাল হয়ে পড়লে মানুষকে ভুলে মদকেই enjoy করবেন সেইজন্যই যা ইতস্তত।

প্রণব। দূরের মানুষকে কাছে টেনে নিতে হ'লে মদই একমাত্র উপায়—তুমি নির্ভয়ে ঢাল ইলা, মদের মধ্য দিয়ে আমাকে ভুলতে দাও অতীতের ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন !

(ইলা মদ্য ঢালিল)

ইলা। মদ বুঝি খুব ভাল লাগে আপনার ?

প্রণব। লাগতো না, এখন লাগছে—মাতালকে একদিন আমিও অবজ্ঞার চক্ষেই দেখতাম !

ইলা। তবে মাতাল হচ্চেন কেন ?

প্রণব। আমি মাতাল হইনি ইলা—মদ আমার শখের নেশা নয়, দুঃখের সান্ত্বনা !

ইলা। আপনার দুঃখ ?

প্রণব। আশ্চর্য্য হচ্ছ ? আমার বুঝি দুঃখ থাকতে নেই ? আমিও যে অভাবী !

ইলা। অভাবী ?

প্রণব। হ্যাঁ, অর্থ থাকলেই অভাব থাকে না, এ ধারণা ভুল ! আমার জীবনে আজ গুরুতর অভাব—আমার সোনার আদর্শ ভেঙে গেছে, ভাঙা কি অভাব নয় ইলা ? তোমার কাছে আমার ঘনঘন যাতায়াত, এওত' অভাবের তাড়নায়—(মদের পাত্র বাড়াইয়া দিয়া) ঢাল ইলা, ঢাল, আমার তেষ্টা কিছুতেই মিটবে না।

(ইলা মদ্য ঢালিল)

ইলা। আমার কাছে যাতায়াত, এর মূলেও অভাব ?

প্রণব। Indeed! মানুষের অভাব, তা না হ'লে তোমার কাছে আসব কেন ?

ইলা। সংসারে মানুষ ত' আর আমি একা নই !

প্রণব। মনের মানুষ চাই ত' ! এত তর্ক করলে প্রেম হয় না, প্রেমদিয়ে প্রেম নাও, জানতে চেয়োনা, জানতে চাই না, চাই ভালবাসা, চাও ভালবাসা—ব্যস্। নিষ্কণ্টক প্রেমের পথে নিস্তব্ধ উপভোগ চাই, তা না হ'লে শান্তি নেই, Eat, drink and be merry, be merry, my darling, be merry!

(মদের পাত্র বাড়াইয়া দিল, ইলা মদ্য ঢালিল।)

আর কতদিন এভাবে কাটবে, এবার সম্বন্ধটাকে স্থায়ী ক'রে ফেলবার ব্যবস্থা কর—

ইলা। অস্থায়ী সংসারে স্থায়িত্বের আশা কি' ক'রে সম্ভব ? (হাসিতে হাসিতে) এই ত' বেশ চলেছে প্রণববাবু, অনর্থক পায়ে শেকল জড়িয়ে লাভ কি ?

প্রণব। লাভ ষোল আনা—তুমি যাকে শেকল ব'লে মনে ক'রে ভয় পাচ্ছ আমার জীবনে তার নিতান্ত প্রয়োজন। তুমি আপত্তি ক'রো না, ইলা—

ইলা। আমি যে 'প্রগতি সংঘের' secretary, মেয়েদের শেকল খুলে দেওয়াই যে আমার আদর্শ, প্রণববাবু! মুক্তির পথে সবকিছু ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে পুরুষের বন্ধু হোয়ে এগিয়ে চলাই আমাদের কাজ।

প্রণব। তুমিও তা হ'লে ধরা দেবে না।

ইলা। (হাসিয়া) কোনও ভয় নেই প্রণববাবু, অবাধ আনন্দের ইন্ধন চিরদিনই আপনি পাবেন, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন! নদীর জোয়ারে আপনাকে ভাসিয়ে দিন, দেখবেন কত আনন্দ, কত তৃপ্তি!

প্রণব। কিন্তু জোয়ারের পর ভাটাও যে অনিবার্য ইলা!

ইলা। 'প্রগতি সংঘের' মেয়েরা Oriental dance দেখাতে চায়, আপত্তি আছে না কি?

(চিন্তা-মগ্ন প্রণব উত্তর দিলনা)

[ইলা বাঁশি (whistle) বাজাইল, নর্তকীর দল কক্ষে প্রবেশ করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল]

(প্রণব মদ্যের পাত্র বাড়াইয়া দিল, ইলা মদ্য ঢালিল।)

ইলা। আপনি ভাবচেন? বিশ্বামিত্রকেও হার মানালেন দেখচি!

প্রণব। Certainly not. I enjoy, I am enjoying, my darling!

ইলা। But not heartily. সে যাই বলুন, you are too simple. আমার সাথে সমান তালে পা রেখে চলার সাহস বা শক্তি আপনার নেই, প্রণব বাবু!

প্রণব। নিশ্চয়ই আছে, নিশ্চয়ই আছে!

(ক্ষিপ্র পদে মঞ্জু প্রবেশ করিল)

মঞ্জু। নিশ্চয়ই না।

প্রণব। মঞ্জু?

(নৃত্য থামিয়া গেল। নর্তকীগণ ধীরে ধীরে দৃশ্যপটের অন্তরালে চলিয়া গেল, ইলা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।)

মঞ্জু। চিনতে কষ্ট হয় নাকি? (প্রণবের হাত হইতে মদ্য পাত্র কাড়িয়া লইয়া) একেবারে গোল্লায় গেছ দেখছি, উঠে এসো—

প্রণব। কোথায়?

মঞ্জু। যেখানে নিয়ে যাব।

প্রণব। কোথায় নিয়ে যাবে?

মঞ্জু। যেখানে ইচ্ছা, ওঠ, এখনও বসে থাকলে যে?

(প্রণব টলিতে টলিতে দণ্ডায়মান হইল)

(ইলার প্রতি) কতগুলি ভদ্রলোকের ছেলে তোমাদের ঐ ফাঁদে ধরা পড়েচে জানতে পাবি কি?

(উৎপল দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিল)

উৎপল। (মঞ্জুর প্রতি) তোমার প্রণবকে এখনও সাবধান ক'রে দাও, মঞ্জু। Scoundrel!

মঞ্জু। তোমার ইলা সাবধান হলেই আমার প্রণব সাবধান হতে বাধ্য হবে।

(মঞ্জু হাত ধরিয়া প্রণবকে বাহিরে লইয়া গেল।)

উৎপল। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ ইলা!

ইলা। বরাবরই ত' করি।

উৎপল। তাই বলে যা-খুশি তাই করবে?

ইলা। নিশ্চয়ই, প্রগতি সংঘের নিয়মই ত' তাই!

উৎপল। কি যা তা' বলচো?

ইলা। যা বলা উচিত তার চেয়ে একটুকুও বেশি বলিনি।

উৎপল। আমার আদেশ মেনে চলবে কিনা বল?

ইলা। প্রগতি সংঘের মেয়েরা স্বাধীন, তারা আদেশ করেও না, মানেও না।

উৎপল। তোমার ভালবাসায় আমার সন্দেহ আছে।

ইলা। Vice Versa.

উৎপল। এতদিন ত' হ'লে তাসের ঘরে খেলা করেচ?

ইলা। সংসারের মূলেই যে তাই, এতে আর নূতনত্ব কি?

উৎপল। তুমি তাহলে আমার আদেশ মানবে না?

ইলা। না।

উৎপল। অনুরোধ ?

ইলা। অন্যায় হলে তা ও নয়।

উৎপল। তুমি প্রণবকে ভালবাস ?

ইলা। বাসি, তাতে আর হয়েচে কি ? মনের স্বচ্ছন্দগতিতে আমি বাধা হতে যাব কেন ?

উৎপল। এ কথাও শুনতে হ'লো !

ইলা। যা' তা' শোনালেই, যা' তা' শুনতে হয়।

উৎপল। চমৎকার ! (চীৎকার করিয়া) চমৎকার ! চমৎকার !

(বলিতে বলিতে উন্মত্ত আবেগে বাহির হইয়া গেল।)

ইলা। আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত। একদিন উৎপলকে ভালবেসেছিলাম, আজ প্রণবকে ভালবাসি, আবাব খেয়াল হ'লে আর একজনকে ভালবাসবো। পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তনই ধর্ম। "পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে, কালের যাত্রায়, হে বন্ধু বিদায়।"

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[একটি নিভৃত কক্ষের অভ্যন্তরে ধপধপে শাদা বিস্তৃত একটি শয্যার উপর একখানি পরিষ্কার জমিদারী তাকিয়া, তাহাতে ঠেস দিয়া জমিদার প্রতাপ রায় দুশ্চিন্ত বদনে গড়গড়া টানিতেছেন। ভৃত্য কালীচরণ বিমর্ষ বদনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।]

প্রতাপ। (সাগ্রহ স্বরে)

তোর দাদাবাবুর খবর কিরে কালী, দেখা হ'য়েছিল ?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ !

প্রতাপ। সে এলো না ?

কালী। আজ্ঞে না।

প্রতাপ। কেন ?

(কালী নীরব রহিল)

প্রতাপ। ভয় কিরে কালী? আমার ছেলে যে কি উত্তর দেবে তা আমি অনেক আগেই জানি, আর তার জন্য আমার দুঃখ করবারই বা কি আছে। কোন চিন্তা নেই, তুই বল।

কালী। দাদাবাবু আসতে রাজী নন।

প্রতাপ। সে যে আসবে না তা আমি জানি। তাকে কি অবস্থায় দেখলি?

(করুণা প্রবেশ করিল)

কালী। তা আর জেনে কাজ নেই বাবু!

প্রতাপ। কাজ আছে বৈকি, তুই নির্ভয়ে বল!

করুণা। তোকে কি বললে খোকা?

কালী। কিচ্ছু না মা।

করুণা! কিচ্ছু না? তুই ও কিছু বললি নি।

কালী। আমি কি বলবার সুযোগ পেয়েছি মা।

করুণা। সুযোগ পাস নি?

কালী। খোকাবাবু কি আর প্রকৃতিস্থ আছে মা, এমন দৃশ্য দেখতে হবে জানলে আমি কিছুতেই যেতাম না।

করুণা। কেন কি হয়েছেরে?

প্রতাপ। হবে আবার কি, তোমার স্নেহের খোকা দস্তুরমত মাতাল হ'য়েছে, এ আর বুঝতে পারচো না?

করুণা। সত্যরে কালী?

কালী। হ্যাঁ মা!

প্রতাপ। আরও উপসর্গ আছে নিশ্চয়ই?

কালী। কি আর বলবো বাবু! (চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল)।

প্রতাপ। করুণা? এখন আর কাঁদলে কি হবে করুণা, তখন বারবার বলেছিলুম কোলকাতায় পাঠিয়োনা।

করুণা। তুমিই না হয় একবার যাও।

প্রতাপ। ফিরলে কালীর কথায় ফিরতো, কালীর স্নেহও ত' সে কম পায় নি করুণা!

করুণা। তোমাকে দেখলে হয়ত লজ্জায় ফিরবে, তুমি যাও।

প্রতাপ। লজ্জা কি তার আছে। লজ্জা থাকলে আমার এমন সোনার সংসার কি নষ্ট হ'তে পারতো করুণা!

করুণা। আর একবার চেষ্টা করেই দেখনা।

প্রতাপ। সে চেষ্টার বাইরে চলে গেছে, কেন অনুরোধ করে কষ্ট দিচ্চ তুমি?

করুণা। কি বলচ তুমি, আমার একমাত্র ছেলে আজ নষ্ট হ'তে চলেছে, অনুরোধ করবো না?

(দারোয়ান প্রবেশ করিল)

প্রতাপ। কি খবর?

দারোয়ান। (সেলাম করিয়া) ফকির বাবু এসেছেন।

করুণা। ঐ মিনসেই যত অনর্থের মূল।

প্রতাপ। অনর্থক তার উপর দোষারোপ করচো কেন? বাংলাদেশের কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব পিতাদের অসম্মান ক'রো না করুণা!

(দারোয়ানের প্রতি) ফকির বাবুকে আসতে বল।

দারোয়ান। যে আজ্ঞে হুজুর! (সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল)

প্রতাপ। (কালীচরণের প্রতি) তোর দাদাবাবুকে বুক-ভরা স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছিলি, বিনিময়ে কিছু পেলি না, তোর স্নেহের কিছুমাত্র অপমান হয়নি তাতে, দুঃখ করিস না বাবা! যারা সুধু দিয়েই শান্তি পায়, না পাওয়ার আঘাত তাদিকে কোনদিনই বিচলিত করে না।

(করুণার প্রতি) উতলা হ'য়োনা করুণা, অনুতপ্ত হয়ে খোকা কোনদিন যদি ফেরে, তবেই তার ফেরায় মংগল হবে। জোর কোরে ফিরিয়ে এনে বেঁধে রাখা যায় না।

(জীর্ণ মলিন বেশে ফকির প্রবেশ করিল, করুণা ও কালীচরণ প্রস্থান করিল।)

প্রতাপ। আসুন ফকির বাবু! আমি আপনার কছে গুরুতর অপরাধ করেচি, ক্ষমা করুন।

ফকির। কি বলচেন হুজুর?

প্রতাপ। ঠিকই বলচি, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না যারা তারা অমানুষ। দাঁড়িয়ে থাকলেন যে? বসুন।

(ফকির লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া ফরাসের উপর বসিল)

ফকির। প্রণব ফিরল না?

প্রতাপ। না আর ফিরবেও না।

ফকির। ফিরবে না?

প্রতাপ। ফিরতে পারে না, তার চলার পথ সম্পূর্ণ বিপরীত, সে তার চরিত্র বিসর্জন দিয়েছে, সে মাতাল।

(ফকিরের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল)

প্রতাপ। একটা কথা বলবো?

ফকির। বলুন!

প্রতাপ। যদি কিছু অপরাধ হয় ক্ষমা করবেন?

ফকির। বার বার এ কথা বলে লজ্জা দেবেন না হুজুর!

প্রতাপ। আমার মেয়ে নেই, সরযূর সব ভার আমি যদি নিই, অনুমতি দেবেন?

ফকির। সে ত' আনন্দের কথা হুজুর।

প্রতাপ। আমি আমার মাতাল ছেলের সংগে তার বিয়ে দোবনা, সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।

ফকির। সে বিবেচনা আপনার, আমি কিন্তু আপনার পায়ে সঁপে দিয়ে তাকে বিমাতার অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো। এই আমার সান্ত্বনা হুজুর।

প্রতাপ। ভগবান আপনার মংগলই করবেন ফকির বাবু।

ফকির। তা হ'লে উঠি আজ। (উঠিল)

প্রতাপ। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে সমর্পণ করতে পারবেন ত'?

ফকির। মা-মরা মেয়েকে চোখের সুমুখে ভেসে যেতে দেখছিলুম—আপনি তাকে তীরে তুলে নিয়ে আশ্রয় দিলেন—নিশ্চিন্ত হব না? সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হুজুর। (অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল)

(চিন্তামগ্ন প্রতাপ তামাক টানিতে লাগিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

'প্রগতি সংঘের' কার্যালয়ের একটি কক্ষ—
ইলা টেবিল হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিতেছে।

(গান)

প্রিয় দোলন চাঁপায় দিলুম গেঁথে একটি মনের ভুল।
কেমন ক'রে ভুলবে এবার দোদুল দোলার দুল।
তোমায় আমায় হবে এবার
মাঝে মাঝে আড়ি
বনের ছায়ায় রেখো বেঁধে
একলা দিনের বাড়ী,
চাঁদের আলোয় ফুটবে না আর শুধু হাসির ফুল।
এবার গুণী সুরে সুরে
সজল মেঘের ছায়া
তোমায় প্রিয় ভুলিয়ে দেবে
তোমার গানের মায়া,
আমার ডাকে হয় ত' এবার
বন্ধ হবে তোমার দুয়ার
কেমন নতুন ছাঁদে ফুটিয়ে দিলুম
তোমার বুকে হুল।

(ইতিমধ্যে প্রণব প্রবেশ করিয়াছে, সর্বাংগে তাহার সাহেবী পোশাক। গানের শেষ কথা শেষ হইবা মাত্রই প্রণব ইলার চক্ষু দুইটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল)

ইলা। (হাসিতে হাসিতে) মনে ক'রছো তোমার ভেতরে আসা জানিনা— সব জানি—শুধু গানখানা শেষ করে শোনাবার জন্তই অভ্যর্থনা করিনি। Excuse me, sir.

প্রণব। You are too clever, I see, কোন রকমেই ঠকান গেল না।

ইলা। আমাকে ঠকাবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

প্রণব। হা—হা—হা, Indian Proverb ও অনেক জানা আছে দেখছি।

ইলা। Indianদের সংগেই Business যখন, তখন না শিখে আর উপায় কি?

প্রণব। বেশ বেশ। I welcome your Indian art, my darling.

ইলা। গান কেমন লাগলো?

প্রণব। Extra-Ordinary.

ইলা। একটু বাংলা করে বলুন, শোনাবে ভাল।

প্রণব। Super-excellent!

ইলা। এই বুঝি তোমার বাংলা তর্জমা?

(হাসিয়া উঠিল)

প্রণব। Excuse me তোমাদের বাংলা ভাষা ভারি poor. সব সময়ে simple word খুঁজে পাওয়া যায় না। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) কি বাংলা করি বল ত'?

ইলা। কেন, চমৎকার!

প্রণব। হ্যাঁ, হ্যাঁ—চমৎকার, হ'ল ত,? হা—হা—হা—

ইলা। তোমার হাসি আমার বড় ভাল লাগে—থুড়ি থুড়ি—'তুমি' বলে ফেললাম কিছু মনে ক'রো না যেন।

প্রণব। মনে ক'রবো? এতদিন তুমি বলে ডাকনি বলে আমার মন মুহ্যমান হয়ে ছিল ইলা! কত সংশয়, কত সন্দেহ—দোলায় যে দুলছিলুম—প্রিয়তমাদের মুখের 'তুমি' কথাটি কত মিষ্টি তা প্রিয়তমরাই জানে।

ইলা। তোমার সংশয় সব কেটে গেল বুঝি? কিন্তু—

প্রণব। আবার কিন্তু কেন?

ইলা। প্রিয়তমদের সংশয় আমার বড় ভাল লাগে। ভালবাসায় সংশয় না থাকলে charm থাকে না।

প্রণব। Whisky please!

(ইলা কাচের আলমারী খুলিয়া এক গ্লাস মদ্য আনিয়া দিল)

প্রণব। You want to remain in mystery, না ইলা?

ইলা। Mysteryই ত' beauty. পুরুষ-রমণী পরস্পর পরস্পরের চক্ষে mystery ব'লেই চির-নূতন, চির-সুন্দর।

প্রণব। Right you are. (মদ্য পাত্র বাড়াইয়া দিল)

(ইলা মদ্য ঢালিল)

প্রণব। সে দিন কি মুস্কিলেই না পড়েছিলুম।

ইলা। মঞ্জুদি যখন পেছনে লেগেছে তখন সহজে কি আর বিপদ কাটাতে পারবে?

প্রণব। আজ যদি সে আসে, তাহলে determined আমি তাকে অপমান ক'রবো?

ইলা। সে ক্ষমতা তোমার নেই। You are more than a coward, তা না হলে একটা মেয়ের কথায় ওঠ বসো।

প্রণব। কিন্তু তোমার উৎপল ও বড় কম উৎপাত করে না। Why do you allow his entrance here? I hate him.

ইলা। আমি কিন্তু একদিন তাকেই ভালবেসেছিলাম প্রণব বাবু!

প্রণব। ভালবেসেছিলে?

ইলা। দোষ কি?

প্রণব। তাহলে আমাকে ভালবাস না?

ইলা। কেন বাসবো না? সব জিনিসের মত ভালবাসারও পরিবর্ত্তন আছে।

প্রণব! পরিবর্ত্তন? (মদের পাত্র বাড়াইয়া দিল)

(ইলা মদ্য ঢালিল)

ইলা। আশ্চর্য হ'চ্চ বুঝি? তুমিও কিন্তু মঞ্জুদিকে ভালবাসতে?

প্রণব। (উন্মত্ত-উচ্ছ্বাসে) পরিবর্ত্তন? Change of lover? I can't tolerate. I can't tolerate!

(ইলার হাত হইতে 'হুইস্কির' বোতলটি কাড়িয়া লইয়া মুখ লাগাইয়া পান করিতে লাগিল)

(ইলা আলমারীর ভিতর হইতে একটি বকুলের মালা বাহির করিয়া আনিল)

ইলা। এই মালাটি কেমন গাঁথা হয়েচে বল ত'? মিনিস্যুতোর মালা—সারা-রাত্রি জেগে গেঁথেছি—

প্রণব। (উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে) ইলা? আমি পাগল হয়ে যাব ইলা? whisky please.

ইলা। কি পাগলামি ক'রচো? আর whisky নেই। অতিষ্ঠ হ'চ্ছ কেন? —আমি তোমাকে সত্যই ভালবাসি।

প্রণব। ভালবাস? ভালবাস ইলা?

ইলা। নিশ্চয়ই বাসি। এতক্ষণ মজা দেখছিলুম—

প্রণব। মজা দেখছিলে? সত্যি? (ইলার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া) সত্যি ইলা?

ইলা। সত্যি! তোমাদের পাগলামি দেখতে খুব ভাল লাগে, তাই মজা করছিলুম, এখন মালাটা গলায় নাও ত'—

প্রণব। আজই মালা বদল করবে নাকি?

ইলা। আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার মালা কৈ? (হাসিতে লাগিল) (প্রণবের গলায় ইলা মালা দিতে উদ্যত, সহসা বিদ্যুৎ গতিতে উৎপল প্রবেশ করিল)

উৎপল। ইলা?

ইলা। কি?

উৎপল। প্রণবের অনধিকার প্রবেশে আপত্তি করনি কেন?

ইলা। 'প্রগতি সংঘের' কার্য্যালয়ে সকলের প্রবেশ করবার অধিকার আছে, এখানে Equalityই আদর্শ। তুমি যে rightএ প্রবেশ কর, এঁরও ঠিক সেই right আছে।

উৎপল। কি? right আছে?

ইলা। নিশ্চয়ই আছে।

উৎপল। তোমাকে ভালবাসারও right আছে?

ইলা। মানুষ মাত্রেরই ভালবাসর right আছে, তুমি যদি ভালবাসতে পার, ইনি কেন পারবেন না?

উৎপল। আমি সে right তাকে দোব না, দিতে পারি না, তা জান তুমি?

ইলা। তুমি না দিতে পার, আমি দোব? তোমার ভাল না লাগে নাই লাগলো, তাতে আমার কি বলতে পার? আমি ত' তোমায় আটকে রাখিনি এখানে, ভালবাসা না পাও সরে পড়।

উৎপল। সরে ত' পড়বই কিন্তু সরে পড়ার আগে—
(পকেট হইতে revolver বাহির করিয়া প্রণবের দিকে লক্ষ্য করিল)
you Scoundrel!

প্রণব। (সভয়ে চেয়ার হইতে উঠিয়া) ইলা?

(মঞ্জু প্রবেশ করিয়া পিছন হইতে উৎপলের revolver টি কাড়িয়া লইল)

মঞ্জু। এবার? মানুষকে খুন করে ভালবাসার অধিকার? হা—হা—হা চমৎকার! (প্রণবের প্রতি) আবার এসেছ এখানে, এসো বেরিয়ে এসো।

(মঞ্জু প্রণবের হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল)

উৎপল। Revolverটা দিয়ে যাও।

মঞ্জু। যে দিন সময় হবে সে দিন নিশ্চয়ই দোব।

উৎপল। Dacoity in broad day-light!

মঞ্জু। (চলিতে চলিতে) হ্যাঁ, তার জন্য Criminal Court আছে।

(মঞ্জু ও প্রণব বাহির হইয়া গেল)

উৎপল। ইলা?

ইলা। I am puzzled. (চলিতে লাগিল)

উৎপল। ইলা?

ইলা। I am going.

উৎপল। তোমার যা খুশি তাই কর, আমি কোনদিন আর বাধা দিতে আসব না, শুধু একটা কথা শুনে যাও ইলা—

ইলা। অভিনয়ের অনেক বাকী, পরে শুনবো।

(চলিয়া গেল)

(উৎপল খোলা আলমারীর মধ্য হইতে একটি হুইস্কির বোতল হাতে করিয়া প্রস্থান করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রতাপ রায়ের অন্তঃপুরের একটি কক্ষ। কক্ষে ঢুকিতেই বামদিকে একখানি গদি-আঁটা ছপ্পর, সম্মুখে দীর্ঘ দর্পণমণ্ডিত একটি সুন্দর কাচের আলমারী, ডানদিকে মার্বেল-মঞ্চের উপর স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের পিত্তলমূর্ত্তি, মূর্ত্তির নীচে প্রণব রায়ের একখানি ফটো, ফটোর চতুর্দিকে বেষ্টিত. সযত্নে গ্রথিত একটি পুষ্পমাল্য, তাহারই সম্মুখে কম্বলের আসনে উপবিষ্ট সরযূ, তাহার বামে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ, দক্ষিণে ধূমায়মান একটি ধুনুচি, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে অশ্রুসজল স্থিরনেত্রে তাকাইয়া সরযূ প্রার্থনা করিতেছে—

সরযূ। আর ত' সইতে পারি না ঠাকুর, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। জানি সে চায় না আমায়—নাই বা চাইল—আমি ত' চাই—সে যে আমার স্বামী—আমার জীবন-মরণের দেবতা! আমার কামনা ব্যর্থ ক'রে দিও না ঠাকুর, একটি দিনের জন্যও তার চরণ সেবা করতে দাও—মিলনে বিরহে অনেক লীলা খেলাই ত' ক'রেচ—তোমরা ছাড়া আমার দুঃখ কে বুঝবে—বল ঠাকুর বল—বল ফিরিয়ে দেবে কিনা?

(সরযূর সঙ্গী কুসুম প্রবেশ করিল)

কুসুম। মরীচিকার পিছনে মিছে কেন ছুটিস সরযূ!

সরযূ। (ধ্যান-নিমীলিত নয়নে) ভাল লাগে! প্রেমের বৃন্দাবনে তোমার ত' একদিন এই দশাই হয়েছিল ঠাকুর!

কুসুম। আমি দেবতা, তুমি মানুষ, তোমায় আমায় অনেক তফাৎ।

সরযূ। তুমি দেবতা হয়ে বিরহ সহ্য করতে পারনি, আমি মানুষ হয়ে কেমন ক'রে সহ্য করি বল ত'?

কুসুম। তোমার সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? আমি রাধাকে পেয়ে হারিয়েছিলাম, তুমি চেয়ে পাওনি। তোমায় আমায় অনেক তফাৎ। —আমি মরুতাপে দগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু মরীচিকার পিছনে ছুটিনি। পথভ্রষ্ট হ'য়ো না, এখনও উপায় আছে, ফের। জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে একটি দুর্লভ বস্তুকে পেতে চাওয়া নিছক মূর্খতা।

সরযূ। কিন্তু দুর্বার প্রেমের স্রোতে দুর্লভই সুলভ হয় যে ঠাকুর !

কুসুম। যে তোমাকে চায় না তাকে কেমন করে আকর্ষণ ক'রবে তুমি ?

সরযূ। সে ব্যবস্থা তুমিই কর ঠাকুর। শৈশব হ'তেই সংসার-সমুদ্রে ভেলার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্চি। ওগো কর্ণধার দয়া করে তীরে পৌছে দাও আমায়—

কুসুম। তুমি ত' নিরাশ্রয় নও সরযূ।

সরযূ। গরিবের কুটীর হতে ধনীর প্রাসাদে এসেচি এই ত ? আমার চতুষ্পার্শ্বে মণিমুক্তা, ধন-সামগ্রী ছড়িয়ে পড়ে আছে, একদিন অতীতে এই সবের স্বপ্নে ডুবে থাকতে ভালবাসতাম! ভাল খেতে পাইনি, ভাল পরতে পাইনি, মনে করতাম খাওয়া পরার জিনিস পেলেই সুখী হতে পারবো। কিন্তু জীবনের সে দুর্ভিক্ষ আজ ত' নেই, তবুও দুঃখ ঘোচে না !

কুসুম। দুঃখকে জোর করে টেনে আনলে দুঃখ ঘুচবে কেমন করে ? প্রেমের গতি ফিরিয়ে দাও। যেখানে প্রেম দিলে প্রেমের মর্যাদা থাকবে সেখানে নিঃশেষে প্রেম ঢেলে দাও, কোন দুঃখ থাকবে না।

সরযূ। অসম্ভব ! তা আমি পারি না—

কুসুম। নিশ্চয়ই পার, মন তোমার দুর্বল হয়ে পড়েচে, তাই অসম্ভব বলচ।

সরযূ। আমি এই দুর্বলতা নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই, তুমি আমার কামনা পূর্ণ করবে কিনা বল ?

কুসুম। না।

সরযূ। না ? তুমি আমার হৃদয়ের প্রার্থনা শুনবে না ?

কুসুম। না।

সরযূ। (উন্মত্ত আবেগে) তবে আজ থেকে তোমার পুজো বন্ধ—চল তোমাকে পচা পুকুরের পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে আমার এতদিনের সাধনার প্রায়শ্চিত্ত করি।

(বলিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি উঠাইতে উদ্যত হইল)

কুসুম। সরযূ ?

সরযূ। আমি কিছু শুনবো না ঠাকুর—আমার এতদিনের পূজা ব্যর্থ করেচ, তোমাকে ভেঙে চুরমার করে ডুবিয়ে দোব।

কুসুম। সরযূ!

সরযূ। পাপ হবে? হোক পাপ—অভাগিনী রমণীর পুণ্যে কোন প্রয়োজন নেই!

কুসুম। (সম্মুখে দাঁড়াইয়া) সরযূ!

সরযূ। কে তুমি?

কুসুম। দেখনা ভাল করে চেয়ে ভাই, চিনতে পারবি।

সরযূ। কুসুম? আমি কি করছিলুম কুসুম?

কুসুম। কি আবার করবি—যা করা উচিত নয় তাই করলি।

সরযূ। পাপ করছিলুম?

কুসুম। সে বিচার পরে হবে—তুই যেন কেমন হ'য়ে যাচ্চিস।

(উভয়ে বসিল)

সরযূ। হব না? এখনও বেঁচে থাকাই ত' অন্যায় হ'চ্চে।

কুসুম। ঠাকুরের সংগে কত কথাই না কইলি, আমি কিন্তু সব শুনেচি।

সরযূ। (কুসুমের গলা ধরিয়া) আর যে বিরহ সয় না, ঠাকুর। কি করি বল।

কুসুম। আমি বুঝি তোর ঠাকুর? পাগল হলি যে লো।

সরযূ। কি আর করি বল—একটা কিছু ত' চাই—যার কিছু নেই, তা'র পাগলামিই সম্বল! তুই আজ কত সুখী বল ত'?

কুসুম। তুই ও হবি।

সরযূ। তুই ও মিথ্যে স্তোকবাক্য দিবি?

কুসুম। মিথ্যে নয় লো, মিথ্যে নয়, কাকাবাবু যথেষ্টই চেষ্টা করছেন—

সরযূ। কিসের চেষ্টা?

কুসুম। আর ন্যাকামো করিস নে ভাই।

সরযূ। আমি কিচ্ছু জানিনে ভাই।

কুসুম। কেন, বিয়ের? বিয়ের কথা শুনতে খুব ভাল লাগে, না লো?

সরযূ। অনেকদিন তোর গান শুনি নি, একটা গান গা-না ভাই।

কুসুম। বরটি সব দিক দিয়েই ভাল, বুঝলি?

সরযূ। কাঁচা কার্ত্তিক না গোবর গণেশ?

কুসুম। কার্ত্তিকও নয়, গণেশও নয়, এ একেবারে তাদের বাবা! শিব লো শিব—বরের নাম জানিস?

সরযূ। না।

কুসুম। নামটি ভারী সুন্দর।

সরযূ। কি?

কুসুম। প্রকাশ করবো?

সরযূ। ভয় কি?

কুসুম। তবে 'প্রকাশ'—

সরযূ। কি?

কুসুম। ভেঙে বলতে হবে বোধ হয়—প্রকাশচন্দ্র মুখুয্যে—জাতের বাধা নেই, হ'ল?

সরযূ। আমি কিছুতেই মাথার ঠিক রাখতে পাচ্ছিনা, একটা গান শোনা না ভাই।

কুসুম। (সরযূর চিবুক ধরিয়া গুন্ গুন্ করিতে করিতে)

ফোটা ফুলে ব'সরে ভ্রমর
দেরী যে আর সয়না প্রাণে
বুকের মধু নেরে মুখে
কণ্ঠরে তোর ভরুক গানে ॥

সরযূ। (কুসুমের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) এ গান আমার মোটেই ভাল লাগে না!

কুসুম। তোর সত্যিই মাথা খারাপ হ'য়েছে সরযূ। ভরা যৌবন, ভরা বয়স এ সময়ে যদি এ গান ভাল না লাগে, তবে কি গাইব—

(সুর করিয়া) আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা
আমি হব না ত' গৃহবাসিনী।

সরযূ। এ গানও ভাল লাগে না—

কুসুম। তবে কি ভাল লাগে তোর?

সরযূ। বিরহের গান।

কুসুম। আমি ত' আর বিরহিণী নই, ও গান গাইতে যাব কোন পাপে?

সরযূ। তোর পায়ে পড়ি, গা না একখানা ভাই।

কুসুম। তোর হাতে ধরি, ওগান আমি গাইতে পারবো না।

সরযূ। তুইও আমার সামান্য একটা অনুরোধ রাখতে আপত্তি করবি কুসুম (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল)।

কুসুম। আচ্ছা, আচ্ছা গাচ্চি শোন—পতন ও মূর্ছা হবে না ত'?

সরযূ। না লো না।

(কুসুম গান ধরিল)

গান

ঝড়ের রাতে ডেকো আমায় অন্ধকারে ডেকো।
ঝড়ো হাওয়ায় প্রদীপ তোমার জেলে জেলে রেখো।
যেদিন তোমায় ভুলবে সবাই
সেদিন খুলো দ্বার
আমার ভোলা সাংগ সেদিন
আমার অভিসার
ভাঙা হাটের বিদায়-সাঁঝে আমায় তুমি দেখো।
খেলায় খেলায় হবে যেদিন
ভুলের অবহেলা
তোমায় আমায় হবে প্রিয়
শুভক্ষণের মেলা,
প্রথম দিনের প্রথম চাওয়া
নিত্য হবে নিত্য পাওয়া
বাদল চোখের সিক্ত মায়ায় রিক্ত হ'য়ে থেকো।

কুসুম। হ'ল ত? (সরযূ কথা বলিতে পারিল না)

একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলি যে? আবার ঘামও হচ্চে। ১০৫° ডিগ্রী জ্বর ছাড়ার সময়ও এত ঘাম হয় না যে।

সরযূ। অনেকখানি তাপ বেরিয়ে গেল ভাই। আমায় বাঁচালি।

কুসুম। আমি কেন বাঁচাতে যাব তোকে, আমার কি লাভ?

(প্রতাপ রায় দ্বার হইতে ডাকিল)

প্রতাপ। সরযূ!

সরযূ। যাই বাবা।

(দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল)

প্রতাপ। চল মা ভেতরে চল—চমৎকার সাজিয়েছিস ত' ঘরখানা, আবার রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ রাখা হয়েছে, পূজো করিস্ বুঝি?—বেশ মা বেশ, অনেকদিন এ ঘরে ঢুকিনি, কি করে জানবো বল।

(রুক্ষ নয়নে প্রণবের ফটোর দিকে তাকাইয়া)

ঐ মাতালটার ফটো এখানে কি করে এলো? আমার ঠাকুরের সামনে? ভাল কাজ করিস্ নি মা, ঠাকুর যে অপবিত্র হয়ে যাবে সরযূ, ওটাকে সরিয়ে দিস। (পশ্চাতে তাকাইয়া) কুসুম?

কুসুম। হ্যাঁ, কাকাবাবু।

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল)

প্রতাপ। চরিত্রবতী হও মা! ছেলেপুলেরা ভাল আছে ত'?

কুসুম। হ্যাঁ।

প্রতাপ। অনেকদিন দেখিনি তোকে। একবার করে আসিস মা, সরযূকে বড় একা একা দিন কাটাতে হয়।

কুসুম। নিশ্চয়ই আসবো। সরযূর বিয়ের দিন স্থির করলেন কাকাবাবু?

(সরযূ নাসিকা কুঞ্চিত করিল)

প্রত। না মা, তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই পাকা দেখা হবে। সেদিন কিন্তু থাকা চাই তোর।

কুসুম। নিশ্চয়ই কাকাবাবু।

প্রতাপ। রূপ, গুণ, বয়স সবদিক্‌দিয়েই ছেলেটি ভাল, তবে অবস্থা তত ভাল নয়। অবস্থা ভাল না হলেও ত' ক্ষতি নেই, আমার যা কিছু আছে সবই ত' তার। আমি যা চাই তা তার আছে'। দশখানা গ্রামের ভালমন্দ লোকের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেচি তার চরিত্র নিষ্কলংক।

সরযূ। আমি ত' বিয়ে ক'রব না বাবা।

প্রতাপ। তা ও কি হয় মা, তোর জীবনের সব ভারই যে আমি নিয়েছি। তুই সংসারী না হলে আমি যে বেশী দিন আর বাঁচবো না মা।

সরযূ। আমি ত' সংসারী হয়েচি বাবা।

প্রতাপ। ঐ মাতালটার পায়ে আত্মসমর্পণ করিসনে সযূ, কষ্টের সীমা থাকবে না।

সরযূ। আর ত' উপায় নেই।

প্রতাপ। একটা ঘৃণিত আদর্শের পিছনে ছুটিসনে মা।

সরযূ। তুমিও ঘৃণিত বলবে? তুমি মোটেই ভেবনা বাবা, তোমার ছেলে নিশ্চয়ই ফিরবে।

প্রতাপ। তোর মত স্বপ্ন দেখার বয়স ত' আমার নেই—বৈচিত্র্যময় সংসারের ছোট বড় ঘটনার ঘাত—প্রতিঘাতে মাথার চুল শাদা হয়ে গেল—আমি কেমন করে তোর আশাবাদে বিশ্বাস রাখতে পারি মা! তোকে দুঃখের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি সুখী করবার জন্য, আমাকে হতাশ করিস নে মা।

(কালীচরণ দ্রুতপদে প্রবেশ করিল)

(কালীচরণের প্রতি)

কি খবর রে কালী। কোন দুঃসংবাদ এনেচিস বোধ হয়। কালী চিরদিনই কালপুরুষ হয়ে থাকলো আমার বাড়ীতে। রাগ করিস্ নে বাবা।

(কালীচরণ হাঁপাইতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিল না)

প্রতাপ। ভয় কিরে বাবা, যৌবনের প্রতাপ রায় মরে গেছে, বৃদ্ধ প্রতাপ সবই সহ্য করতে পারে, তুই নির্ভয়ে বল।

কালীচরণ। মা ঠাকরুণের ফিট্ হ'য়েচে।

প্রতাপ। ফিট্ হয়েচে? হবে বৈকি, রত্নগর্ভা জননীর ফিট্ হবে না ত' হবে কার! (সরযূর প্রতি) মাতালটাকে এখনও মন থেকে মুছে ফেলে দে সযূ, নইলে তোরও ঐ দশা হবে। মাতাল শুধু নিজেই ডোবে না, সকলকেই ডুবিয়ে যায়। পবিত্র রায় বংশের কী দুরপনেয় কলংক! জমিদার প্রতাপরায়ের দুর্জয় সৌভাগ্যের কী দুরন্ত পরিহাস! হা—হা—হা—

(ধীরে ধীরে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কক্ষ ত্যাগ করিল। সকলেই মৌন-বিষণ্ন হইয়া তাহাকে অনুসরণ করিল)

তৃতীয় দৃশ্য

'প্রগতি সংঘের' কার্য্যালয়, ইলা পিয়ানো বাজাইয়া গান ধরিল—

(গান)

এবার শুধু আছে হাতে নিবেদনের থালা।
সবার কাছে সকল ক্ষণে নমস্কারের পালা।
কোন সুদূরে কে পাঠালো
কোন সে দিনের ছায়া
জাগিয়ে দিল ভরিয়ে দিল
ছড়িয়ে দিল মায়া
কোন সে সুরে হৃদয় আজি সবার বরণ-ডালা।
সব চেয়েছি, সব নিয়েছি
পাইনি কিছু তাই
এবার শুধু যা পেয়েছি
বিলিয়ে দিয়ে যাই,
আলো-ছায়ার ফাঁকে-ফাঁকে
অনেক দিনের ফাঁকি
সকল দিনের সকল হিসাব
আপন ভুলে ঢাকি
আমার প্রদীপ হবে এবার সবার মাঝে জ্বালা।

(কক্ষের প্রবেশদ্বার হইতে উৎপল বলিল—)

উৎপল। May I come in?

(অন্যমনস্ক ইলা উত্তর করিল না)

উৎপল। ইলা!

ইলা। (পশ্চাতে তাকাইয়া) উৎপল দা? এসো, Excuse me, তোমার ডাক মোটেই শুনতে পাইনি ভাই।

উৎপল। আমার ডাক কি আর শুনতে পাবে ইলা।

ইলা। হতাশ হয়ে পড়ো না উৎপল দা। প্রেমের প্রথম আহ্বানে যে সাড়া দেয় সে কোনদিনই সে আহ্বান ভুলতে পারে না। শরতের

কোজাগরী পূর্ণিমা শীতের শিশিরে একেবারে ডুবে যায় না, আবার সে বাসন্তী পূর্ণিমা হয়ে ফেরে। উৎপল দা!

উৎপল। তুমি এখনও আমাকে ভালবাসতে পার?

ইলা। আর সন্দেহ করো না উৎপল দা, আমি বড় অনুতপ্ত—বুকের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা যদি থাকে তবে কান রেখে শোন—আমার হৃদয় তোমাকে চায় কি না! গ্রীষ্মের দুঃসহ উত্তাপে কালবৈশাখী আসে, কিন্তু সব কিছু উলট পালটও করে দিয়ে যায়, তারপর—

উৎপল। তারপর কি?

ইলা। তারপর বর্ষার ভরা নদী—

উৎপল। কূল ভেঙে ব'য়ে চলে, এই ত'?

ইলা। কিন্তু চলে কোথায়?

উৎপল। কোথায়?

ইলা। সাগরের কোলে। মানুষই ভুল করে, আমিও করেছি, তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করি, মারতে হয় মার, রাখতে হয় রাখ, আমায় ক্ষমা কর। (পায়ে পড়িল)

উৎপল। (ইলার হাত ধরিল) ছি অতখানি অভিভূত হয়ে পড়ো না, তুমি 'প্রগতি সংঘের' নেত্রী—

ইলা। আমার গতি ফিরেচে, এতদিন পিছনের দিকে তাকাইনি, আজ তাকাবো, আমায় ক্ষমা কর!

উৎপল। ক্ষমার সম্বন্ধ নয় আমাদের—দুনিয়ার দুর্গম পথে সহযাত্রী আমরা, তুমি পড়বে, আমি তুলে ধরবো, আমি পড়বো, তুমি হাত ধরে তুলে আমার সর্বাংগের মলিনতা মুছে দেবে—ওঠ ইলা, ওঠ ভাই ওঠ—

(ইলা উঠিল)

আমি চরিত্রহীন—আমায় পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে, সেই ভাল ছিল!

ইলা। আবার ও কথা কেন? বড়ো প্রেম দূরে ঠেলে দেয় বড়ো করে কাছে পাবার জন্য। বসো উৎপল দা, বসো, আজ আমাদের অভিনয়

শেষ হ'য়েচে, আজ আমরা দাম্পত্য প্রণয়ে সুখী জীবনের চরম শান্তি দিয়ে প্রেমের বৃন্দাবন গড়ে তুলি—প্রগতি সংঘের পাশবিক উচ্ছৃংখলতা চিরতরে নিবিয়ে দিয়ে সংসারের পাপ—পথে কণ্টক নিক্ষেপ করি। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায় যারা তাদের আজ বুঝিয়ে দিতে হবে মধুর সত্যিকার আস্বাদ তারা পায় নি, বাসনার উত্তাপে তাই তারা মধুকর-বৃত্তিকে জীবনের আদর্শ করে বসেচে।

(টলিতে টলিতে প্রণব প্রবেশ করিল)

প্রণব। (উৎপলের প্রতি) Here you are, Scoundrel.

উৎপল। I vacate my chair, Dr. Roy. (উঠিল)

ইলা। উঠো না উৎপল দা, There is another chair for him.

উৎপল। কিন্তু আমি ওঁর গুপ্ত প্রণয়ের বাধা হতে চাই না ইলা; let your cofidential talk go on.

ইলা। ভয় নেই উৎপল দা, তুমি ছাড়া আজ কারো উপর Confidence নেই আমার, বিশ্বাস কর—

প্রণব। (ইলার প্রতি) Don't bc misled, my darling!

ইলা। (উঠিয়া) Shut up, nonsense!

প্রণব। হা—হা—হা, তোমার গাল-ভরা গালি-গালাজ ভারি মিষ্টি লাগে, whisky please!

(উৎপল ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে সরিয়া আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল)

ইলা। এটা মদের দোকান নয়—

প্রণব। হা—হা—হা, একদিন তাই ছিল, my darling! কান মলে দাও তাও সইব, কিন্তু মদ আমাকে দিতেই হবে, হা—হা—হা—

ইলা। Get out please.

প্রণব। Why? হা—হা—হা—যার যাওয়া উচিত সে আগেই সরে পড়েচে।

ইলা। (চতুর্দিকে তাকাইয়া) উৎপল দা! উৎপল দা!

প্রণব। Don't get excited. You are changing I see.

ইলা। আমার সুমুখ থেকে সরে যান আপনি, যান—এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? আপনার স্পর্শে ঘরের অণু-পরমাণু পর্যন্ত অপবিত্র হ'য়ে উঠেছে আমার, যান—

প্রণব। I don't like your Indian purity—a nasty ideal.

ইলা। Nonsense.

প্রণব। You are mad, let me cure you, my patient!

ইলা। Mad আমি নই—আপনি যান, আপনি থাকলেই আমি mad হয়ে যাব—

প্রণব। আমি যাব না। Do you forget that you love me?

ইলা। I forget everything about you. You haunted me, (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) you are a spirit—a demon!

প্রণব। ইলা!

ইলা। (হাত দিয়া কান বন্ধ করিয়া) আমি তোমার ডাক শুনবো না—শুনতে পারি না—তুমি আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিলে শয়তান—আমি বুঝিনি—আমি বুঝিনি।

প্রণব। (পেণ্ট্‌লের পকেট হইতে revolver বাহির করিয়া ইলার সম্মুখে ধরিল)

Surrender or die.

ইলা। ভয় দেখিয়ে ভালবাসা পেতে চাও, হা-হা-হা, I am not so weak.

(সম্মুখে বক্ষ স্ফীত করিয়া দাঁড়াইল)

প্রণব। (ইলাকে আলিংগন করিতে উদ্যত হইল) A sweet kiss and you will be cured my darling—

ইলা। (সভয়ে) উৎপলদা! উৎপলদা!

(উৎপল ছুটিয়া প্রবেশ করিল)

ইলা। তুমি এসেচ, আঃ—

প্রণব। (উৎপলের প্রতি) Don't you advance. (উৎপল থমকিয়া দাঁড়াইল)

উৎপল। সতীত্বের অবমাননা করবেন না Dr. Roy.

প্রণব। Silent please. আমি যাকে ভালবেসেছি তার মান-অপমানের বিচার করব আমি। সতীত্বের বড়াই?—সতী কে—ইলা? হা—হা—হা—আপনিও পাগল হয়েচেন, you too require treatment!

(উৎপল অগ্রসর হইতে লাগিল)

প্রণব। আগুনের মুখে পতংগ হয়ে আসবেন না, উৎপল বাবু!

ইলা। উৎপল দা!

(উৎপল অগ্রসর হইলে প্রণব revolver ছুড়িল, উৎপল আর্তনাদ করিয়া পড়িল প্রণব বাহির হইয়া গেল।)

ইলা। (চমকিত নেত্রে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) উৎপল দা!

উৎপল। কাঁদচ? তোমার উৎপলদা ত' মরতে পারে না। সতীর প্রেম তাকে চিরদিনই বাঁচিয়ে রাখবে ইলা! ভগবান তোমার মংগল করুন, তুমি সুখী হও—

(শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু বুজিল)

ইলা। উৎপল দা!

(উৎপলের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রতাপ রায়ের বৈঠকখানা

[ফরাসের উপর তাকিয়ায় অর্ধশয়ান প্রতাপ রায় ঘন ঘন হাই তুলিতেছে ও তুড়ি দিতেছে। ভৃত্য কালীচরণ তামাক সাজিয়া প্রবেশ করিল। প্রতাপ রায় গড়গড়ার নলে মুখ দিয়া বলিল—]

প্রতাপ। কি কুক্ষণেই আমার বাড়ীতে এসে কাজ নিয়েছিলিরে কালী, কি চেহারা ছিল, কি হয়েছিস বাবা।

কালী। কেন, ভালই আছি ত' বাবু।

প্রতাপ। তোর অন্তরের শেষ স্তরটুকুও আমার চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটচে, আমার কাছে ঢাকবার চেষ্টা করিস নে বাবা। ভেবে ভেবে চোখের জল পর্য্যন্ত তোর শুকিয়ে গেছে।—নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পেতে চায় যারা, সংসারের ভোগ-সুখ তাদের ভাগ্যে কোন-দিনই জোটে না রে কালী!

(নায়েব প্রবেশ করিল)

প্রতাপ। আজ before time এ কেন নায়েব মশাই? অন্য দিন ঠিক সময়েই আসেন না—কোন দুঃসংবাদ আছে বোধ হয়?

নায়েব। হ্যাঁ, হুজুর। প্রজারা খাজনা দিতে চায় না।

প্রতাপ। চায় না, না পারে না?

নায়েব। চায় না।

প্রতাপ। তা হ'লে আপনার চাকরী যাওয়া উচিত, খাজনা আদায় করার capacity আপনার নেই নিশ্চয়। ভালমানুষ হয়ে নায়েবী করা চলেনা, প্রয়োজন হ'লে উৎপীড়নের পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

নায়েব। উৎপীড়ন যথেষ্টই করা হয়েচে হুজুর।

প্রতাপ। দরকার হ'লে ঘর-জ্বালানো, মানুষ খুন করা, ভায়ে-ভায়ে শরিকে-শরিকে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া এ সবও করতে হয় নায়েবদের, করেছেন কি?

নায়েব। কোন ত্রুটি করিনি হুজুর।

প্রতাপ। দুর্ভিক্ষের বছর, আপনার কোন অভাব হয়নি ত'?

নায়েব। এখনও ত' কোন রকমে চলছে হুজুর।

প্রতাপ চালের মণ ৩০৲, আপনার সংসারে দিনে এ বেলা ও বেলায় ২০টি পাতা পড়ে শুনেচি, ১৫৲ টাকা মাইনেতে চলে কি করে আপনার? ব্যাঙ্কে হাজার টাকা জমাও করচেন শুনতে পাই। কি করে এত সব হয়, নিশ্চয়ই জমিদারকে ফাঁকি দিয়ে—কই মাইনে বাড়াবার জন্যে একদিনও ত' অনুরোধ করেন নি?

(যুগপৎ লজ্জা ও ভয়ে নায়েবের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল)

প্রতাপ। একদিন আমিও অত্যাচারী জমিদার ছিলাম, উৎপীড়ক জমিদারকে নির্দয় ক'রে তোলবার উপযুক্ত নায়েবও জুটেছিল—কিন্তু এত অধর্ম কি সয় ?—একজন উপরওয়ালা ত' আছেন! গরিবের চোখের জলে পা ভিজে গেছে তবুও মন গলে নি—ব্যথিতের বুকফাটা আর্তনাদে আমার পাষাণ অহংকার একটি নিমেষের জন্যও টলেনি! ওঃ, নায়েব নির্বংশ হয়ে গেছে, তবুও সাবধান হইনি—আজ ধনদৌলৎ ভোগ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমার কি শান্তি আছে নায়েব মশাই! এখনও সাবধান হোন। আমার জমিদারীতে একটি পাইপয়সাও কোনদিন খাজনা বাকি পড়েনি—একটা বৎসর নাইবা পেলাম কিছু—প্রজাদের সব খাজনা মকুব ক'রে দিন—বুভুক্ষুর অভিশাপ টেনে এনে সর্বনাশ করবেন না আর। আর দেখুন যেখানে যত ধান-চাল মজুত আছে সব দুঃখী-দরিদ্রদের বিতরণ করে দিন! পরের ধনে কার্পণ্য করবেন না নায়েব মশাই।

(নায়েব প্রস্থান করিতে উদ্যত)

হ্যাঁ, এ মাস থেকে আপনি ৫০৲ টাকা বেতন পাবেন, আর যত কর্মচারী আছে সকলেরই বেতন বাড়িয়ে দিন, ৪০৲ এর কম যেন কারো বেতন না হয়—যোগ্যতা অনুসারে একটা ব্যবধান রাখবেন বটে, তবে বেশি নয়, অভাব সবারই সমান।

(নায়েব অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল)

(একটি ভদ্র যুবক প্রবেশ করিল)

যুবক। নমস্কার!

প্রতাপ। নমস্কার! বসুন—চেয়ারটা টেনে দেরে কালী।

(কালী চেয়ার আগাইয়া দিল)

যুবক। আপনি নিচে বসে আছেন—

প্রতাপ। তাতে আসে যায় না, এ আমার বাপ-ঠাকুরদার গদি, আমার কাছে চেয়ারের চেয়ে এর মূল্য অনেক বেশী। আপনি লজ্জা করবেন না। হ্যাঁ, আপনি কি চান বলুন ত' ?

যুবক। আমরা একটা National School করবো, কিছু সাহায্য চাই।

প্রতাপ। কি Scheme আপনাদের ?

যুবক। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ছাঁচে গঠন করা হবে এই প্রতিষ্ঠান, তবে তফাৎও একটু থাকবে—অসহায় দুঃখী দরিদ্রদেরই এখানে শুধু শিক্ষা দেওয়া হবে—থাকা, খাওয়া, পরা, শিক্ষা সব কিছুই হবে free। ক্রমে ক্রমে দেশের সর্বত্রই এর শাখা-প্রশাখা খোলা হবে, এমনি করে সমস্ত জাতটাকে গড়ে তুলতে হবে—

প্রতাপ। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত ক'রতে হ'লে আপাততঃ কত টাকার প্রয়োজন ?

যুবক। অন্ততঃ এক লক্ষ।

প্রতাপ। কত টাকা উঠেচে ?

যুবক। হাজার পাঁচেক।

প্রতাপ। এখনও ত' অনেক বাকি—বাংলাদেশে এত টাকা তোলা ত' সহজ ব্যাপার নয়।

যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ !

প্রতাপ। আমি যদি আপনাদের লক্ষ টাকা দেই আপত্তি আছে ?

যুবক। আপত্তি ? The country should be grateful.

প্রতাপ। তবে আমার কয়েকটা শর্ত থাকবে।

যুবক। কি ?

প্রতাপ। কোথায় এ প্রতিষ্ঠান প্রথম খুলবেন ?

যুবক। কোলকাতায়।

প্রতাপ। না, মফঃস্বলে—কোলকাতায় মানুষ হারিয়ে যায়, সেখানে খোলা চলবে না এই হ'ল ১ম শর্ত। ২য় শর্ত—বিলিতী সভ্যতার ছোঁয়া একেবারেই যেন না লাগে। রাজী আছেন ?

যুবক। কোন আপত্তি নেই।

প্রতাপ। আর একটা শর্ত আছে—

যুবক। বলুন—

প্রতাপ। প্রতিষ্ঠানের নাম হবে করুণা-নিকেতন—আপত্তি আছে ?

যুবক। নিশ্চয়ই না, nice name indeed.

প্রতাপ। কাল তাহ'লে আসবেন।

যুবক। Many thanks for your kind gift.

প্রতাপ। ধন্যবাদের আশায় দিচ্চি না, প্রশংসার প্রয়োজন নেই।

যুবক। That's right. আসি তা হ'লে—

প্রতাপ। আসুন।—

(যুবকের প্রস্থান)

প্রতাপ। একটা ছেলের বিচ্ছেদে করুণা মারা গেছে—আজ শত সহস্র সন্তানের অন্তরে সে বেঁচে উঠবে—তোর মাঠাকুরন মরেনিরে কালী!

(ফকিরদাস প্রবেশ করিল)

প্রতাপ। ফকির বাবু? আসুন, আসুন ভাই, আপনাকে আজ আমার বড়ো প্রয়োজন।

(ফকিরবাবু ফরাসের উপর বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন)

প্রতাপ। করুণার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করচেন বুঝি, করুণার জন্য আপনারা কেউ শোক করবেন না—একটি ঘরে বন্দী হ'য়ে যে করুণা মরেচে—সে আজ সহস্র সহস্র আঙিনায় মুক্ত হয়ে ছুটে বেড়াবে—সে মুক্তি পেয়েছে, ফকিরবাবু, আপনারা তার জন্য কেউ আজ দুঃখ করবেন না—

ফকির। আমি ব্যারামে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম, তাই আসতে পারিনি হুজুর—

প্রতাপ। হ'য়েচে কি তাতে, মৃত্যুর সংবাদ শুনে ছুটে এসে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললেই বেশী আত্মীয়তা হয় না—আমি জানি আপনার অন্তর আমাদের সকলের সংগে কতখানি জড়িত—কোন দুঃখ করবেন না, আপনি না হয় এসে সান্ত্বনা দিতে পারেন নি, কিন্তু প্রণব? সে যে মাতৃশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করেনি ফকিরবাবু—একমাত্র সন্তান, যার জন্য তার জননী প্রাণটুকু ধরে রাখতে পারলে না, যাক সে সব কথা—নাইবা এল সে, আমার কোন ক্ষতি হয় নি ফকিরবাবু—(আবেগ চাপিয়া) সরযূকে ডেকে দে রে কালী।

(কালী প্রস্থান করিলে সরযূ প্রবেশ করিল)

প্রতাপ। আয় মা আয়।

(সরযূ উভয়কেই প্রণাম করিল)

(প্রতাপ উঠিল)

প্রতাপ। ব'স মা ব'স, বাপের সংগে দুটো সুখদুঃখের কথাবার্তা ক', আমি আসচি।

(প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া)

প্রতাপ। হ্যাঁ, দেখুন ফকিরবাবু, আপনার মেয়ে জেদ নিয়েচে কিছুতেই বিয়ে করবে না, কিন্তু তা কি ভাল ?

(প্রস্থান করিল)

সরযূ। তুমি কি হয়ে গেছ বাবা (চক্ষু দুইটি অশ্রু-ছল-ছল হইয়া উঠিল)

ফকির। অসুখে পড়েছিলাম মা।

সরযূ। একটা সংবাদও দিলে না ?

ফকির। কে দেবে ?

সরযূ। কেন বাড়ীতে খাবার লোক ত' অনেকেই আছে ?

ফকির। কেউ নেই মা।

সরযূ। কেউ নেই ? কেন ?

ফকির। তুইও চলে এলি, তারাও চলে গেল।

সরযূ। কোথায় ?

ফকির। বাপের বাড়ী। অসুখের সংবাদ তিন তিন বার দিয়েছিলাম, কেউ আসে নি—

সরযূ। আমাকে খবর দিলে না কেন ?

ফকির। দুর্ভাগ্যের পথে তোকে আর টেনে নিয়ে যেতে চাইনে সযূ।

সরযূ। বাপ-মা-স্বামী এদের দুর্ভাগ্য কোনদিনই মেয়েরা অসহ্য মনে করে না বাবা !

(সরযূ কাপড়ের খুঁট হইতে ১০০৲ টাকার একখানি নোট বাপকে দিতে গেল)

ফকির। তোকেই দেওয়া উচিত আমার, তোর কাছ থেকে কিছু নেওয়া উচিত নয় মা !

(চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল)

সরযূ। বাংলার মেয়েরা চিরকাল নিয়েই আসে, না বাবা ?

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

ফকির। দুঃখ করিস্‌নে মা, আমার নেওয়াই হ'ল—আমাকেও ত' দিতে হয়—আমি যে তোর কিছু করতে পারিনে রে—

সরযূ। এত বড় ক'রে দিয়েচ, আবার কি করবে ? বেশী ধন-সামগ্রী দিলে হয়ত বেশী স্নেহ দিতে পারতে না বাবা।

ফকির। সব বুঝিরে সযূ, কিন্তু মেয়েরা সংসারী না হ'লে বাপের কতখানি দুশ্চিন্তা—

সরযূ। আমি ত' সংসারী হয়েচি বাবা।

ফকির। টাকা-কড়ি, ধন-দৌলৎ ত' আর সংসার নয় মা, বিবাহ না হ'লে সাংসারিকতা আসে না।

সরযূ। যে দিন থেকে এখানে আশ্রয় নিয়েচি সেইদিন থেকেই ত' সংসারী হয়েচি বাবা!

ফকির। কিন্তু প্রণব ত' ফিরল না—

সরযূ। নাইবা ফিরলো।

ফকির। স্বামীর উপর অধিকারই যদি না হ'ল—

সরযূ। তুমি ভেবো না বাবা, আমার স্বামী নিশ্চয়ই ফিরবে।

(প্রতাপ রায় লাঠিতে ভর দিয়া প্রবেশ করিল)

প্রতাপ। ফিরবে না মা, ফিরবে না—ফিরলেও তার এ বাড়ীতে স্থান হবে না। ভ্রান্তধারণা নিয়ে চলিস্‌ নে মা। আমি পাত্র ঠিক করেচি ফকির বাবু।

ফকির। আপত্তি করিস নে সযূ—ধোয়া-মোছা পরিষ্কার পথে আবর্জনা টেনে এনে পচে মরবি কেন মা!

সরযূ। (উঠিয়া) তোমাদের কাছে যা আবর্জনা আমাদের কাছে তা হীরে-জহরৎ—আরেক দিনও যদি আমাকে বিয়ের জন্য অনুরোধ কর ত'হলে সরযূর বিবাহিত স্বামীকেই পাবে, সরযূকে পাবে না।

(ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল)

প্রতাপ। কপালে সুখ না থাকলে কি করবেন বলুন। পুত্রাধিক স্নেহ দিয়েচি আপনার ঐ মেয়েটাকে। তা না হ'লে আজ তুমুল কাণ্ড হয়ে যেত—(কাঁপিতে কাঁপিতে) জমিদার প্রতাপ রায় কোনদিন কারও অবাধ স্বাধীনতা বরদাস্ত করেনি, ফকিরবাবু,—তা যদি করত তাহলে এই প্রাসাদে তার মাতাল ছেলের স্থান হ'ত নিশ্চয়ই।

(প্রস্থান করিল। ফকির অধোবদনে বিপরীত পথে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাসবিহারী এভিনিউ-এর উপর একখানি বড়ো দোতলা বাড়ী; উপর তলায় স্ত্রী লোকদিগের জন্য সাধারণ দাতব্য হাসপাতাল, নীচের তলায় দাতব্য চিকিৎসালয়। ডাক্তার মঞ্জু দাশগুপ্তা ইহার ভারপ্রাপ্ত প্রধান চিকিৎসক।

নীচের তলায় একটি কক্ষে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট ডাঃ দাশগুপ্তা রোগিণীদের পরীক্ষা করিয়া প্রেস্‌ক্রিপসন বলিয়া যাইতেছে, দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট সহকারী মহিলা-চিকিৎসক প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিতেছে—রোগিণীগণ যাতায়াত করিতেছে। একটি মহিলা আগাইয়া আসিল।]

মঞ্জু। কি হ'য়েচে তোমার ?

রোগিণী। ডান হাতটা পুড়ে গেছে।

মঞ্জু। হাসপাতালে থাকবে ?

রোগিণী। না।

মঞ্জু। থাকলে ভাল হ'ত !

রোগিণী। ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, দেখবার কেউ নেই।

মঞ্জু। (সহকারীর প্রতি) Cod liver oil!

সহকারী। Cod liver ফুরিয়ে গেছে।

মঞ্জু। Tannic Acid.

সহকারী। ওটাও নেই।

মঞ্জু। কিছু নেই ত' dispensary চলবে কি ক'রে ?

সহকারী। Burnol আছে।

মঞ্জু। তবে তাই লিখুন।

(রোগিণী প্রেসক্রিপসন লইয়া চলিয়া গেল। আর একজন প্রবেশ করিল।)

তোমার কি অসুখ ?

রোগিণী। আমার শরীর বড় দুর্বল।

মঞ্জু। অসুখ হলে কি আর শরীর সবল হয়—জ্বর হয় কি ?

রোগিণী। বুঝতে পারিনা, সর্বদাই বুক ধড়্ ফড়্ করে।

(Stethoscope দিয়া বুক পরীক্ষা করিল)

মঞ্জু। কাসি হয় ?

রোগিণী। মাঝে মাঝে হয়।

মঞ্জু। রাত্রিতে জ্বর-জ্বর মনে হয় ?

রোগিণী। হ্যাঁ।

মঞ্জু। A case of T. B.

সহকারী। I think so.

মঞ্জু। যাদবপুর হাসপাতালে যাও।

রোগিণী। (সভয়ে) কেন ?

মঞ্জু। এখানে তোমার রোগের ওষুধ নেই, ভয় ক'রো না, সেখানে গেলে ভাল হয়ে যাবে।

(আর একজন রোগিণী প্রবেশ করিল)

মঞ্জু। কাঁপছ যে ?

রোগিণী। পথে আসতে আসতে জ্বর এলো—

(নাড়ী পরীক্ষা করিল)

মঞ্জু। Temperature about 105°. জ্বর আসে আর ছাড়ে, না ?

রোগিণী। হ্যাঁ।

মঞ্জু। Malaria. Alkali mixture 4 doses, 3 q. pills.

(আর একজন রোগিণীর প্রবেশ)

মঞ্জু। তুমি কেন ? তুমি ত' বেশ সুস্থ—

মহিলা। আমার ছোট্ট মেয়েটার টানা খেঁচা হ'চ্চে।

মঞ্জু। এনেচ তাকে ?

মহিলা। না।

মঞ্জু। মাঝে মাঝে দাঁত কড়মড় করে কি ?

মহিলা। করে।

মঞ্জু। বাহ্যেতে কৃমি লক্ষ্য করেছ কি ?

মহিলা। হ্যাঁ, প্রায়ই থাকে।

মঞ্জু। একে Homœopathic medicine দিন।

সহকারী। Cina 200?

মঞ্জু। অত higher potency এখন দিয়ে কাজ নেই, 30 দিন।

(আর একজন রোগিণীর প্রবেশ)

মঞ্জু। কি হয়েচে ?

রোগিণী। তলপেটে অসহ্য ব্যথা।

(উক্ত স্থান টিপিয়া পরীক্ষা করিল)

মঞ্জু। কত দিন হয়েচে ?

রোগিণী। দিন চার পাঁচ।

মঞ্জু। Deep abscess in the abdomen এখনও mature হয়নি। ফোঁড়া হয়েচে কাটতে হবে।

রোগিণী। কাটতে হবে ?

মঞ্জু। তা না হলে সারবে কি ক'রে ?

রোগিণী। কাটলে মরে যাব ডাক্তার মা।

মঞ্জু। তাহলে Homœopathic ওষুধ দিন।

সহকারী। কি দোব ?

মঞ্জু। Hyper sulphur—না না—Merc. sol. 3 or 6. আজ কার মুখ দেখে যে উঠেচি, একটা মিনিটও অবসর পাইনি, আজ no. of patients কত ?

সহকারী। ২০৫।

মঞ্জু। কাল ছিল কত ?

সহকারী। ১৬৫।

মঞ্জু। এখন বাড়তেই থাকবে।

সহকারী। কেন না বাড়বে, খাদ্যের অভাবে কারো কি রোগের সংগে যুঝবার মত vitality আছে।

মঞ্জু। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলার আজ এই অবস্থা—what Bengal thinks today, India thinks tomorrow, but who thinks of Bengal today? দারোয়ান, দো পেয়ালা চা. মাঙাও। রোগীও বাড়চে, ওষুধ ও দিচ্চি, কিন্তু পথ্য না পেলে বাঁচবে কেমন ক'রে।

সহকারী। ওষুধই বা ভাল কোথায়, চার চারটে quinine injection ক'রেও malariaতে response পাওয়া যায় না। এই ত' ওষুধ!

(বয় দু'পেয়ালা চা দিয়া গেল, একটি রোগিণী একটি পুঁটলি হাতে করিয়া প্রবেশ করিল)

সহকারী। (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) বারোটা বেজে গেছে, আর হবে না।

রোগিণী। হবে না? তবে আজ এইখানেই থাকি, কেমন?

সহকারী। এখানে থাকবে কোথায়?

রোগিনী। কেন, হাঁসপাতালে?

সহকারী। তাহলে ত' তোমাকে দেখতে হ'বে, যাও কাল এসো। তোমার বাড়ী কোথায়?

রোগিণী। সর্বত্রই।

সহকারী। (হাসিতে হাসিতে) তুমি ভগবান নাকি?

রোগিণী। ভগবান, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভগবান।

সহকারী। Case of insanity.

মঞ্জু। Indeed! পাগলী আজকে যা, কাল আসিস, তোকে খুব ভাল ওষুধ দোব।

রোগিণী। তোমরাই পাগলী—হা—হা—হা—তোমাদিকে ওষুধ দিতে হবে, নেবে?

মঞ্জু। কি ওষুধ দিবি?

রোগিণী। যা খুশি তাই দোব—হা—হা—হা—

মঞ্জু। তোর স্বামী আছে?

রোগিণী। আছে বৈকি—আমার সব আছে—

মঞ্জু। কি কি আছে ?

রোগিণী। থাকবে আবার কি ? কিছুই নেই—আজ তোমার বাড়ীতে আমার নেমন্তন্ন, মনে নেই বুঝি ?

মঞ্জু। সেদিন Psychological treatment সম্বন্ধে একখানি বই পড়ছিলাম, একে বাসায় নিয়ে গিয়ে দু'চারটে method experiment করতে হবে। আজ উঠি তা'হলে। (পাগলীর প্রতি) আয় আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাবি চল।

পাগলী। না খাবনা—

মঞ্জু। লুচি, সন্দেশ আরও.কত কি তোর জন্যে তৈরি হয়েচে, চল।

পাগলী। হা—হা—হা--হা—হা—হা—

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ডাক্তারখানার সংলগ্ন ডাক্তার মঞ্জু দাশগুপ্তার বাসাবাটী।

(মঞ্জু একটি চেয়ারের উপর বসিয়া মেঝেয় উপবিষ্ট পাগলীকে প্রশ্ন করিতেছে—)

মঞ্জু। কি খাবি রে পাগলী ?

পাগলী। কি খাব ? মর্তের সুধা।

মঞ্জু। স্বর্গের নয় ?

পাগলী। না, এরই মধ্যে স্বর্গের সংগে সম্বন্ধ পাতাব নাকি ? তুমি ত' ভারি নিষ্ঠুর।

মঞ্জু। তা ঠিক বলেছিস। আমি নিষ্ঠুর বটে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল) তোর স্বামী তোকে ভালবাসে পাগলী ?

পাগলী। না

মঞ্জু। কেউ ভালবাসে না ?

পাগলী। বাসে।

মঞ্জু। কে ?

পাগলী। তুমি।

মঞ্জু। আমি ? আমি কেন ভালবাসতে যাব তোকে।

পাগলী। আমি কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসি।

মঞ্জু। সেই জন্যই ত' তুই পাগলী।

পাগলী। ঠিক বলেচ, আমি তোমার জন্য পাগল হয়েচি, ঠিক বলেচ তুমি। হা—হা—হা—

মঞ্জু। তোর ছেলেপুলে আছে?

পাগলী। বিয়েই হয় নি, আমাকে বিয়ে করবে?

মঞ্জু। তবে যে বললি বিয়ে হয়েচে?

পাগলী। হয়নি ত' কি? তোমার মনে পড়চে না—সেই সে দিন তুমি আমাকে কত ভাল ভাল গয়না দিয়েছিলে—হা—হা—হা—

মঞ্জু। তোর স্বামী তোকে নেয়না বুঝি?

পাগলী। নেবে কেমন করে?—আমি আর একজনকে ভাল বেসেছিলাম যে—

মঞ্জু। তোর স্বামী আবার বিয়ে করেচে?

পাগলী। করবে না?

মঞ্জু। যাকে ভালবেসেছিলি সে বুঝি তাড়িয়ে দিয়েচে?

পাগলী। দেবে না? এখন যে আমার চেহারা খারাপ—

মঞ্জু। তোর স্বামী তোকে যদি নিয়ে যেতে চায়, যাবি?

পাগলী। যাব না?

মঞ্জু। তোর স্বামীর নাম কি রে?

পাগলী। কেন? শ্রীমতী মঞ্জু দাশগুপ্তা।

(প্রফেসর মুখার্জি প্রবেশ করিলেন)

প্রঃ মুখার্জি। Good morning!

মঞ্জু। Good morning! বসুন।

(প্রঃ মুখার্জি চেয়ারে বসিলেন)

প্রঃ মুখার্জি। (পাগলীকে লক্ষ্য করিয়া) এ কে?

মঞ্জু। ভয় নেই—ও একটা পাগলী।

প্রঃ মুখার্জি। ভয়? তুমি থাকতে ভয় করবো? আমার পত্র পেয়েছিলে?

মঞ্জু। (গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ।

প্রঃ মুখার্জি। কি ঠিক করলে?

মঞ্জু। ঠিক করেচি পত্রখানা নিশ্চয়ই আপনার লেখা নয়!

প্রঃ মুখার্জি। বিশ্বাস কর মঞ্জু, আমিই লিখেচি, upon God, মাইরি বলচি, Don't doubt,

মঞ্জু। আপনি হয় ত' লিখতে পারেন, কিন্তু নিশ্চয়ই তখন ভুলে গেছিলেন you are Prof. Mookerjee.

প্রঃ মুখার্জি। Believe me, আমি তোমাকে ভালবাসি, I do love you মঞ্জু।

মঞ্জু। কেন ভালবাসলেন? কই আমি ত' বাসি নি? ভালবাসার কি কোন দাম নেই মনে করেন? কেন ভালবাসলেন আপনি আমায়?

প্রঃ মুখার্জি। কেন ভালবেসেচি জানি না—কিন্তু ভালবেসিচি এ কথা অস্বীকার করবারও শক্তি আমার নেই আজ!

মঞ্জু। ও ভালবাসা ক্ষণিকের মোহ, যৌবনের উন্মাদনা, পাগলের খেয়াল। কাঁচা ভিতের ওপর পাকা বাড়ী তুলবার চেষ্টা ছেড়ে দিন Prof. Mookerjee. ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে প্রেম—চমৎকার! আজ সাগরিকা, কাল মালবিকা, পর্সু তরলিকা, মদনিকা, আরও কত কে। আপনাদের কৃপায় love প্রথমে একটা farce and then a tragedy!

প্রঃ মুখার্জি। উপদেশ শোনবার অবসর ভবিষ্যতে যথেষ্টই হবে—আমি বর্তমানকে কোন দিনই উপেক্ষা করতে শিখি নি—আজও করতে পারি না, আমাকে ভালবাসলে আমার চেয়ে তোমারই লাভ হবে বেশি—

মঞ্জু। আপনি Dispensary Committeeর Secretary, কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেবার শক্তি আপনার আছে, এ কথা আমিও মানি, কিন্তু Mr. Mookerjee, লাভ ক্ষতির হিসেব ক'রে ভালবাসে যারা তারা এক নম্বরের idiot মানুষের জীবনে লাভ ক্ষতি দুইই অনিশ্চিত, লাভের সামগ্রীতে বোঝাই করলেই নৌকা নিরাপদে তীরে লাগবে, একথা জোর কোরে বলতে পারেন কি?

প্রঃ মুখার্জি। 'Dr. Dasgupta, I warn you against—

মঞ্জু। (বাধা দিয়া) against danger, এই ত'? স্ত্রী-চিকিৎসালয় খুলে এযাবৎ কতগুলি মেয়ে-ডাক্তারের সর্বনাশ করেছেন Prof. Mookerjee? এবার কিন্তু শক্তের পাল্লায় পড়েছেন, মান বাঁচাতে চান ত' সরে পড়ুন, আমি কিন্তু আপনার ভয়ে resignation দিচ্চি না, you shall resign your post. নারী ভবন থেকে উৎপলকে তাড়িয়েছিলাম, মনে আছে সে কথা? আপনিও সাবধান হোন—করুণাময়ী নারী প্রয়োজন হলে পাষাণের চেয়েও শক্ত হতে পারে।

প্র মুখার্জি। মঞ্জু?

মঞ্জু। আপনার মুখোস খসে পড়েচে, আপনার মনের ভেতরের মনটা আমার চোখে জ্বল্ জ্বল্ করে ফুটে উঠচে, আপনি মানে মানে সরে পড়ুন—যান—

প্রঃ মুখার্জি। Forgive and forget, my darling!

মঞ্জু। এখনও নেশা ছুটলনা—মাথায় ঘোল ঢালতে হবে বুঝি! আপনি না শিক্ষক? সহস্র সহস্র নর-নারীর চরিত্র গঠন, জাতি-গঠনের দায়িত্ব না আপনার? পশুত্ব যদি এতই প্রবল হয়ে থাকে আপানার, বিবাহ করুন। বাংলা দেশে মেয়ের অজন্মা হয়নি এখনও—আপনাদের মত bachelor ষাঁড়ের চেয়েও ভীষণ!

(প্রঃ মুখার্জি ধীরে ধীরে অধোবদনে সরিয়া পড়িল)

পাগলী। হা—হা—হা—একটা গান গাইব?

মঞ্জু। গানও জানিস বুঝি?

পাগলী। জানবো না? আমি সব জানি—গান শুনে কাঁদতে পাবেনা কিন্তু—

মঞ্জু। কাঁদব কেন?

পাগলী। হ্যাঁ কাঁদবে, শোন তবে—

(গান)

আমায় যদি ভালবাস আমায় বেঁধোনাক।
আমায় তুমি তোমার চোখে ভুবন ভরে রাখ।
তোমার হাসি বইতে বল
অশ্রু যেথায় রাজে
তোমার আলো বইব আমি
অন্ধকারের মাঝে
তুমি আমায় মুক্ত ক'রে যুক্ত হ'য়ে থাক।

গহন বনের পথিক আমি
চলবো নদীর সাথে
ঝড়ের সাথে কইব কথা
অর্দ্ধ-বিজন রাতে,
সাহস আমার শক্তি আমার
তোমার প্রেমে হবে উদার
মধুরতায় তুমি শুধু মলিনতা ঢাক।

মঞ্জু। এ গান কে শেখাল তোকে ?

পাগলী। কেন, তুমি ? মনে পড়চে না, সেই ছিরামপুরের বাগানবাড়ীতে—

মঞ্জু। তোর বাড়ী কোথায় ?

(পাগলী স্ত্রীলোকের পোশাক খুলিয়া দাঁড়াইল)

পাগলী। চিনতে পারচ, পাগলী কে ?

মঞ্জু। প্রণব দা ?

প্রণব। চুপ ! আমাকে পাগলী বলেই ডাক।

মঞ্জু। কেন ?

প্রণব। Walls have ears.

মঞ্জু। ভয় কেন প্রণব দা ?

প্রণব। আবার আমাকে মরণের মুখে ঠেলে দিতে চাও কি ?

মঞ্জু। কি হ'য়েচে খুলেই বলনা ?

প্রণব। হবে আবার কি ?

মঞ্জু। তবে—

প্রণব। তবে ? তবে উৎপলকে খুন করেচি—

মঞ্জু। অ্যাঁ, খুন !

প্রণব। হ্যাঁ, হ্যাঁ খুন। কিছুতেই নিজেকে Control করতে পারলুম না মঞ্জু !

মঞ্জু। উৎপলের অপরাধ ?

প্রণব। ইলার জন্য কতখানি পাগল হয়েছিলাম তা ত' জান—

মঞ্জু। ইলার প্ররোচনায় এ কাজ করেচ ?

প্রণব। না।

মঞ্জু? তবে?

প্রণব। ইলা আমাকে ভালবাসে না ব'লে।

মঞ্জু। কোথায় আছ?

প্রণব। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—আজ দুদিন কিছু খাইনি—কিছু খেতে দেবে?

(দারোয়ান স্লিপ লইয়া প্রবেশ করিল)

মঞ্জু। (স্লিপ পড়িয়া)—অপেক্ষা করতে বল যাচ্চি।

(দারোয়ান সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। মঞ্জু দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

প্রণব। কে?

মঞ্জু। পুলিশ।

(প্রণব তাড়াতাড়ি কাপড়ের পুঁটুলিটি খুলিয়া কতগুলি পোশাক-পরিচ্ছদ বাহির করিয়া শিখ সাজিল।)

প্রণব। অনেক কিছু আশা ছিল, কিছু হ'লনা, কোন কিছুই সফল হ'লনা—জীবনের যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, সব পাপকর্মে সমর্পণ করে রেখে গেলাম গোটা কয়েক কুকীর্ত্তি! আর জীবনের মায়া নেই মঞ্জু, হয়ত বা আর দেখা হবে না! ক্ষমা ক'রো মঞ্জু, তোমার নিষ্কলংক প্রেম কত বড়ো, কত সুন্দর, কত মধুর তা আজ বুঝেচি! আরেকজনের ক্ষমা আজ আমার জীবনে বড় প্রয়োজন—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সে আজ আর এ জগতে নেই, আমারই জন্য তিলে তিলে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েচে—সে কে জান? সে আমার স্নেহময়ী জননী, আমার গর্ভধারিণী মা—আসি বন্ধু, বিদায়!

(যাইতে উদ্যত)

মঞ্জু। দাঁড়াও!

(প্রণব থামিল)

এমনি করেই জীবন কাটাবে?

প্রণব। তা ছাড়া উপায় কি মঞ্জু—আমি ত' আজ জীবিত নই,—জীবন্মৃত!

(চলিয়া গেল)

মঞ্জু। দারোয়ান!

(দারোয়ান প্রবেশ করিল)

দারোগা সাহেবকে ডাক।

(দারোগা প্রবেশ করিল)

মঞ্জু। (চেয়ার দেখাইয়া) বসুন। কি চান?

দারোগা। কয়েকটা information. প্রণব বাবুকে চেনেন?

মঞ্জু। চিনি।

দারোগা। তিনি এখন কোথায় থাকেন?

মঞ্জু। জানি না।

দারোগা। আপনার জানা উচিত।

মঞ্জু। কেন?

দারোগা। আপনাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে জানি।

মঞ্জু। আমিও তা জানি।

দারোগা। আপনার এখানে কখন আসেন তিনি?

মঞ্জু। ৬ মাস এখানে আসেন নি।

দারোগা। কেন?

মঞ্জু। তিনিই জানেন।

দারোগা। আপনি তাঁর কাছে যান নি?

মঞ্জু। না। তার পেছনে পুলিশ লাগল কেন?

দারোগা। তা বলবো না, strictly confidential.

দারোগা। আপনি এখানে সব সময়ই থাকেন?

মঞ্জু। কাজের সময় থাকি না।

দারোগা। আপনার বাড়ী কোথায়?

মঞ্জু। যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার বাড়ী।

দারোগা। তাঁর সংগে আপনার পরিচয় কখন থেকে?

মঞ্জু। Medical College এ যখন একসংগে পড়ি—

দারোগা। তিনি কোথায় কোথায় যান?

মঞ্জু। তা কেমন ক'রে বলবো। পুরুষদের যাতায়াতের স্থান কেউ কখনও কি ঠিক করে বলতে পেরেচে? আপনার স্ত্রী কি বলতে পারেন আপনি কোথায় কোথায় ঘোরেন?

দারোগা। ৬ মাস আগে আপনারা এক জায়গায় থাকতেন কি?

মঞ্জু। না।

দারোগা। তিনি তখন কোথায় কোথায় যেতেন?

মঞ্জু। I don't know.

দারোগা। তার photo আপনার কাছে আছে কি?

মঞ্জু। না।

দারোগা। থাকা উচিত ছিল।

মঞ্জু। কেন?

দারোগা। তাঁর ফটো আপনার অত্যন্ত প্রিয় শুনি—(হাসিল)

মঞ্জু। দেখুন, আমাদের private life নিয়ে আর further কোন প্রশ্ন করবেন না।

দারোগা। চটবেন না। আমাদের অনেক সময় অনেক অবৈধ প্রশ্ন করতেই হয়।

মঞ্জু। তা জানি, তা না হ'লে আসামী ধরবেন কেমন ক'রে। কিন্তু দুনিয়ার সব লোকই ত' আর আসামী নয়, দারোগা বাবু।

দারোগা। Excuse me. আসি, নমস্কার।

মঞ্জু। নমস্কার।

চতুর্থ দৃশ্য

—প্রতাপ বাবুর অন্তঃপুর—

[সরযূর কক্ষ—অপরাহ্লের বিদায়ী সূর্য্যের রক্তরশ্মি তখনও পশ্চিম দিগন্ত হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সরযূ গান ধরিল—]

(গান)

আও ত' প্রেম-কুঞ্জে
　　হোলি খেলব অবিরাম।
গাওব ফুল-পুঞ্জে
　　রাধা রাধা শ্যাম।
বাঁশি বাজল তুঁহু আয়
　　লালে লাল হৈয়া।
নাচব মুঞি আও
　　পরানে পরান কৈয়া।
যাওবি প্রিয় চল
　　চল যাওব ব্রজধাম।

(কুসুম প্রবেশ করিল)

সরযূ। কুসুম ?

কুসুম। (গম্ভীর স্বরে) হ্যাঁ, গান শুনছিলুম।

সরযূ। ভাগ্যি ভাল তুই এসেছিস—

কুসুম। কেন ?

সরযূ। আমার ত' ভয় হয়েছিল—

কুসুম। কেন লা ?

সরযূ। যদি গাধাগুলো ছুটে আসতো—(হাসিয়া) বোস ভাই বোস—তোকে দেখলে আমার কি যে আনন্দ হয়—

কুসুম। আমাকে দেখে আনন্দ করে ত' লাভ নেই !

সরযূ। কেন ?

কুসুম। তা বৈকি, আর কি সখী নিয়ে আনন্দ করবার বয়স আছে তোর এখন—

সরযূ। (বাধা দিয়া) থাক থাক—আর বুড়োমিতে কাজ নেই—

কুসুম। আর ছেলেমী করিসনে সরযূ—যা বলি শোন—

সরযূ। আমি যা বলি শোন—

কুসুম। হাসি তামাসার কথা নয়—

সরযূ। (বাধা দিয়া) আমি ও ত' ঠিক তাই বলচি—

কুসুম। এমনি ক'রে ভবিষ্যৎটাকে নষ্ট করবি ?

সরযূ। না না, তাই করে—(হাসিল) আমার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল, কত সুন্দর !

কুসুম। ও সব পাগলামি ছেড়েদে—সংসারের যা নিয়ম তাই কর—

সরযূ। অনিয়ম আর কি করেচি কুসুম—

কুসুম। অনিয়ম নয় ? জীবনটাকে মিছি মিছি নষ্ট করা ভাল হচ্ছে বুঝি—

সরযূ। মিছি মিছি নষ্ট করব কেন, সত্যি সত্যিই করচি—

কুসুম। তাই বা করবি কেন ?

সরযূ। না ক'রে উপায় কি ভাই।

(কালীচরণের প্রবেশ)

কালী। ম্যানেজার বাবু ডাকছে দিদিমণি।

সরযূ। কোথায় ?

কালী। বাগান বাড়ীতে।

সরযূ। তোমাদের ম্যানেজার বাবুকে বলে দিও আমি তার কর্মচারী নই।

কালী। এখন কি বলব ?

সরযূ। বললাম ত'—কথা বলে বলে বুড়ো হয়ে গেলে কালীদা—তুমি ও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলচ—বলবে আমার সংগে তাঁর দেখা-সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না—আমি যেতে পারবো না।

কালী। আচ্ছা (প্রস্থান)

সরযূ। কী বে-আদব !

কুসুম। ম্যানেজারটি কে লা ?

সরযূ। জানিস-না বুঝি, দিন চার হ'লো বাবা কোন একটা মৎলব নিয়ে এঁকে এখানে আমদানী করেচেন।

কুসুম। কি মৎলব ?

সরযূ। আমার সর্বনাশ।

কুসুম। ম্যানেজারের নাম কি বলত' ?

সরযূ। নাম ?—নাম তুই জানিস—

কুসুম। কি করে জানবো ?

সরযূ। নিশ্চয়ই জানিস—

কুসুম। বল না—লজ্জা কিসের—

সরযূ। আমি বলতে পারবো না—

কুসুম। প্রকাশ বাবু বুঝি—

সরযূ। হ্যাঁ।

কুসুম। বেশ বেশ—এবার "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"—

সরযূ। কিন্তু নিজের পয়সায়—

কুসুম। তা বৈ কি—তুমি মজা লুটবে—আর আমরা খরচ করি টাকা—চমৎকার।

সরযূ। খরচ তোদের করতে হবে না কুসুম, আমি বিয়ে ক'রতে পারবো না—

কুসুম। একটা মাতালের পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রে এমনি করে জীবন নষ্ট করা কি ভাল হচ্ছে সরযূ—

সরযূ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) কুসুম ?

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। সরযূ !

কুসুম। আজ আসি ভাই—

(চলিতে উদ্যত)

সরযূ। আমায় একলা ফেলে যাস না কুসুম। আমি পাগল হয়ে যাব—

কুসুম। পাগলামি করিস না সরযূ—যা রয়-বয় তাই কর—

সরযূ। কুসুম !

কুসুম। আবার আসবো—(প্রস্থান)

প্রকাশ। আজ তিন চারদিন ধরে খুঁজছি তোমায় !

সরযূ। কেন ?

প্রকাশ। কেন ? তুমি নিশ্চয়ই জান।

সরযূ। জানি না।

প্রকাশ। এ বাড়ীর কেউ কোনদিন কিছু জানায় নি ?

সরযূ। না।

প্রকাশ। জমিদার প্রতাপ রায় আমাকে অনুরোধ করে এনেছেন।

সরযূ। ভাল।

প্রকাশ। শুধু ম্যানেজারী করবার জন্যে আমি এখানে আসিনি।

সরযূ। তবে ?

প্রকাশ। ভবিষ্যতে জমিদার হবার আশায়।

সরযূ। কিন্তু জমিদার ত' অপুত্রক নন।

প্রকাশ। পুত্রকে তিনি ত্যাজ্য ক'রেচেন।

সরযূ। আপাততঃ হয়ত তাই— কিন্তু সে যদি ফেরে—

প্রকাশ। তার পূর্ব্বেই সমস্ত জমিদারী আমার নামে উইল হয়ে যাবে।

সরযূ। সেই জন্যই বুঝি পূর্ব্ব হ'তেই জমিদারের অন্তঃপুরে শ্যেন দৃষ্টি পড়েচে আপনার ?

প্রকাশ। শ্যেন-দৃষ্টি নয় সরযূ, ভাল করে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে আমায় দোষ দিও।

সরযূ। আমার জানার প্রয়োজন কি ?

প্রকাশ। তোমার অনুগ্রহের উপরই আমার সব কিছু নির্ভর করচে আজ।

সরযূ। আমি অকারণ অনুগ্রহ করতে যাব কেন ?

প্রকাশ। তোমাকে করতেই হবে—

সরযূ। জোর করে ?—

প্রকাশ। অনেক সময় তাও করতে হয়।

সরযূ। আপনি আমার কাছ থেকে সরে যান প্রকাশ বাবু—যে উচ্চ অভিলাষ নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন, তা' কোন দিনই সফল হবে না, হ'তে দোব না।

প্রকাশ। আজ অনুগ্রহ চাচ্ছি, কাল হয়ত আমার অনুগ্রহের উপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে—অকারণ বাধা দিয়ে ভালবাসার মসৃণ পথকে আঘাতে চিহ্নিত ক'রে রাখবে কেন ?

সরযূ। প্রকাশ বাবু ?

(প্রতাপ রায়ের প্রবেশ)

প্রতাপ। সরযূ ?

সরযূ। বাবা !

প্রতাপ। প্রকাশকে এখানে এনেছি আমি।

সরযূ। ভালই করেচো।

প্রতাপ। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এনেচি জান ?

সরযূ। জমিদার করবার জন্য।

প্রতাপ। শুধু তাই নয়—আরও উদ্দেশ্য আছে—

সরযূ। তাও জানি।

প্রতাপ। তা হলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে বিলম্ব না হওয়াই মংগল।

(সরযূ উত্তর দিল না)

প্রতাপ। (গম্ভীর স্বরে) উত্তর দিচ্ছনা যে ?

সরযূ। যা অসম্ভব তার উত্তর দিয়ে লাভ কি !

প্রতাপ। অসম্ভব ? জমিদার প্রতাপ রায়ের আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস ত্যাগ কর সরযূ।

সরযূ। কেন অন্যায় জেদ করছো বাবা ?

প্রতাপ। আমি যা চাই তা করতে পারবে কিনা বল ?

সরযূ। অকারণ উত্তেজিত হয়ো না। ঘটনাচক্রে ভুল ক'রে যারা সতীত্বের পথ থেকে পিছলে পড়ে, তাদের মাথায় ঘোল ঢেলে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দাও তোমরা। আর আমি অকপটে আমার অতি আদরের সতীত্বকে বজায় রাখতে চাই, তাকে এমনি ক'রে ভেঙে দেবার উদ্যোগ করবে' আজ !

প্রতাপ। বড়ো বড়ো কথা বুঝবার মত ধৈর্য জমিদার প্রতাপ রায় অনেক দিনই হারিয়ে ফেলেচে। মায়া, মমতা, স্নেহ, আসক্তি সব কিছু কেড়ে নিয়ে ভগবান আমাকে পাষাণ তৈরী করেচে সরযূ—সংসারকে খুব বেশী ভালবাসে যারা সংসার তাদের এমনি করেই শাস্তি দেয় ! প্রতাপ রায়ের মুখে কতদিন হাসি ফোটে নি জানিস ? ভেতরে, বাইরে চতুর্দিকে আগুন—তার মাঝে জমিদার প্রতাপ রায়ের এক এক ক'রে সমস্ত আশা ভরসা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—শুধু অসহ্য জ্বালাটুকু বুকে নিয়ে বেঁচে আছে বৃদ্ধ প্রতাপ—তার দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবারও শক্তি নেই আজ—

সরযূ। বাবা!

প্রতাপ। আজ শুধু তোর একটা কিনারা করে যেতে পারলেই ছুটি—বৃদ্ধ প্রতাপের জীবনের শেষ কটা দিনের শান্তি তোরই উপর নির্ভর করচে সরযূ।

সরযূ। তোমার আদেশ আমি পালন করবো বাবা।

প্রতাপ। করবি? তোকে কি বলে যে আশীর্বাদ করবো—জমিদার প্রতাপ রায় হাসতে না পারলেও আজ চোখের জল ফেলতে পারবে রে সরযূ।

(কালীচরণের প্রবেশ)

কালী। ফোন বাজছে—

প্রতাপ। দেখত প্রকাশ।

(প্রকাশের প্রস্থান)

প্রতাপ। আজ ভারী আনন্দের দিন রে কালী—মা আমার সংসারী হতে রাজী হয়েছে—আশীর্বাদ কর, মা আমার সুখী হোক।

(কালীচরণ মৌনী রহিল)

প্রতাপ। চুপ করে থাকলি যে, বামুনের মেয়েকে আশীর্বাদ করতে ভয় হচ্ছে বুঝি—কোন ভয় নেই রে কালী—মানুষের আভিজাত্য মানুষকে আশীর্বাদ করেনা—আশীর্বাদ করে মানুষের হৃদয়, মানুষের প্রেম। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করার বড়ো অধিকার তোরই—জমিদার প্রতাপ রায়ের বিষয়-বস্তুর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে লুকিয়ে রয়েছে তোর অকপট ভালবাসা!

(প্রকাশ প্রবেশ করিল)

প্রতাপ। কি খবর প্রকাশ?

(প্রকাশ উত্তর করিতে পারিল না)

কোন দুঃসংবাদ বুঝি?

প্রকাশ। হ্যাঁ! প্রণব seriously wounded, বাসে চাপা পড়েছে।

প্রতাপ। কে ফোন করচে?

প্রকাশ। P47, Lake Road থেকে একটি স্ত্রীলোক ফোন করলো—নাম বললো না।

প্রতাপ। জমিদার প্রতাপ রায়ের উচ্চ শিক্ষিত একমাত্র পুত্র—চমৎকার পরিণতি!

প্রকাশ। আমি কলকাতায় গিয়ে সমস্ত সংবাদটা ভাল করে জেনে আসি।

প্রতাপ। তোমার যাওয়া চলবে না।

কালীচরণ। হুকুম করলে আমিই যাই।

প্রতাপ। তুই যাবি—তা' যা—না না না—কাকেও যেতে হবে না—

কালীচরণ। আমাকে যেতেই হবে বাবু—

প্রতাপ। যদি বাধা দিই?

কালীচরণ। তবুও যাব—আমার মন বড় চঞ্চল বাবু—আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

প্রতাপ। আমার যাওয়া উচিত কি রে কালী?

কালী। কি বলচেন বাবু? খোকা বাবুর এত বড় বিপদ—আপনি যাবেন না? নিশ্চয়ই যেতে হবে আপনাকে।

প্রতাপ। নিশ্চয়ই না—অতীতের প্রতাপ রায় আর এ জগতে নেই রে কালী তোদের মাঠাকরুণের মৃত্যুর সংগে সংগেই সেও চলে গেছে—(হাসিয়া)—বর্তমানের প্রতাপ সম্পূর্ণ পৃথক—সে নির্মম, নিষ্ঠুর—তার সোনার খাঁচায় আগুন লেগেছে, সে কিছুতেই নেবাবে না,—কেন নেবাবে? (চলিতে চলিতে) কি প্রয়োজন তার? তোমরা কেউ সেখানে যেতে পারবে না কালী—জমিদার প্রতাপ রায়ের আদেশ। (প্রস্থান)

[কালীচরণ প্রতাপ রায়কে অনুসরণ করিল]

সরযূ। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

প্রকাশ। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে ত' চাইনি সরযূ—যেতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু জমিদারের আদেশ অমান্য করি কেমন ক'রে?

সরযূ। জমিদার আপনাকে কলকাতায় যেতে বারণ করেছেন, এখানে থাকার ত' আদেশ দেন নি।

প্রকাশ। কেন ভুল বুঝছ, তোমায় আমায় মিলন হ'লে তিনি খুব খুশি হবেন।

সরযূ। আমি হব না।

প্রকাশ। প্রণব আমার বাল্য বন্ধু, আমি তাকে ভাল করেই চিনি সরযূ—তাকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হ'তে পারবে না—তার হৃদয়, মন, আদর্শ সবই বিলিতী ছাঁচে তৈরী—তোমায় সে কোনদিনই গ্রহণ করবে না। কেন ভুলপথে চ'লে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবে। চরিত্রহীনের পায়ে চরিত্র সমর্পণ করে লাভ কি সরযূ?

সরযূ। আজ আমার তর্ক করার দিন নয় প্রকাশ বাবু। আমার স্বামী চরিত্র-হীন হ'তে পারে, আমি ত' আর চরিত্রহীনা নই। আমাকে পাবার আশায় আপনার স্বপ্ন আর কল্পনাকে আর এগিয়ে দেবেন না। স্পষ্ট ক'রে এ কথা জেনেও কেন আপনি নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন—আপনি ত' আর আমাকে ভালবাসতে এখানে আসেন নি—জমিদার আপনাকে প্রলোভন দেখিয়ে টেনে এনেচে—আমি আপনার আশা ও আকাঙ্ক্ষার পথে মায়ামৃগ হয়ে থাকতে চাই না, তাই সাবধান ক'রে দিলুম।

প্রকাশ। কিন্তু—

সরযূ। আর কিন্তুটিন্তু নেই—পরিষ্কার জবাব পেয়েছেন।

প্রকাশ। এমনি করে নিজেকে নষ্ট করবে?

সরযূ। সে ভাবনা আমার—এর পরও যদি আপনি কথা বলেন, আমি আপনাকে ঘৃণা করবো।

প্রকাশ। (চলিতে চলিতে) ভুল বুঝলে সরযূ।

সরযূ। আমার ভুল বোঝার ফল আমিই ভোগ করবো।

প্রকাশ। আচ্ছা। (প্রস্থান)

সরযূ। (রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া) পাপ কান দুটোতে আর কতদিন স্বামী-নিন্দা শুনতে হবে ঠাকুর—আর যে সহ্য হয় না—

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল)

সংসারের সব দুঃখই ত' নীরবে সহ্য করে আসচি—আরও দাও আরও সহ্য করবো—আমার স্বামীর অমংগল ক'রোনা প্রভু! আমার মাতাল স্বামীকেই বাঁচিয়ে রাখ, নাইবা হ'ল আমার স্বামি-সংগ, সে সুখী হোক—

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

"প্রগতি সংঘের" কার্যালয়

ইলা ও শোভা—

[সংঘ-সম্পাদিকা ইলার সর্বাংগে বিধবার বেশ। সে চেয়ারে বসিয়া সংবাদ-পত্র পড়িতেছে। সহ-সম্পাদিকা শোভা অফিস ফাইল দেখিতেছে।]

ইলা। আমার কাল কোথাও যাবার প্রোগ্রাম আছে নাকি?

শুভ। (ডায়রী দেখিয়া) না। পর্শু কাশীপুরের নারী-সম্মেলনে আপনাকে সভানেত্রীত্ব করতে হবে।

ইলা। আমি ত' সেদিন সেখানে যেতে পারবো না।

শুভ। কিন্তু সেখানে কথা দেওয়া হ'য়েছে।

ইলা। তা হলে যেতেই হয়। আচ্ছা, সর্ব্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ নারীকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে--চতুর্দ্দিকেই আজ এই এক কথা, না শুভ?

শুভ। হ্যাঁ। কিন্তু জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য কি, কোথায় বা নিয়ে যেতে হবে, স্বর্গ না নরকে, সে কথা কেউ পরিষ্কার করে বলে না, বলতে চায় না। অস্পষ্ট হেঁয়ালির মাঝে তারা সমাজকে নাড়া দেয়, মানুষগুলো ছোটা-ছুটি করে, কিন্তু কিছুদিন পরেই হাঁপিয়ে প'ড়ে শয্যাগত হয়, এই ত' অবস্থা। পুরুষগুলো হুজুগ ক'রে নারীদের উত্তেজিত করে—নর আর নারীতে সংগ্রাম বাধিয়ে দেয়। এই কি নারী-প্রগতি?

ইলা। আমাদের সংঘের অতীতের ইতিহাস মনে পড়ে তোর?

শুভ। পড়বে না?

ইলা। উত্তেজিত হয়ো না শুভ।

শুভ। কত নারীর যে সর্ব্বনাশ হয়েছে এখানে—পুরুষ ফূর্ত্তি ক'রে সরে পড়ে, নারীর প্রায়শ্চিত্ত হয় Maternity Home এ। চমৎকার!

ইলা। হুঁ। কিন্তু, বর্ত্তমানে এই সংঘের অনেক পরিবর্ত্তন, নয় কি?

শুভ। হ্যাঁ। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন পাপ জীবনের অবসাদ না অনুতাপ, তা সঠিক করে বলার দিন এখনও আসেনি ইলাদি!

ইলা। ঠিক বলেছিস বোন। এখনও যথেষ্ট সংশয় আছে।

শুভ। সংশয় থাকা ভাল ইলাদি', সংশয় না থাকলে সংশয় কাটেনা।

(প্রফেসর মুখার্জি প্রবেশ করিল)

প্রঃমু। নমস্কার!

(কেহই প্রতিনমস্কার করিল না)

আপনারা কি বর্ত্তমানে Research Scholar?

শুভ। Professor নই নিশ্চয়ই।

প্রঃমু। নিশ্চয়ই কিছু গবেষণা করেছেন, তা না হ'লে—

শুভ। তা না হ'লে কি?

প্রঃ মু। তা না হ'লে নিশ্চয়ই একটা প্রতিনমস্কার করতেন, একবার বসতেও বলতেন।

শুভ। আপনাকে এখনও এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এই কি যথেষ্ট নয়?

ইলা। আপনার বন্ধুটি কোথায়?

প্রঃমু। কে, প্রণব?

ইলা। শুধু প্রণব কেন মঞ্জুও, যাকে শিকার করবার জন্য দস্তুরমত physical exercise করেছেন।

প্রঃমু। কি বলছেন আপনি?

ইলা। Shut up, you Hypocrite Professor. ভিজে বেড়ালের মত সাধু সেজে আর কতদিন লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াবেন?

প্রঃমু। আপনার অভদ্র আলাপে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ইলা দেবী।

ইলা। যেদিন 'নারী ভবন' থেকে উৎপল আর ইলাকে তাড়িয়েছিলেন সে-দিনের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। আমরা না থাকায় 'নারীভবন' নিশ্চয়ই নিরুপদ্রব আজ, কিন্তু, নারীভবনে কতগুলি নারীর আহত সতীত্বকে হত করেছেন জানতে পারি কি?

প্রঃমু। You are really misinformed.

ইলা। ইংরেজী বললেই দোষ ঢাকা যায় না, খুনী আসামী প্রণব কোথায় বলুন?

প্রঃমু। তার খবর ত' আমি জানি না।

ইলা। মঞ্জুর খবর নিশ্চয়ই জানেন?

শুভ। চুপ করে থাকলেন যে?

প্রঃমু। আমি জানি না। (প্রস্থানোদ্যত)

শুভ। Stop! আমায় বিয়ে করবেন?

প্রঃমু। কি বলছেন?

শুভ। আমার সাথে প্রেম করতেই হবে আপনাকে—একদিন আমাকে কাছে পাবার জন্যে দূর থেকে কত উপহার কষ্ট করে বয়ে আনতেন, আপনাকে ভুলতে পারি কি? আমায় এত সহজে ভুলে গেলেন Prof. Mookerjee.

প্রঃমু। আজ আসি—

শুভ। (গতি রোধ করিয়া) তা হয় না Prof. Mookerjee. You are a problem and you must be solved. Solve and dissolve. (হাসিয়া) আপনাকে bachelor থাকতে দেব না, দিতে পারি না, you must marry me.

প্রঃমু। শোভা দেবী!

শুভ। বসুন।

প্রঃমু। অন্যদিন আসবো।

শুভ। আজ আমাদের বিয়ে, অন্যদিন আসবেন কি?

প্রঃমু। আমায় ছেড়ে দিন।

শুভ। আপনি ধর্ম্মের ষাঁড়, চিরদিনই ছাড়া আছেন, দেশের নিরাপত্তায় আপনাকে বেঁধে রাখার একান্ত প্রয়োজন,

[সি, আই, ডি, ইনস্‌পেক্টর মিষ্টার রহমান প্রবেশ করিল।]

ইলা। আসুন, আসুন।

রহমান। ইনি কে?

প্রঃমু। আমি প্রফেসর মুখার্জি, কোলকাতার বড়ো কলেজের ইংরেজীর প্রফেসর। আমি আসি ইলা দেবী।

শুভ। Certainly not. ইনি আসামী প্রণব রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু।

রহমান। তাই নাকি? Take your seat please.

প্রঃমু। আমি এসব বিষয়ে কিচ্ছু জানি না Sir।

রহমান। বসুন আপনি। You must know something.

শুভ। নিশ্চয়ই জানেন। এঁকে arrest করলে অনেক কিছু তথ্য জানতে পারবেন আপনারা।

ইলা। আসামীর সন্ধান পাওয়া গেছে?

রহমান। জন কয়েককে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে।

ইলা। জন কয়েককে ধরলেন কেন?

রহমান। সন্দেহ ক'রে।

ইলা। সন্দেহের ত' প্রশ্নই ওঠেনা। প্রণব রায় murder করেছে, আমি eye-witness.

রহমান। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইলা। তাই বলে যারা অপরাধ করেনি তাদের ধরবেন? দোষীকে খুঁজে পাচ্ছেন না বলে নির্দোষকে শাস্তি দেবেন? চমৎকার বিচার আপনাদের।

রহমান। তাদের কাছ থেকে clue বের করতে হবে।

ইলা। আমি ছাড়া কেউ তখন ছিল না—clue বের করবেন কি করে?

রহমান। যারা প্রণব রায়ের গতিবিধি জানে তাদের কাছ থেকে অনেক খবর মিলবে, আপনি আমাদের অনুসন্ধান-পদ্ধতি বুঝবেন না।

ইলা। মঞ্জু দেবীকে ধরা হয়েছে?

রহমান। না।

ইলা। কেন?

রহমান। তিনি কোন কিচ্ছু জানেন না বলেন।

ইলা। যাদের ধরেছেন তারা কি কোন কিছু জানে বলে?

রহমান। না।

ইলা। তবে কেন ধরলেন তাদের ?

রহমান। Following a policy— সে সব আপনারা বুঝবেন না।

ইলা। Excuse me, sir, are you bribed?

রহমান। What?

ইলা। ঘুঁষ নিয়েচেন কি ?

রহমান। কি বললেন ?

ইলা। যা করেন তাই বলচি,তা না হলে আর মূল আসামীকে খুঁজে বের করতে পারেন না।

রহমান। সত্যিই পারিনি--

ইলা। Pity!

রহমান। আমি এখানে তর্ক করতে আসিনি—আপনাকে আমার সংগে যেতে হবে।

ইলা। কোথায়

রহমান। মঞ্জু দেবীর বাসায়।

ইলা। She has not invited me.

রহমান। I want to take you there.

ইলা। উদ্দেশ্য ?

রহমান। সেখানেই বুঝতে পারবেন। Don't be afraid.

ইলা। আপনাদের সাহচর্যে ভরসা ও হয় না।

রহমান। No time to waste. চলুন— If you refuse, you will be compelled.

ইলা। কি ? ভয় দেখিয়ে নিয়ে যেতে চান ?

রহমান। আপনার ভালর জন্যই বলচি, চলুন। না গেলে আপনিও জড়িয়ে পড়বেন। I promise I shall do no harm ! চলুন, দেরী করবেন না।

ইলা। Prof. Mookerjee ও যাবেন ত'?

রহমান। নিশ্চয়ই।

প্রঃ মুঃ। আমি ত কিচ্ছু জানিনা Sir.

রহমান। আপনি যে কিচ্ছু জানেন না তারও ত' প্রমাণ চাই। আসুন—

শোভা। আমাকেও যেতে হবে নাকি?

রহমান। না।

শোভা। Prof. Mookerjee একাই একশ,' কি বলেন bachelor Mookerjee? (হাস্য)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বালীগঞ্জে লেকরোডের উপর একটি দ্বিতল প্রাসাদ। উহারই একটী কক্ষে একখানি তক্তাপোষের উপর শুইয়া আছে আহত প্রণব রায় ঘুমন্ত অবস্থায়, তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। তাহার পায়ের কাছে সরযূ বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। তাহার মুখে চোখে বিষাদের ছায়। হাত বুলাইবার জন্য প্রণবের পা দুইটি কোলে টানিয়া লইতেই প্রণবের ঘুম ভাঙিয়া গেল, প্রণব চীৎকার করিয়া উঠিল।]

প্রণব। কে—কে তুমি?

সরযূ। আমি? আমার পরিচয় পরে হবে, ডাক্তার বেশি কথা বলতে বারণ ক'রেচে তোমায়। ঘুমোবার চেষ্টা কর।

প্রণব। আমি কোথায়?

সরযূ। বালীগঞ্জে।

প্রণব। এ বাড়ী কার?

সরযূ। আমার।

প্রণব। তোমার? তুমি কে?

সরযূ। সে পরিচয় পরে হবে, এখন ঘুমোও ত।

প্রণব। তোমার নাম?

সরযূ। আমাকে অনেকে অনেক নামেই ডাকে।

প্রণব। কি রকম?

সরযূ। এই ধর মালতী, বেলা, টগর, যূথী, কেউ কেউ গোলাপও বলে—আশ্চর্য হচ্চ নিশ্চয়ই—হবারই কথা—আমি নিজেই আশ্চর্য হই—

প্রণব। কেন ?

সরযূ। ফুল হয়ে ফুটলামিই না, অথচ ফুলের নাম—(হাসিল)
যেই দেখে সেই একটা ক'রে নাম জুড়ে দেয়—তুমিও একটা দেবে নিশ্চয়ই, দাও না একটা নাম ?

প্রণব। কথা কইতে বারণ করলে যে ?

সরযূ। সত্যিই ত'—আমি মাঝে মাঝে আত্মভোলা হয়ে পড়ি, কেন বল ত' ?

প্রণব। এটা একটা রোগ—চিকিৎসা করানো দরকার।

সরযূ। এই দেখ না, তুমি অপরিচিত, অথচ তুমি বলে ডাকচি, মোটেই ভয় হচ্ছে না।

প্রণব। তাতে হয়েচে কি ?

সরযূ। হয়নি কিচ্ছু—তুমি হয়ত'—হয়ত' কেন নিশ্চয়ই মনে করচ, মেয়েটা কি অভদ্র।

প্রণব। না—না—কিচ্ছু মনে করিনি—তুমি আমায় বাঁচালে, আর আমি মনে করবো—এতখানি অকৃতজ্ঞ ভেবো না।

সরযূ। পরমায়ু ছিল তাই বেঁচেছ—মানুষ কি মানুষকে বাঁচাতে পারে ?

প্রণব। তোমার এ রোগটা সেরে যাবে নিশ্চয়ই।

সরযূ। কেমন করে জানলে ?

প্রণব। তোমাদের বয়সে অনেকরই এ রোগ হয়—

সরযূ। জানলে কি ক'রে ?

প্রণব। চিকিৎসা করেচি যে—

সরযূ। তুমি বুঝি ডাক্তার—

প্রণব। হ্যাঁ।

সরযূ। কোথায় বাড়ী তোমার ?

প্রণব। সে পরিচয় পরে হবে—

সরযূ। কেন?

প্রণব। ঘরের পরিচয় পরেই দিতে হয়।—

সরযূ। কেন?

প্রণব। পরিচয় দিতে হ'লে অনেকক্ষণ বকতে হবে কিনা, তুমি যে কথা বলতে বারণ করলে।

সরযূ। এই দেখ—কেমন ভুল করি দেখচ ত' ? তোমার সংগে কথা বলতে গিয়ে এত আনন্দ হচ্চে কেন বলতে পার?

প্রণব। সংসারে কার আনন্দের উৎস কোথায় কখন কি ভাবে প্রকাশ পায়, তা কেউ বলতে পারে না। যাদের সংগে কোন দিন কোন পরিচয় হয় নি, তাদের দু' একজনকে দেখলে মনে হয়, তাদের সংগে যেন বহুজন্মের পরিচয় সুদৃঢ় হ'য়ে রয়েচে—অন্তরের কি যেন একটা নিবিড় সম্বন্ধ মূর্ত হয়ে ধরা দিতে চায়, অভাবণীয় পরিচয়ের মুহূর্তে—

(কালীচরণ প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি ঔষধের শিশি)

কালীচরণ। একদাগ ওষুধ এখ্‌খুনি খাইয়ে দাও দিদিমণি।

প্রণব। কালীদা!

কালীচরণ। হ্যাঁ, দাদাবাবু!

(সরযূ কাচের গ্লাসে ওষুধ ঢালিয়া প্রণবকে দিল—প্রণব ওষুধ পান করিলে সরযূ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল।)

প্রণব। তুমি এখানে?

কালীচরণ। কেন, আসতে নেই?

প্রণব। আজ একবছরের ওপর ত' ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ কোন-দিন ত' আসনি, তাই আশ্চর্য হচ্চি! আজ বোধ হয় খোঁজ নিতে এসেচ, প্রণব রায় মরেছে না বেঁচে আছে?

কালী। কি যা তা বলচ দাদাবাবু? তোমায় ফেরাতে ত' এসেছিলুম, তুমি ফেরনি, সে কি আমার দোষ?

প্রণব। নিশ্চয়ই না, যখন ফিরিনি তখন আবার ফেরাতে এসেচ কেন? একবছর আগে যা ছিলুম এখনও তাই আছি। প্রণব রায়ের জীবন ত' একচুলও পরিবর্তন হয় নি কালীদা!

কালী। তোমার ছেলেবেলার কালীদা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে, তাই এসেছে।

প্রণব। হুঁ, বাবা কেমন আছেন ?

কালী। ভাল।

প্রণব। তিনি এলেন না ? (কালীচরণ উত্তর দিতে পারিল না) উত্তর খুঁজে পাচ্ছ না, না কালীদা ? আমার বিপদে তিনি যে আসবেন না তা আমি জানি। কেন আসবেন ? মায়ের মৃত্যুতে আমি যাই নি, (সজল নয়নে) আমি তখন মানুষ ছিলাম না কালীদা ! (দুই ফোঁটা চোখের জল বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল) আমার বিপদের সংবাদ পেলে কি ক'রে ?

কালী। এ বাড়ীর মালিক ফোন করেছিলেন।

প্রণব। মালিক কে ?

কালী। একটি স্ত্রীলোক।

প্রণব। যে ওষুধ দিয়ে গেল সে বুঝি ?

কালী। না।

প্রণব। তবে ?

কালী। প্রথম যেদিন আসি সেদিন সব কিছুর ব্যবস্থা করে তিনি চলে গেছেন, আর আসেন নি, নাম পর্য্যন্ত বলে গেলেন না—শুধু যাবার সময়ে বলে গেলেন—যথা সময়ে দেখা হবে।

প্রণব। হুঁ, তিনি আর কোন কথাই বলে যান নি ?

কালী। না।

প্রণব। এত সব খরচ-খরচার টাকা পাচ্ছ কোথেকে ?

কালী। তিনিই দিয়ে গেছেন।

প্রণব। তিনি এত করচেন অথচ তার ঠিকানাটা পর্য্যন্ত জেনে নিলে না ?

কালী। অনেক অনুরোধ করলাম, বললেন না—শুধু বললেন, প্রয়োজনের সময় দেখা হবে।

প্রণব। হুঁ। যে স্ত্রীলোকটি আমার কাছে বসেছিল, সে কে ?

(কালীচরণ উত্তর দিল না)

প্রণব। উত্তর দিচ্ছ না যে ?

কালী। দিদিমণি।

প্রণব। দিদিমণি কে ?

কালী। সরযূ।

প্রণব। কোন্ সরযূ ?

কালী। বস্তিবাটির ফকিরদাস বাবুর মেয়ে।

প্রণব। সে এখানে ?

কালী। সে আমাদের বাড়ীতেই রয়েছে।

প্রণব। কেন ?

কালী। কর্ত্তাবাবু তাকে বাড়ীতে এনে রেখেচেন।

প্রণব। হুঁ। বাবাই তাকে এখানে পাঠিয়েছেন বুঝি ?

কালী। না।

প্রণব। তবে ?

কালী। স্বেচ্ছায় লুকিয়ে এসেছে। দিদিমণিকে কিচ্ছু বলোনা দাদাবাবু। অমন মেয়ে হয় না। সে তোমার জন্য কি না করেচে।

প্রণব। কি করেচে ?

কালী। প্রকাশ বলে একটি ছেলেকে বাবু জমিদারী—ম্যানেজার করে এনেছেন দিদিমণির সংগে বিয়ে দিয়ে তাকে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দেবেন ব'লে।

প্রণব। ভালই ত'—গরীবের মেয়ে, তার ত' ভাগ্য ফিরবে তা হ'লে।

কালী। সে তোমাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না।

প্রণব। এমন বদখেয়াল কেন তার ? একটা মাতাল ভবঘুরে বয়ে-যাওয়া লোককে বিয়ে করে তার ত' ষোল আনাই লোকসান—তোমার দিদিমণিকে বুঝিয়ে ব'ল, অনর্থক কেন সে একটা দুঃসাহসিক জেদ নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎটাকে নষ্ট করবে।—

কালী। সে এ বিষয়ে কারও কোন উপদেশ নেয় না দাদাবাবু।

প্রণব। হুঁ। আমি ঘুমোব কালীদা—তোমার দিদিমণি বলে গেছে আমার বেশী কথা বলা উচিত নয়—তুমি বাইরে যাও (শয়ন করিল)।

কালী। সাত-পাঁচ ভেবে মাথা খারাপ করোনা কিন্তু—

প্রণব। মাথা কি আর ভাল আছে কালীদা, দেখচ না কত বড়ো ব্যাণ্ডেজ মাথায় জড়ানো রয়েচে।

(কালীচরণের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[ডাক্তার মঞ্জু দাশগুপ্তার বাসা-বাটী। মঞ্জু একখানা চিকিৎসা—পুস্তক মনোযোগ সহকারে পড়িতেছে, ভৃত্য লোহারাম প্রবেশ করিল।]

মঞ্জু। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে লোহারাম ?

লোহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মঞ্জু। প্রণবদা কেমন আছে ?

লোহা। আজ ভালই আছেন।

মঞ্জু। উঠে বসতে পারে ?

লোহা। তা ত' জিজ্ঞেস করিনি দিদিমণি।

মঞ্জু। চাকরী ক'রে চুল পাকলো, কবে কাকে কখন কি জিজ্ঞেস করতে হয় এটুকুও শিখলে না।

লোহা। বাবু ভালই আছেন দিদিমণি। ডাক্তার বাবু বললেন, তোমার দিদিমণিকে ভাবতে বারণ করে দিও লোহারাম।

মঞ্জু। ভাবতে বারণ করলেই ত' আর ভাবনা যায় না—মানুষের মৃত্যুকালেও ত' ডাক্তাররা আশ্বাস দেয়। উকিল আর ডাক্তার, এরা কোনদিনই অক্ষমতা স্বীকার করে না। প্রণবদার বাসায় যেতে পারবে একবার ?

লোহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মঞ্জু। কি জিজ্ঞেস করবে সেখানে গিয়ে ?

লোহা। মঞ্জুদি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের বাবু উঠে বসতে পারেন কিনা।

মঞ্জু। তোমার কোন বুদ্ধি নেই লোহারাম, কেমন করেই বা থাকবে—নিঃ ভারতের বুকে আধপেটা খেয়ে দিন কাটায় যারা, তাদের বুদ্ধি থাকাই আশ্চর্য !

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

লোহা। কি জিজ্ঞেস করব দিদিমণি ?

মঞ্জু। প্রণবদার বাড়ীতে কালীচরণ বলে যে লোকটা থাকে তাকে গোপনে ডেকে প্রণবদার খবর জিজ্ঞেস করবে, আমার নাম কারো কাছে করো না।

লোহা। যদি নাম জিজ্ঞেস করে ?

মঞ্জু। বলবে, এ বাড়ীর মালিক যে দিদিমনি তিনিই জিজ্ঞেস করেচেন, তা হলেই বুঝতে পারবে, আর এই ১০০৲টি টাকা কালীচরণের হাতে দিও। অসুখের সমস্ত সংবাদ তন্ন তন্ন করে জেনো।

লোহারাম। আর বলতে হবে না দিদিমণি।

মঞ্জু। মনটা বড় চঞ্চল, যা তা অনেক কিছু বকলাম তোমাকে, কিছু মনে করোনা ভাই।

লোহারাম। লোহারামের সে মন নয় দিদিমণি। লোহারাম চিরদিনই স্নেহের গোলাম! (প্রস্থান)

(মঞ্জু পুনরায় চিকিৎসা-পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিল)

রহমান। May I come in?

মঞ্জু। Yes.

(রহমান, ইলা ও Prof. Mookerjee প্রবেশ করিল)

রহমান। Good morning!

মঞ্জু। নমস্কার! বসুন!

(সকলেই চেয়ারে বসিল)

রহমান। আশা করি চিনতে পারচেন।

মঞ্জু। না চিনিলে রক্ষে আছে কি।

রহমান। আমার সঙ্গে যাঁরা এসেচেন তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার অপরিচিত নন ?

মঞ্জু। মোটেই না। নারী হ'য়ে নারী-প্রগতি সংঘের' Secretaryকে চিনব না ? কিন্তু এই জীবটিকে ধরে আনলেন কেন ?

রহমান। কি উদ্দেশ্যে এনেচি বুঝতে পেরেচেন নিশ্চয়ই।

মঞ্জু। আপনাদের উদ্দেশ্য এত সহজ যা সকলেই বোঝে, অথচ কেউ বোঝে না।

রহমান। যতই কথা দিয়ে বিঁধতে চেষ্টা করুন, পারবেন না।

মঞ্জু। সে গুণ না থাকলে কেউ সহজে আপনাদের department এ আসে না।

রহমান। Very well, মঞ্জু দেবী, I shall remember your remark. আজ কিন্তু প্রণব রায়কে ধরিয়ে দিতে হবে।

মঞ্জু। তার মানে?

রহমান। তার মানে সে কোথায় থাকে আপনি জানেন।

মঞ্জু। আমি জানি না।

রহমান। আমি বিশ্বাস করি আপনি জানেন। আর সেই জন্যই এঁদের সংগে এনেচি।

মঞ্জু। আমি জানি এইটা প্রমাণ করবার জন্যই এঁরা এসেছেন বুঝি? তা ভাল—কিন্তু উৎপল বাবুকে খুন করেচে প্রণব রায় তার প্রমাণ?

রহমান। তার প্রমাণ ইলা দেবী। You may ask.

মঞ্জু। তুমি প্রণব বাবুকে revolver ছুড়তে দেখেচ ইলা?

ইলা। নিশ্চয়ই।

মঞ্জু। স্বচক্ষে দেখেচ?

ইলা। তার মানে?

মঞ্জু। তার মানে অনেকে অনেক জিনিস পরের চোখে দেখে।

ইলা। আমি এখানে তর্ক করতে আসিনি, যা' fact তাই বলচি।

মঞ্জু। উৎপল বাবুকে খুন করার কারণ?

ইলা। তা' আমি বলতে পারব না।

মঞ্জু। তা পারবে কেন? প্রণব রায় তোমার বাড়ীতে দিনরাত্রি পড়ে থাকত কেন বলতে পার?

ইলা। Mr. Rahaman, আমাকে অপমান করবার জন্য এখানে এনেছেন কি?

রহমান। (মঞ্জুকে) Why do you talk nonsense?

মঞ্জু। Shut up, Mr. Rahman. উৎপলবাবুকে খুন করেচে ইলা, I can prove it.

ইলা। আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকতে চাই না, Mr. Rahaman.

(উঠিল)

রহমান। বসুন, বসুন। আপনি অনর্থক উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন মঞ্জুদেবী।

মঞ্জু। I must disclose the fact, Mr. Rahaman and you must hear. (গম্ভীর স্বরে) আপনারা উভয়েই বসুন।—

রহমান। I can't hear. I want প্রণব রায় and you must find him out? Prof. Mookerjee, আপনার কি বলবার আছে বলুন।

প্রঃমু। আমি ত' কিছু জানি না।

ইলা। নিশ্চয়ই জানেন।

রহমান। Prof. Mookerjee এখানে রাত্রে প্রত্যহই আসেন, একথা সত্য কি?

মঞ্জু। সে কথা প্রঃমুখার্জিই জানেন।

রহমান। Prof. Mookerjee knows very well.

মঞ্জু। What of that?

রহমান। তিনি আপনার সম্বন্ধে সব কথাই জানেন। আপনার সাথে তার সম্বন্ধ আছে।

মঞ্জু। কি সম্বন্ধ?

রহমান। গোপন সম্বন্ধ—

মঞ্জু। Prof. Mookerjee সেই কথাই বলেন নাকি?

প্রঃমু। না-না-না—আমি বলি না—

মঞ্জু। কে বলে?

রহমান। বলেনি কেউ, আমার মনে হয়।

মঞ্জু। What? (দরজা বন্ধ করিয়া revolver বাহির করিল)

রহমান। (সভয়ে) মঞ্জু দেবী!

মঞ্জু। Keep silent, speak and you will die. গোয়েন্দাগিরি ফলিয়ে দোব এখ্খুনি—show cause why you will not be discharged. এই মেয়েটির সংগে ঘোরা হ'চ্ছে কি মৎলবে—জানেন she is a prostitute? কত ভদ্রলোকের ছেলেকে নরকের দিকে এগিয়ে দিয়েচে আপনার এই সংগিনীটি—সে কথা জানেন কি

ইন্সপেক্টর মশাই? প্রণব রায়ের সর্বনাশ করে আজ তাকে খুনী আসামী প্রমাণ করতে এসেছেন ইনি। প্রণব রায় আর উৎপল সেন এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভালবাসার খেলা করছিলেন আপনাদের এই ইলা দেবী। সে খোঁজ রাখে কি আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ? Well Mr. Rahaman, what do you think? কি ভাবছেন মশাই—হা—হা—হা—

রহমান। এখন ব্যাপারটা বুঝেচি—উঠি তা হলে –

(উঠিল)

মঞ্জু। What? Sit down—কি বুঝেচেন আপনি?

রহমান। ইলা দেবী-ই guilty.

মঞ্জু। কিছু বোঝেন নি আপনি—কতদিন গোয়েন্দাগিরি করছেন মশাই? আজ পর্যন্ত কতগুলো নিরপরাধকে ধরে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন? কত টাকা মাইনে আপনার? কতটাকা ঘুঁষ পেয়ে কতটাকা ব্যাংকে জমিয়েছেন? (Revolver সম্মুখে ধরিয়া) Tell me, Mr. Rahaman or die, আজ সহজে ছাড়ব না আপনাকে—দেশের অনেক সর্ব্বনাশ করেছেন আপনি—মনে করবেন না বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আমাকে জব্দ করতে পারবেন— You have caught a tartar today.

ইলা। মঞ্জু দি!

মঞ্জু। ভয় নেই বোন!

ইলা। আমায় ক্ষমা করো মঞ্জুদি।

মঞ্জু। আমি জানি তুমি আজ অনুতপ্ত—তোমায় ক্ষমা করবার প্রয়োজন হবেনা ইলা। তোমার কোন ভয় নেই। মঞ্জু কারও কোনদিন ক্ষতি করে-নি, আজও করবেনা। আমি শুধু এই গোয়েন্দা মশাইকে শিক্ষা দিতে চাই—অনেক পাপ করেচে এই নির্ম্মম গোয়েন্দা— He must be taught a good lesson.

রহমান। সত্যিই অনেক পাপ করেছি ম দেবী। আমি তার জন্য অনুতপ্ত।

মঞ্জু। আপনাদের অনুতাপের কোন মূল্য নেই, Mr. Rahaman. বহুরূপী আপনারা—আপনাদের প্রত্যেকের পিছনে একটা করে গোয়েন্দা থাকলে হয় ত' কতকটা জব্দ হ'তে পারেন।

রহমান। Forgive me মঞ্জু দেবী।

মঞ্জু। এখন revolver-এর ভয়ে ক্ষমা চাচ্চেন, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে Revolver দেখিয়ে প্রতিশোধ নেবেন, তা হ'তে দেব না।

রহমান। Believe me মঞ্জুদেবী—ক্ষমা করুন আমাকে—

মঞ্জু। ক্ষমা আমি করবো না—অনেক মঞ্জু সৃষ্টি করে দিয়ে গেলাম—আপনার ভবিষ্যতের কাজ দেখে তারা আপনাকে ক্ষমা করবে। এখন উৎপল murder case-এর আসামী কে শুনুন।

রহমান। কে?

মঞ্জু। আমি— (revolver দেখাইয়া) এই revolver এর গুলিতে মরেচে উৎপল—

ইলা। মিথ্যে বলবেন না মঞ্জুদি—আপনি আসামী নন—হতে পারেন না—বিশ্বাস করিনা, করব না—

মঞ্জু। চুপ-হা-হা-হা—আমিই খুন করেচি, গিয়েছিলাম তোমাকে খুন করতে—গুলি তোমার গায়ে না লেগে উৎপলের গায়ে লেগেছে—ভালই হয়েছে—তুমি অনুতপ্ত হয়েচ—সে তাও হত না—দেশের একটা পাষণ্ডকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেচি—কতকটা আবর্জনা ঘুচে মুছে গেছে— I feel a sigh of relief. এই নিন revolver, Mr. Rahman, arrest me. I want to be hanged now. আমার এ জগতের কাজ শেষ হয়েচে আজ—নিন—ধরুন।

রহমান। তা হয় না মঞ্জু দেবী।—আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না।

মঞ্জু। গোয়েন্দাগিরি করতে এসে মনের দুর্ব্বলতা?—তা হ'লে এমন ব্যবস্থা করবো যাতে আপনার চাকরী থাকবে না। খুনী আসামীকে শাস্তি দিতে ভয়, you coward devil. নিন ধরুন—ধরুন বলচি—

(রহমান revolver ধরিল, তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল)

আমায় arrest করলেন ত'?

রহমান। আমার ত' arrest করার ক্ষমতা নেই।

মঞ্জু। Very well, দিন revolver-খানা—আপনারা যান, উৎপল murder case--এর আসামী আমি, এ কথা থানায় inform করুন, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আপনার সংগে থানায় দেখা করব। কিন্তু সাবধান—আমার আদেশ যেন অবমানিত না হয়—you may go now.

(রহমান, ইলা ও প্রঃ মুখার্জি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। মঞ্জু পায়চারি করিতে লাগিল—ভৃত্য লোহারাম প্রবেশ করিল)

মঞ্জু। বাবু কেমন আছে লোহারাম ?

লোহারাম। বাবু ভালই আছেন।

মঞ্জু। টাকাটা দিয়ে এসেছ ত' ?

লোহা। কালীচরণ বললে, টাকার দরকার হবে না।

মঞ্জু। ওষুধ পথ্যের কিছু অভাব হয়নি ত' ?

লোহা। আজ্ঞে না।

মঞ্জু। বাবুকে দেখ নি ?

লোহা। দেখেছি বৈকি, বাবু আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

মঞ্জু। আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন নাকি ?

লোহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মঞ্জু। বলেচ ?

লোহা। হ্যাঁ, আপনার নাম শুনে তার কি আনন্দ।

মঞ্জু। তোমাকে অমন করে বলে দিলুম নাম ক'রো না—ভুল করলে লোহারাম।

লোহা। না বলে থাকতে পারলাম না দিদিমণি—কারো কাছে আপনার নাম করলে আমার বড়ো আনন্দ হয়—মাফ করুণ দিদিমণি—সত্যি অন্যায় করে ফেলেছি আমি—পদে পদে ভুল হয় যাদের তাদের বেঁচে থাকা অন্যায়, কিন্তু এম্নি দুর্ভাগ্য, যমেও যে ভয় করে দিদিমণি।

মঞ্জু। অমন কথা বলো না লোহারাম—ভুল মানুষেরেই হয়।

লোহা। কিন্তু এত ভুল হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না দিদিমণি।

মঞ্জু। আচ্ছা লোহারাম, ধর আমি যদি এমন জায়গায় চলে যাই, যেখানে তোমার সংগে কখনও দেখা হবার আর সম্ভাবনা নাই, তোমার কি মনে হবে ?

লোহা। এমন কথা কেন বলচেন দিদিমণি ?

মঞ্জু। বলবার কোন হেতু নাই, এমনই বললাম—

(মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় প্রণব রায়ের প্রবেশ)

প্রণব। মঞ্জু!

মঞ্জু। তুমি এখানে ?

প্রণব। আশ্চর্য হ'চ্চ ?

মঞ্জু। হবনা ? তুমি যে কি চিজ তা আজও বুঝতে পারলাম না—এই দুর্বল শরীর নিয়ে আসতে একটু সংকোচও হল না ?

প্রণব। না—তোমার কাছে নিঃসংকোচে নির্লজ্জ হয়ে থাকাই আমার জীবনের আদর্শ।

মঞ্জু। প্রণবদা, তোমার কাছে বড়ো বড়ো কথা শুনবার ধৈর্য যখন ছিল তখন ছিল, আজ নেই—তুমি বেরিয়ে যাও—যাও।

প্রণব। বেরিয়ে না হয় যাচ্ছি, কিন্তু এমন রূঢ় কথা তোমার মুখে কোনদিন শুনবো তা স্বপ্নেও ভাবি নি। Strange indeed!

মঞ্জু। তুমি মানুষ হ'লে রূঢ় কথা শুনতে না—

প্রণব। আমি না হয় অমানুষ, কিন্তু এই অমানুষকেই একদিন ভালবেসেছিলে—

মঞ্জু। Shut up. দেখচ revolver, ভালবেসেছিলুম তোমার মত পশুকে ? বলতে লজ্জা হয় না ? তোমার ভালবাসায় মঞ্জু পদাঘাত করে। বামন হয়ে চাঁদে হাত—বেরিয়ে যাও।

প্রণব। মঞ্জু ?

মঞ্জু। মঞ্জু নামটাকে আর কলুষিত করো না।

প্রণব। একদিন আমার মুখে ঐ নাম শুনবার জন্যে লালায়িত হ'তে।

মঞ্জু। কখ্‌খন না। You are a liar.

প্রণব। এত অধঃপতন হয়েচে তোমার, নারীজাতটাকে আজও চিনতে পারলাম না—তারা না পারে দুনিয়ায় এমন কিছু নেই—

মঞ্জু। বেরিয়ে যাবে, না বের করে দিতে হবে—

প্রণব। Scoundrel কোথাকার—মুখ সামলে কথা বলো—

মঞ্জু। দেখচ revolver—হা—হা—হা—

(প্রণবের প্রস্থান)

(লোহারামের প্রতি) আমাদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছ, না লোহারাম?

লোহারাম। (সভয়ে) দিদিমণি!

মঞ্জু। ভয় কি? আমার অভিনয় ভারি ভাল লাগে, একটু অভিনয় করলাম, আসলে কিন্তু কিচ্ছু হয় নি, প্রণবদাকে অপমান করবার ক্ষমতা মঞ্জুর নেই লোহারাম। হ্যাঁ দেখ, আমি যদি কোথাও চলে যাই, আসতে দেরি হ'লে আমার যা কিছু আছে সব প্রণবদার বাড়ীতে পৌঁছে দিও, কেমন?

লোহারাম। আচ্ছা! আপনি ফিরবেন না?

মঞ্জু। (গম্ভীর স্বরে) ফিরব বৈকি। আমার জন্য দুশ্চিন্তা করো না লোহারাম! আমি অজর, আমি অমর, আমি অজেয়। নিস্তব্ধ নিশীথের সূচিভেদ্য অন্ধকার আমি, বৈশাখী মধ্যাহ্নের খরশ্বাস! হা—হা—হা—

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(জমিদার প্রতাপ রায়ের বৈঠকখানা। ফরাসের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া জমিদার প্রতাপরায় বসিয়া আছেন। ভৃত্য হরিদাস তামাক সাজিয়া আনিল)

প্রতাপ। (গড়গড়ার নলে মুখ দিয়া)
কালী মনে করত, তার মত যেন কেউ আর তামাক সাজতে পারে না—আমিও মনে করতাম কি জানিস হরিদাস?

হরিদাস। কি বাবু?

প্রতাপ। মনে করতাম কালী ছাড়া আমার একদণ্ডও চলতে পারে না—হত-ভাগাটাকে দু'দণ্ড ছেড়ে থাকতে সত্যিই কষ্ট হত—তোদের মাঠাকরুন মারা যাবার পর সেই একরকম সকল সময়ের অবলম্বন ছিল—নচ্ছারটাকে যতই বক—তামাকটি সেজে এনে এমন ভংগী করে দাঁড়াতো সব রাগ নিমেষে পড়ে যেত। আমার অভাব অন্তর দিয়ে বুঝত লক্ষ্মী-ছাড়াটা। মনে করেছিলুম আমায় ছেড়ে সে কোথাও থাকতে পারবে না—কিন্তু দেখতে দেখতে তিরিশ তিরিশটা দিন কেটে গেল, তবুও ফিরল না—পরের ছেলে তার উপর ত' আর জোর নেই হরিদাস—আর নাই বা এলো, তার চেয়ে অধিক অন্তরংগ অনেকেই ত' ছেড়ে চলে গেছে, দিন ত' একরকম চলে যাচ্ছে—

হরিদাস। মানুষের অভাবে দিন কি আর অচল হয় বাবু।

প্রতাপ। তা হয় হরিদাস—এমন কতকগুলো মানুষ আছে যারা মানুষকে অনেকটা অধিকার করে বসে, তাদের অভাবে দিন সত্যই অচল হয়—তাদিকে কিছুতেই ভোলা যায় না। কালীচরণ তাদের একজন রে—যাকগে মরুকগে, সে বেটার কপালে অনেক কষ্ট আছে—

হরিদাস। তা না হলে আপনার মত লোককে ছেড়ে যাবার দুঃসাহস হয়।

প্রতাপ। দুঃসাহস তার বরাবরই ছিল হরিদাস, আর সে দুঃসাহস তার ভালও লাগত আমার কাছে, সে যা পেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি দিয়ে গেছে, তাই মাঝে মাঝে মনটা চঞ্চল হয়ে পড়ে—যাকগে মরুকগে, আপদটা গেছে ভালই হয়েচে—কোনদিন কি বিপদ বাধিয়ে বসত—আমার জীবনটা এমনিইরে হরিদাস—আমার কাছে অনেকেই আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ থাকতে চায় না—যারাই আসে তারাই ছেড়ে চলে যায়—তুই ও হয়ত' মায়ায় জড়িয়ে দিয়ে জালকেটে সরে পড়বি একদিন— (মিল ম্যানেজার শিশির চ্যাটার্জি প্রবেশ করিল)

কি খবর শিশির ?

শিশির। মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেচে।

প্রতাপ। কেন ?

শিশির। প্রকাশ বাবু কেবলই তাদের উত্তেজিত করচেন।

প্রতাপ। প্রকাশ উত্তেজিত করেচে ?

শিশির। আজ্ঞে হ্যাঁ Sir; আপনি অনুসন্ধান করে জানতে পারেন। প্রকাশ বাবু General Manager হবার পর থেকে আপনার কী business, কী জমিদারী সকল বিভাগেরই আয় কমে গেছে—আর কিছুদিন এভাবে continue করলে সব অচল হয়ে যাবে Sir—

প্রতাপ। বল কি ? তা হলে তোমারই General Manager হওয়া উচিত, এই ত' ? তা বেশ—তোমাকেই General Manager করা হবে, আপত্তি নেই ত ?

শিশির। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আপনি যদি বলেন তা হলে বাধ্য হয়েই হ'তে হবে Sir.

প্রতাপ। বড়ো মাইনের চাকরি কেউ বাধ্য হয়ে করে না শিশির। তবে একটা কথা, income যদি বাড়িয়ে দিতে না পার তা হলে কিন্তু চাকরী থাকবে না—এই শর্ত।

শিশির। Income নিশ্চয়ই বাড়বে Sir। কিন্তু প্রকাশ বাবুকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

প্রতাপ। সে তো তোমার অধীনে থাকবে হে, তার কর্তৃত্ব যদি না থাকে তা হলে তার থাকা আর যাওয়া দুইই সমান।

শিশির। শ্রমিকদের সে এতখানি বশীভূত করে ফেলেচে যে, তারা তার কথায় ওঠে বসে—এ অবস্থায় তাকে সরিয়ে না দিলে কোন পরিকল্পনাই সফল হবে না Sir.

প্রতাপ। তা হ'লে প্রকাশের বাহাদুরী আছে বল। আচ্ছা, শ্রমিক, কৃষক, জনসাধারণ সকলেই কেন তার এত বাধ্য বলতে পার ? সে মাত্র অল্পকয়েকদিন এসে কেমন করে তাদের হৃদয় জয় করলে—আশ্চর্য ব্যাপার।

শিশির। জমিদারের আয় নষ্ট করে তাদের আয় বাড়ানো, এই হ'ল প্রকাশবাবুর কৌশল Sir। আপনার নুন খেয়ে আপনাকেই ফাঁকি দিয়ে তাদের বড়ো করচেন তিনি—তার মানে প্রকারান্তরে ভবিষ্যতে তিনিই—থাক সে কথা—এ কিন্তু মস্ত বড়ো দুরভিসন্ধি Sir—ডাক্তারের slow poison

আর এই মানুষ—খেপানো রাজনীতি দুইই এক Sir. এই কুট কৌশলকে অংকুরেই বিনাশ করতে না পারলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী Sir. এ কি অন্যায় নয় Sir—

প্রতাপ। নিশ্চয়ই অন্যায়—তাই আমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চি হে শিশির। এতদিনে রোগটা ধরা পড়লো, কেউ ধরতে পারেনি হে ম্যানেজার। হ্যাঁ, প্রকাশ আসবার আগে আমার মিলগুলোর খরচ খরচাবাদে মাসিক আয় কত ছিল?

শিশির। ৫০০০০৲ টাকা।

প্রতাপ। আর এখন?

শিশির। ১০০০০৲ টাকা

প্রতাপ। ৪০০০০৲টাকা কম? এতে আর মানুষের heart ভাল থাকে, শিশির ক্রমশই weak হয়ে পড়চি তাই—মুস্কিল ব্যাপার—প্রকাশকে জেলে দেওয়া উচিত। এ ত' একরকম দিনে ডাকাতি, চুরি ক'রে নিজে টাকাটা না ভোগ ক'রে আর পাঁচজনকে খাওয়াচ্চে—সে যাই হোক আমাকে ত' ফাঁকি দিচ্চে—

শিশির। আপনার অনুমতি ত' নেওয়া উচিত ছিল তাঁর—যখন ইচ্ছে শ্রমিক-দের মজুরী বাড়িয়ে দিচ্চেন—একি ভাল হ'চ্ছে—

প্রতাপ। ধনীরা শ্রমিকদের মজুরী-বৃদ্ধিতে কোনদিনই অনুমতি দেয় না শিশির, সেই জন্যই হয় ত' প্রকাশ অনুমতি নেবার ভরসা করে নি। হ্যাঁ, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী কত ছিল, কতই বা বাড়িয়েচে?

শিশির। ছিল ১৲, করেছেন পাঁচ সিকে Sir.

প্রতাপ! এক দু পয়সা নয় একেবারে চার চার আনা বাড়িয়ে দিয়েছে, বল কি, এত বেয়াদবি তার? হ্যাঁ তুমি বর্তমানে কত পাচ্চ শিশির?

শিশির ৪৭৫৲ টাকা Sir.

প্রতাপ। হুঁ, আরও কিছু বাড়া উচিত ছিল বৈকি—দুর্ভিক্ষের বাজার এত কমে তোমার চলবে কি ক'রে শিশির। তুমি কিন্তু আমার mill এ ম্যানেজারী করতে পারবে না—এত সংকীর্ণ মন নিয়ে অত বড়ো চাকরী করা চলে না—অন্তত করতে দেওয়া উচিত নয়—তুমি আজই চলে যাও শিশির—তুমি আর কিছুদিন এখানে থাকলে দেশের লোক

সব মরে যাবে। এত লেখা পড়া শিখেচ শুধু স্বার্থকে বড় করে দেখতে—তোমার ৪৭৫৲ টাকায় যদি পেট না ভরে—আমার মাসিক ১০০০০৲ টাকা আয়ে যদি অবস্থা খারাপ হয়, তা হ'লে শ্রমিকদের ৩০৲ টাকা আয়ে সংসার চলবে কেমন ক'রে শিশির? প্রকাশ মজুরী বাড়িয়েচে মাত্র ।০ আনা, আমি তার উপর আরও পাঁচসিকে বাড়িয়ে দিলুম। তুমি সরে পড় শিশির—তুমি শ্রমিকদের এত বেশী মজুরী চোখে দেখতে পারবে না, অন্ধ হয়ে যাবে, তোমার মত প্রভুভক্ত কর্মচারীর চাকরীর অভাব হবে না ভারতবর্ষে, তুমি সরে পড়। ভগবান আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন শিশির, তুমি আর শাস্তি বাড়িয়ো না আমার।

শিশির। এ দুর্দিনে চাকরীটা গেলে Sir—

প্রতাপ। (বাধা দিয়া) তোমাদের দুর্দিন নয় শিশির—তোমাদের চাকরী গেলেও কিছু ক্ষতি হবে না—এতদিন ধরে শ্রমিকদের রক্ত শুষে ব্যাঙ্কে যা' জমা করেচ তাই যথেষ্ট—সরে পড় সরে পড়—অনেক পাপ করেচি জীবনে, আর শেষ কটা দিন পাপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিও না আমায়—

(শিশির অধোবদনে প্রস্থান করিল)

আর এক কল্কে তামাক দে'রে হরিদাস—মাথা গরম হয়ে উঠেচে—

(হরিদাস প্রস্থান করিল)

[উকিল নটবর ওকালতী-পোশাকে প্রবেশ করিল]

নটবর। আমায় ডেকেছিলেন জ্যাঠামশাই?

প্রতাপ। হ্যাঁ বাবা, এসো, বসো। একটা দানপত্র করবো, তাই ডেকেছি তোমাকে।

নটবর। দানপত্র কেন জ্যাঠামশাই?

প্রতাপ। খেয়াল হয়েচে নটবর—মানুষ মাত্রেরই ত খেয়াল আছে—আমিও মানুষ—আশ্চর্য হবার কি আছে বাবা।

নটবর। আজই করতে হবে?

প্রতাপ। এক্ষুণি। মানুষের মন—আজ যা খেয়াল উঠেচে, কাল হয় ত' তা দপ ক'রে নিবে যেতে পারে।

নটবর। কি দানপত্র হবে?

প্রতাপ। আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি।

নটবর। কার নামে?

প্রতাপ। আমার জেনারেল ম্যানেজার প্রকাশ মুখুয্যের নামে।

নটবর। সে কি জ্যাঠামশাই? প্রণব—

প্রতাপ। প্রণবের এত বড়ো সম্পত্তির মালিক হবার যোগ্যতা নেই নটবর।

নটবর। তাই ব'লে প্রকাশকে সব দানপত্র ক'রে দেবেন—ভুল করচেন জ্যাঠামশাই। আর ও ২।১দিন ভেবে দেখুন।

প্রতাপ। আমি অনেক ভেবেচি বাবা, সারা জীবনই ভাবলুম—আজ এই যে খেয়াল আমার, এ আমার সমস্ত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার অমৃত ফল, নটবর। তুমি লিখতে আরম্ভ করে দাও, সময় নষ্ট করো না।

নটবর। জ্যাঠামশাই?

প্রতাপ। আমি অন্যায় করি নি নটবর, প্রকাশকে তোমরা চেননা। প্রণব যদি এসম্পত্তির মালিক হয়, বড়ো হবে দেশের জমিদার, প্রকাশ যদি মালিক হয় বড়ো হবে দেশের অন্ন-বস্ত্র-হীন দরিদ্র জনসাধারণ। আর অপেক্ষা করো না নটবর, তুমি লিখতে আরম্ভ করে দাও—মানুষের মন—হয়ত' সব পরিকল্পনা উল্‌টে যেতে পারে। আমার জীবদ্দশাতেই সে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে নটবর, তুমি নিঃসংকোচে লিখে যাও বাবা, নিঃস্ব ভারতের ভবিষ্যতের কাছে আমার ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ আজ অতি ছোট—অতি তুচ্ছ।

(নটবর লিখিতে আরম্ভ করিল, হরিদাস তামাক দিয়া গেল, কালীচরণ প্রবেশ করিল।)

কালীচরণ যে—এখনও বেঁচে আছ তা হলে—আমি ত' মনে করেছিলুম মরে ভূত হয়ে গেছ। বেশ ত' চলে গিয়েছিলে—আমি ত' ভাবলুম আপদের শান্তি হল—আবার এলে কি মনে করে? এই বুড়োটাকে সকলে মিলে তোমরা কেন জ্বালাতন করচ বলতে পার? শান্তিতে মরবো তাও তোমাদের জ্বালায় হবে না।

কালী। কেমন আছেন বাবু?

প্রতাপ। কেন, হয়েচে কি আমার? তোমরা ত' চাও আমি তাড়াতাড়ি মরি। তা হলে তোমাদের রাম রাজত্ব হয়। আমি কিন্তু এত সহজে মরচি না বাবা—

কালী। আপনি মরলে আমার কি লাভ বাবু, বরং লোকসান ষোল আনা। প্রকাশ বাবু ফোন করেছিলেন, আপনার বাড়াবাড়ি অসুখ, তাই তাড়াতাড়ি ক'রে—

প্রতাপ। প্রকাশের আবার এ খেয়াল হ'ল কেন—ওরে হরিদাস—হরিদাস?

(হরিদাস প্রবেশ করিল)

হরিদাস। বাবু।

প্রতাপ। প্রকাশকে একবার ডাক ত'।

হরিদাস। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

প্রতাপ। যত গোলমাল, আর পারি না বাবু—তুমি লিখে যাও নটবর, ভাববার কিছু নেই—আমার কাছে সব সমস্যাই আজ অতি সহজ, অতি সুস্পষ্ট।

কালী। দাদাবাবুও পিছনে আসছেন, আমাকে আগে খবর দিতে পাঠালেন।

প্রতাপ। কি মুস্কিল—সে আবার কি জন্য আসচে—বেশ ত' আছি, দেখচ না কেমন নধর দেহখানা দিন দিন ফুলে উঠচে—আমার কিচ্ছু হয়নি কালী—তাকে খবর দাও আর এসে কাজ নেই—তুমি লিখে যাও নটবর—কোন পরিবর্তন হবে না—জমিদার প্রতাপ রায় আজ হিমালয়ের চেয়েও কঠিন। আর দেরী করো না কালী,—যাও যত শীগ্‌গির পার খবর দাও তাকে, আমার কিছু হয়নি—কিচ্ছু না—সে বেচারা কন এতখানি পথ কষ্ট করে এসে দেখবে, জমিদার প্রতাপ রায় এখনও মরেনি।

(নটবর দানপত্রখানি প্রদান করিল)

(দানপত্রখানি পড়িয়া) বেশ হয়েচে বাবা, খাশা—চমৎকার—জমিদার প্রতাপ রায় আজ নিশ্চিন্ত নটবর! ১০০০৲,২০০০৲,৩০০০৲—কত টাকা চাও নটবর, এখনও আমি মালিক—তোমাকে প্রাণভ'রে

খুশি করতে চাই নটবর—তুমি আমার সম্পত্তিকে ভূতের কবল থেকে রক্ষা করলে—

নটবর। আপনার কাছ থেকে টাকা নোব, কি বলচেন জ্যাঠামশাই ?

প্রতাপ। আমি ঠিকই বলচি নটবর, এখনও এই সম্পত্তির মালিক আমি। ধনীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক না নিতে চাওয়ায় কৃতিত্ব নেই নটবর, না নেওয়া অন্যায়, না নেওয়া পাপ—

(প্রণব ও সরযূ প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতাপরায়কে প্রণাম করিল)

প্রতাপ। আমি উঠি নটবর, যথাসময়ে তুমি তোমার প্রাপ্য পাবে, এখন যাও।

(নটবর অধোমুখে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল, প্রতাপ উঠিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল]

প্রণব। আমাকে ক্ষমা কর বাবা।

প্রতাপ। ক্ষমা—না—না—না—ক্ষমা করার অধিকার আমার নেই—ক্ষমা করার ক্ষমতা নেই আমার—নেই—নেই—নেই—

(প্রস্থান করিল)

প্রণব। কালীদা !

কালী। দুঃখ করো না দাদাবাবু--অনেক দিনের বিচ্ছেদ—মনের মধ্যে অনেক আঁচড় পড়েচে—ক্ষমা করতে একটু সময় লাগবে বৈকি ! চল বাড়ীর ভেতরে যাই।

পঞ্চম দৃশ্য

[অন্ধকার হাজতের একটি কক্ষ—নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি—
আলুলায়িত-কুন্তলা মঞ্জু]

মঞ্জু। আজ নাকি বাসন্তী পূর্ণিমা ! সমস্ত পৃথিবী নিশ্চয়ই চাঁদের আলোয় শাদা হ'য়ে গেছে—একটা রশ্মিও ভুল করে আমার অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করেবে না ? ফুলে ফুলে আজ কত গন্ধ, একটুও যদি ভেসে আসতো—মধুমত্ত ভ্রমরের স্বপ্নময় গুঞ্জনের একটা রেশও যদি কানে

এসে আমার মনে একটা ঠাণ্ডা প্রলেপ দিয়ে যেতো! কেউ আসবে না? না—না—না—কেউ আসবে না—না আসাই ভাল—সংসারের সব আকর্ষণ ছিঁড়ে ফেলতে হবে যাকে তার উপযুক্ত স্থান এই হাজত—বাইরে অন্ধকার, বাইরে সশস্ত্র প্রহরী—কেউ প্রবেশ করতে পারবে না—কেউ না—নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে মরতে চায় যারা, তাদের কাছে এ ত' হাজত নয়, নিশ্চয়ই নয়, কাশী-গয়া-শ্রীক্ষেত্রের চেয়েও পবিত্র এ স্থান। অমানুষের শাস্তির জন্য তৈরী হয়েচে এ কক্ষ? হ'তে পারে—কিন্তু সমস্ত পৃথিবী যার কাছে কারাগার তার কাছে এ আগার ভীষণ নয়। অল্প বয়সে মা-বাপ হারিয়ে আমার কর্ণধারহীন জীবন-তরী ভেসে চলেছিল বিপুল ঐশ্বর্যের সমুদ্রে—ঐশ্বর্য আজও অটুট, আজও অগাধ, অসীম, কিন্তু আমি? আমি কোথায়—কোথায় আমি!

[একটি পথিক হাজতের সম্মুখস্থ পথ দিয়া গান করিয়া গেল—]

(গান)

সে দিন বলিয়াছিনু মিলনের মালা-হাতে,
তোমায় আমায় হবে পরিচয় বেদনাতে।
সে-কথা শুনিয়া প্রিয়
ফুটিল রজনীগন্ধা
ছুটিল আকুল হ'য়ে
উছল অলকনন্দা
তুমি যে চলিয়া গেলে আধেক জ্যোছনা-রাতে।

মঞ্জু। গান? কে গায় গান—কে? না—না—না—বাইরে সশস্ত্র প্রহরী—শুনতে পেলে নাকি? পেলেই বা—ভয় কাকে? ভয় থাকলে মঞ্জু কখনই এখানে আসতে পারত না। আমার শুষ্ক চোখ দুটো সরস হ'য়ে উঠল কেন? সর্বাংগে পুলক—এ কি? আমি কোথায়? পূর্ণিমার চাঁদের কিরণ ত' ঢোকেনি এখানে? (চতুর্দিকে তাকাইয়া) কই না!

(তাড়াতাড়ি সুটকেস খুলিয়া প্রণব রায়ের ফটো বাহির করিল, তাহার দিকে তাকাইয়া)

মঞ্জু। তুমি রাগ করেচ, নিশ্চয়ই করবে—আমি তোমায় তাড়িয়ে দিয়েচি, revolver দেখিয়েচি—যদি না চলে গিয়ে বুকখানা এগিয়ে দিয়ে সাহস করে দাঁড়াতে পারতে, দেখতে মঞ্জুর হাতের revolver মাটিতে পড়ে যেত। তোমার মঞ্জু তোমায় কোনদিনই ভোলেনি প্রণবদা—তোমার ভালর জন্যই ভোলার ভান করেচে। আমি কি তোমায় ভুলতে পারি? তা যদি পারতাম তা হলে এই অন্ধকারে আমি না এসে তুমি আসতে। আমার কথাগুলো বাইরে গেল না কি? সশস্ত্র প্রহরী, কিন্তু কোন ভয় নেই তোমার প্রণবদা, কেউ শুনতে পায় নি! আর কিছুদিন, তারপর আর ধরে কে তোমায়। আগত ঐ বিচারের দিন—আগত বন্ধু, ভয় কি? একবার ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে পেরেচি না, ব্যস্, তারপর? তারপর তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন—তুমি আকাশ, তুমি সমুদ্র, তুমি পর্বত—তুমি শুধু তুমি—হা—হা—হা

(হিন্দুস্থানী কনেস্টবল বাহির হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল)

কনেস্টবল। চিল্লাতা কাঁহে। মাত চিল্লাও।

মঞ্জু। আমার প্রিয়তমের ছবির সংগে দুটো কথা বলবো—তাও বাধা—

(স্যুটকেসের ভিতর প্রণব রায়ের ছবি রাখিতে রাখিতে)

আমার প্রেমের ঠাকুরকে নিরাপদ করো ভগবান!

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রতাপ রায়ের বৈঠকখানা—

[সবে মাত্র আহার শেষ করিয়া বৃদ্ধ জমিদার প্রতাপ রায় তামাক খাইতেছেন, সম্মুখে কালীচরণ বসিয়া আছে]

প্রতাপ। তুমি বেটা কঠিন ফিরিস্তিবাজ। স্বাধীন দেশে জন্ম নিলে প্রধান মন্ত্রীর পদ এক চেটে হয়ে থাকত তোমার। (হাসিল)

কালী। সবই নারায়ণের ইচ্ছা—আমার কি ক্ষমতা আছে বাবু!

প্রতাপ। তুমি বেটা বিশ বৎসর নিরামিষ খেয়ে পাকা বৈষ্ণব হয়েচ, তুমি ত' নিজের ক্ষমতার কথা স্বীকার করবে না—কিন্তু আমি যে এককালে

৫ সের মাংস অনায়াসে হজম করেচি—আজও বিনা দাঁতে একসের পাঁচ পো মাংস খেতে পারি, আমি কেমন করে মানুষের শক্তিকে উপেক্ষা করবো। (হাসিল) আজ তামাকটা ভারি মিষ্টি লাগচে, কেন বল ত', গুড় টুড় মিশিয়েছিস নাকি?

কালী। (হাসিয়া) মিষ্টি লাগবে না বাবু? আপনার আজ সোনার সংসার—

প্রতাপ। হুঁ, করুণা বেঁচে থাকলে আজ সোনার কেন হীরের সংসার হত রে কালী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল)

[কালীচরণের গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল]

কাঁদিস না কালী, তার অদৃষ্টে সুখ নেই—কে তাকে সুখী করাবে—তার সুখের জন্য আমি ত' আর কম চেষ্টা করিনি!

(কালীচরণ বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল)

আজ সব চেয়ে বড়ো আনন্দ কিসে জানিস রে কালী!

কালী। কিসে?

প্রতাপ। আমার জমিদারীর একপ্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসো, বুঝতে পারবে। আমার আজ ভারি আনন্দের দিন রে কালী—আমার কর্মচারী, আমার প্রজা, আমার শ্রমিক, আমার কৃষক—সকলেরই ঘরে মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ—কারও অভাব নেই—তাদের ছেলে-মেয়েরা সকলেই শিক্ষা পাচ্চে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। সকলেরই মন আজ অফুরন্ত আনন্দ, শক্তি, সাহস, ধৈর্যে ভরপুর। এ কথা শুনে ও তোর চোখ দিয়ে জল পড়চে কালী!

কালী। আপনার অনুগ্রহের কথা স্মরণ ক'রে চোখ দিয়ে আনন্দ উথলে উঠচে—এ আমার দুঃখের অশ্রু নয় বাবু।

প্রতাপ। আমার দয়ায় একটা সামান্য ভিক্ষুকেরও ঝুলি ভরে নি রে।

কালী। তবে?

প্রতাপ। এ অনুগ্রহ জমিদার প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। তাকে তোরা কেউ চিনিস নি রে, তাই তোদের অবিশ্বাস।

কালী। দানপত্র তা হলে সত্যিই করলেন বাবু।

প্রতাপ। নিশ্চয়ই। বর্তমানে আমি আর তোদের জমিদার নই।

কালী। দাদাবাবুর কি ব্যবস্থা করলেন ?

প্রতাপ। কিছু না, যে আজ এত বড়ো জমিদারী,এত কল-কারখানার মালিক সে যদি তার অধীনস্থ সকলের অন্নের ব্যবস্থা করে, তা হলে তোর দাদাবাবুর'ও একটা ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়ই।

কালী। ভুল করলেন না ত ?

প্রতাপ। ভুল ? হা—হা—হা—সিংহরাশি প্রতাপ রায় ভুল করবে ? সে কথা কোনদিন মনেও স্থান দিস না রে কালী।

(হরিদাস প্রবেশ করিল)

হরিদাস। দিদিমণি ডাকছেন বাবু।

প্রতাপ। চল, যাচ্ছি—(হরিদাসের প্রস্থান)

প্রতাপ। (উঠিয়া) তোদের স্বাধীনতা কিছু মাত্র খর্ব হয় নি—হবেও না—কোন ভয় নেই কালী।

(সরযুর প্রবেশ)

সরযু। বাবা ?

প্রতাপ। পাগলী মা আমার অধীর হয়ে উঠেচে—হবারই কথা—

(ফকির বাবু প্রবেশ করিলেন)

প্রতাপ। আসুন বেয়াই মশাই, আসুন, এবার নিঃসংকোচে এ সম্বোধন করতে পারি ফকির বাবু—কাল মায়ের বিয়ে, প্রণবের সংগে—অতীতের প্রণব ভেংগে চুরে গড়ে এসেছে ফকিরবাবু।

(সরযূ প্রতাপ রায় ও ফকিরকে প্রণাম করিল)

মাকে আমার প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করুন ফকিরবাবু—আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন—আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন, আর ত' সংকোচের কোন কারণ থাকতে পারে না ভাই—বিয়ে না চুকে গেলে আপনার কিন্তু বাড়ী যাওয়া হবে না—সব ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে—আমি শুধু ঘুরবো, ফিরবো, দেখবো, আনন্দ করবো—আসুন

ফকির বাবু। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'য়েছে আজ, আমি মুক্ত, বিয়ে চুকে গেলে আমি আপনার উপর সংসারের সব দায়িত্বটুকু তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে দেশ পর্যটন করবো। বড়ো আনন্দের দিন আজ ফকির বাবু, কিন্তু এত বড়ো আনন্দের একটা কণাও পেলে না, একটা কণাওনা, করুণার কত আদরের ধন ছিল প্রণব !

(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল)

ক্রোড় অঙ্ক

—প্রতাপ রায়ের প্রাসাদের একটি কক্ষ—বাহিরে
বিবাহের বাদ্য—সানাইএর সুর—

[প্রণব রায় পায়চারি করিতে করিতে সহসা তাহার মায়ের
ফটোর দিকে তাকাইয়া বলিল—]

প্রণব। করুণাময়ী মা আমার, আমার জন্য তিল তিল করে নিজেকে বিসর্জন দিয়েচ—আমি তোমার অধম সন্তান মা—আমায় ক্ষমা কর। তোমার মৃত্যু-সংবাদেও আমার পাষাণ মন টলেনি—কী নিষ্ঠুর আমি! কী হিংস্র আমার মন—আমার নরকেও স্থান হবে না মা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সন্তান ত' কত অপরাধই করে, কিন্তু জননী ত' অভিশাপ দেয় না, তা যদি দিত তা হ'লে পৃথিবী একদিনেই শ্মশান, মরুভূমি হয়ে যেত মা—

(সরযূ প্রবেশ করিল)

সরযূ? আমার মাকে দেখনি সরযূ—তিনি আজ বেঁচে থাকলে আমাদের আজ এই শুভদিনে কত আশীর্বাদ করতেন—কত আনন্দ করতেন—মা যদি আমার অতীতের জঘন্য অপরাধ স্মরণ ক'রে স্বর্গ হ'তে অভিশাপ দেন, আমরা ত' সুখী হতে পারব না সরযূ।

সরযূ। মা কখনও ছেলেকে অভিশাপ দেয় না।

প্রণব। দেয় না? ঠিক জান?

সরযূ। হ্যাঁ, আমারও ত' মা নেই আজ—(চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল)

প্রণব। কিন্তু বিয়েতে মা না থাকলে সব যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে!

(উভয়েই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

সরযূ। আমাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে ত'?

প্রণব। এখনও সন্দেহ কর?

সরযূ। করিনা, যদি করতে হয় বিয়ের আগেই করা ভাল। তোমার কত বড় আদর্শ ছিল, আমার সংস্পর্শে এসে হয়ত' ছোট হয়ে যাবে, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, আমার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তোমার স্বার্থকে বিপন্ন করলাম না ত!

প্রণব। মানুষ চিরকালই কি এক থাকে! জীবনে অনেক ভুলই ত' করলাম, কিন্তু ধাক্কাও ত' কম খাইনি সরযূ, আঘাতের পর আঘাত—বিচ্ছেদের পর বিচ্ছেদ—কত ঝড়ই বয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। খাদ-মেশানো সোনা পুড়ে খাঁটি হয়, একথা ত' অবিশ্বাস করতে পার না সরযূ।

সরযূ। সোনা নিয়ে ব্যবসা করবে যারা তাদেরই সোনা চেনার প্রয়োজন, কিন্তু তা যারা চায় না, তাদের কাছে খাদ আর খাঁটির প্রশ্নই উঠে না! আমি ত' তোমাকে চিনতে চাইনি, শুধু মেনেই এসেছি! আজ শুধু ভাবি আমার মত অশিক্ষিত পল্লীবধূকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে কি!

প্রণব। জগতে সবচেয়ে বড় বস্তু প্রেম, তা যার আছে তার নেই কি! বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে না করলে সুখী হতে পারব না, একদিন এই ধারণাই ছিল সরযূ—আজ সে মোহ কেটে গেছে! আমি কি মনে করতাম জান?

সরযূ। কি?

প্রণব। পল্লীবধূরা পতিকে প্রেম দেয়, পতির জন্য নয়, ধর্মের জন্য, সন্তানের জন্য, খাল, বিল, ডোবার জলের মত তাই তাদের প্রেম পচে দুর্গন্ধ হয়ে মরে।

সরযূ। সেকথা ঠিক, কিন্তু এর জন্য পুরুষই ত' দায়ী। তারা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় নিজেদের উদার ব্যক্তিত্বটুকু হারিয়ে ফেলে বলেই নারী-জগতের এই অধঃপতন। নারীর মন চিরদিনই কোমল; স্বার্থ,

সংকীর্ণতা, দ্বেষ-হিংসা থেকে চিরদিনই সে নির্ঝঞ্ঝাটে দূরে সরে থাকতে চায়, কিন্তু পারে না পুরুষের পাপে, পুরুষের দুর্বলতায়, পুরুষের নির্মম চাহিদায়। বুঝলে ত? ও সব কথা ছেড়ে দাও'খন, তুমি বলেছিলে, সেরে উঠলে চিকিৎসা করবে আমায়।

প্রণব। কেন?

সরযূ। আত্মভোলা স্বভাবের জন্য।

প্রণব। হা—হা—হা—। ও রোগের চিকিৎসা চলবে না আর।

সরযূ। কেন?

প্রণব। স্ত্রীর ও রোগ স্বামীর কাছে একান্ত প্রয়োজন।

সরযূ। বা রে তোমরা ত' ভারি স্বার্থপর, তোমাদের প্রয়োজন বলে আমরা চিররুগ্ন হয়ে থাকব বুঝি?

প্রণব। (হাসিয়া) পুরুষের সে স্বার্থটুকু তোমাদের বরদাস্ত করতেই হবে—হা—হা—হা—বহুদিন এমনি ক'রে প্রাণ খুলে আনন্দ করিনি সরযূ!

সরযূ। কেন মদ খেয়ে?

প্রণব। সব খবরই রেখেচ দেখি—

সরযূ। শুধু খবর রেখেই ত' বেঁচে ছিলুম এতদিন!

প্রণব। আচ্ছা সরযূ, বিয়ের পর আমি যদি নিজেকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করি তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রেরণা দিতে সাহায্য করবে?

সরযূ। স্বামীকে বড়ো করে ভালবাসে যারা, তারা কোনদিনই দেশকে ছোট ভাবতে পারে না।

প্রণব। দেশের কাজ আমায় করতেই হবে সরযূ, এ আমার মায়ের আদেশ! একদিন যে দেশকে ঘৃণা করেচি, আজ তারই জন্যে নিজেকেবিলিয়ে দিতে না পারলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই সরযূ।

(কালীচরণ প্রবেশ করিল)

প্রণব। এসো, এসো কালীদা। তোমার ঋণ কোনদিনই পরিশোধ করতে পারব না।

কালী। ও কথা বলে আমায় লজ্জা দিও না দাদাবাবু, তোমাদের ভাল দেখলে প্রাণটা বড়ো হয়ে ওঠে, মনে হয় আরো দিন কতক বেঁচে আমোদ-আহ্লাদ করি।

প্রণব। আজকের শুভদিনে তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর কালীদা।

কালী। আশীর্ব্বাদ ? কি বলচো দাদাবাবু ?

প্রণব। ঠিকই বলচি। হ'তে পার তুমি চাকর, ছোট হতে পারে তোমার জাত, কিন্তু তোমার মত মানুষ পৃথিবীতে জনকতক থাকলে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত। তুমি আমাদের আত্মীয়, তোমার আশীর্ব্বাদ আমাদের জীবন-যাত্রার বন্ধুর পথে অমোঘ রক্ষা-কবচ, কালীদা। তোমাকে চিনবার সুযোগ হয়নি যাদের, তারাই তোমাকে ছোট করে ভাববে।

কালী। দিদিমণি তোমার জন্য অনেক দুঃখ করেচে দাদাবাবু— তাকে সুখী ক'রো।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রকাশ প্রবেশ করিল)

প্রণব। প্রকাশ ? (দৃঢ়ভাবে আলিংগন করিয়া) তুমি আমাকে ক্ষমা কর প্রকাশ, আমি সব শুনেচি, সব জানি। জীবনের প্রথম অংকে তুমি আমায় যে উপদেশ দিয়েছিলে, পালন করিনি, শাস্তিও পেয়েচি, ক্ষমা কর আমাকে !

প্রকাশ। আজ বেশি কথা বলবার সময় নেই প্রণব। যদি কোনদিন অবসর হয় বলবো, অনেক কথাই আছে। তোমার জীবন-যাত্রার পথে আমি ভুল করে যেটুকু বিঘ্ন সৃষ্টি করেচি, তার জন্য অনুতপ্ত, আমায় ক্ষমা কর। অনেকদিনের বন্ধুত্ব, একটা অনুরোধ করে যাই, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দেশের লোক হাজারে হাজারে মরে যাচ্ছে, তুমি তাদের চিকিৎসা ক'রো বন্ধু। বিলেত যখন যাওয়াই হ'ল না, ভারতকে ভালবাসতে ভুলো না !

(একখানি কাগজ হাতে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

প্রণব। প্রকাশ ? প্রকাশ ?

(কালীচরণ বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিল)

কালী। তিনি চলেগেছেন দাদাবাবু।

প্রণব। (কাগজখানি পড়িয়া)

দুনিয়ায় মানুষ চেনা কঠিন কালীদা।

সরযূ। কি হল ?

প্রণব। গরিবের ঘরের ছেলের এত বড়ো মন—এত বড়ো হৃদয়—এত বড়ো ত্যাগ! ঈশ্বরের কী অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই মানুষটি!

কালী। কি হয়েচে দাদাবাবু ?

প্রণব। বাবা যে সম্পত্তি প্রকাশের নামে দানপত্র করে ছিলেন, সে সম্পত্তি সে আমার নামে দানপত্র করে ফিরিয়ে দিয়ে গেল

কালী। প্রকাশবাবুকে সত্যিই চিনতে পারিনি আমরা, কর্তাবাবু যখন দানপত্র করেন, তখন বারণ করেছিলুম, তিনি বলেছিলেন, তোরা মানুষ চিনিস নে রে কালী।

(কুসুম, একদল বধূ ও কুমারী হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল)

কুসুম। বেলা যে পড়ে এল—

একটি কুমারী। জলকে চল—হা—হা—হা—

কুসুম। জলকে নয়, ছাঁদনা তলাকে—

(সরযূ পালাইবার চেষ্টা করিলে কুসুম জড়াইয়া ধরিল)

রাধা-কেস্টর পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে কপালের চামড়া উঠিয়েছিস, আজ পালাবার জন্য বুঝি ?

সরযূ। পালাচ্চে কে ?

কুসুম। (সুর করিয়া) আজ তোমারে সাজতে হবে সাজতে হবে সাজতে হবে গো।

প্রণবদার বৌদি যারা, তারা কি এখানে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে এসেচ, সাজাও না প্রণবদাকে—নেহাৎ আইনে বাধে, না হয় আমিই সাজাতুম।

(একটি মহিলা চন্দন প্রভৃতি দিয়া প্রণবকে সাজাইতে আরম্ভ করিল)

কুসুম। (একটি কুমারীর প্রতি) ছবি, বলি বেশ মজা করে দাঁড়িয়ে আছিস তো, মাইনে-করা ওস্তাদ রেখে নাচ গান শিখেছিলি বুঝি এই জন্যে ?

গা না একটা গান—(কুসুম সরযুকে সাজাইতে লাগিল, ছবি গান ধরিল, উভয়ের সজ্জা শেষ হইলে-গান থামিল, কুসুম সলজ্জা সরযুকে টানিয়া লইয়া গিয়া প্রণবের পার্শ্বে দাঁড় করাইল)

(ছবির গান)

ডাক দিয়েছে ভোরের পাখি আজকে নতুন গানে
নতুন হ'য়ে জাগরে এবার ঘুমের অবসানে।
ওপারে ওই নদীর কূলে
বাজলো মোহন বাঁশি
হাওয়ায় কোলে দুলে দুলে
লুটায় ফুলের হাসি
রঙের খেলায় পূর্ণ ভুবন, সুরের খেলা প্রাণে।
নীল আকাশে প্রেমের ছোঁয়া
তারায় তারায় মায়া
সবুজ বনের আঁধার গায়ে
শান্তি-শীতল ছায়া,
মনের কোনে প্রদীপ-শিখায়
সকল ব্যথা যায় নিবে যায়
আলোয়-ভরা বিশ্ব নিখিল আপন করি টানে।

কুসুম। বলিহারি! কি চমৎকার সেজেছে! বলনা বৌদিরা, চুপ করে থাকলে যে—ঘরের কোনে অনেক কথাই আওড়াও ত'। তোমরা একদম আসর ঠাণ্ডা করে দেবে মাইরি। পুরুৎঠাকুরের দরকার কি, আমরাই মন্ত্র বলিয়ে দিই, না কি বল বর্ধমানের বৌদি?

বর্ধমানের বৌ। সাত পুরুষের কান কাট তুমি, তোমার গুণের কথা আর বলতে আছে ভাই। (হুলুধ্বনি ও শংখধ্বনি)

কুসুম। বল ওম্, থুড়ি থুড়ি—বল নমঃ —

একটি বধূ। মেয়ে মানুষের মুখে ওম্? বেদ-বিধি সব জাহান্নমে দিলি না—

কুসুম। ভাগ্যে মনে পড়িয়ে দিলি ভাই, নইলে পুরুষ হ'য়ে গিয়েছিলাম আর কি—(বিধবা-বেশে ইলা প্রবেশ করিল। সকলেই অবাক)

প্রণব। (সভয়ে) ইলা?

ইলা। ভয় নেই প্রণব বাবু, (আবেগ-জড়িত কণ্ঠে) মঞ্জুদির দেওয়া শেষ দায়িত্বটুকু রক্ষা করতে এসেছি আমি—(বলিয়া, প্রণবের হাতে একটি সংবাদপত্র ও একখণ্ড কাগজ প্রদান করিয়া ত্বরিত গতিতে প্রস্থান করিল)

প্রণব। ইলা! ইলা! (বাহিরে হর্ণ বাজিল, কালীচরণ বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিল)

কালী। তিনি মোটরে চড়ে চলে গেলেন।

(প্রণব সংবাদপত্র ও কাগজ দুইটি পড়িয়া)

প্রণব। Transportation for life? যাবজ্জীবন নির্বাসন? আমি খুন করলাম, মঞ্জুর হ'ল নির্বাসন! পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বেঁচে এলাম কি এই সংবাদের জন্যে? সে টাকাও কার জান কালীদা—না-না-না—থাক—কিন্তু এ কী অবিচার! আমায় যে বাঁচালো, আমি তাকে মারলাম! এ কী প্রহসন ভগবান! আমি যে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলুম না এ সমাচার, এ কী ষড়্‌যন্ত্র! এ কার ষড়্‌যন্ত্র?

কালী। কি হ'ল দাদাবাবু?

প্রণব। মঞ্জুর যাবজ্জীবন নির্বাসন-দণ্ড হয়েছে কালীদা।

কালী। কিছু বুঝতে পারছি না দাদাবাবু।

প্রণব। এ বিষয় বোঝাতে হলে অনেক অবসরের প্রয়োজন। মঞ্জু আজ আমাদের এই শুভদিনে কি উপহার দিয়েচে জান কালী? তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি।

কুসুম। প্রণবদার মুখটা সেলাই করে দাও গো বৌদিরা।

প্রণব। ব্যস্ত হয়ো না—তোমাদের কোন ভয় নেই কুসুম—মঞ্জুর অনুরোধ, আমাকে বিয়ে করতে হবে, সমস্ত প্রেমটুকু ঢেলে দিতে হবে সরযুর হৃদয়ে, তা না দিলে সে শান্তি পাবে না,—সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করতে হবে

দেশের কাজে, তবেই তার তৃপ্তি—আমি তার অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো—এ শুধু অনুরোধ নয়, দৈববাণী। তোমরা কেউ জান না, সে আমার জন্য কতখানি স্বার্থত্যাগ করে গেল। সুদীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যেও আমি চিনতে পারিনি তাকে, আমার অদৃষ্ট! এত বড়ো প্রেম যদি তাকে দিয়েছিলে ভগবান, এত বড় শাস্তি কেন দিলে তাকে! মঞ্জু! মঞ্জু! আমি পাগল হ'য়ে যাব মঞ্জু! আমার সর্বাংগ অবশ হ'য়ে আসছে, আমায় ধর কুসুম—আমায় এখান থেকে নিয়ে চল তোমরা—

(কুসুম প্রণবকে ধরিয়া বসাইল)

কালীচরণ। দাদাবাবু! দাদাবাবু!

প্রণব। আমায় মদ দাও কালীদা—মদ—আমি মদ ছেড়ে ভুল করেছি কালীদা—ভুল, মস্ত বড়ো ভুল—আমি মাতাল হয়ে মরতে চাই—মদের নেশায় সুখী হ'য়ে মরতে চাই কালীদা!
মদ দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলাম, মদ দিয়ে শেষ করবো,—মদ—মদ—

(প্রতাপ ও ফকিরের প্রবেশ, বধূদের প্রস্থান)

প্রতাপ। আবার কি হ'ল রে কালী।

প্রণব। কিছু হয় নি বাবা! মঞ্জুর দ্বীপান্তর—আমার অপরাধে মঞ্জুর শাস্তি! আর কিছু না—হা—হা—হা—পিতার গোঁড়ামিতে পুত্রের সর্বনাশ—সমাজ-কর্তার পাপে সমাজের প্রায়শ্চিত্ত—শাস্ত্রের শাসনে মানুষের পতন—আর কি—আর কিছু না—হা—হা—হা—

প্রতাপ। প্রণব!

কালী। দাদাবাবু!

প্রণব। তোমাদের ধর্মের অত্যাচারে নষ্ট হ'য়ে গেছে আমার মনুষ্যত্ব—আমি উচ্ছৃংখল হ'য়ে নাচবো, মদমত্ত পিশাচের প্রলয়-নৃত্য—মদ্যপায়ী দানবের বিকট অট্টহাস—হা—হা—হা—মদ—মদ—

(দৌড়িয়া প্রস্থান)

প্রতাপ। প্রণব! প্রণব!

কালীচরণ। দাদাবাবু! দাদাবাবু! (প্রস্থান)

(সরযূ টলিতে লাগিল)

কুসুম। সরযূ! সরযূ! (সরযূকে ধরিয়া বসাইল)

সরযূ। কুসুম!

(বাহিরে হর্ণ বাজিল, কালীচরণের প্রবেশ)

কালী। দাদাবাবু চলে গেল!

সরযূ। চলে গেল? চলে গেল? আমিও যাব, আমায় নিয়ে চল কালীদা। কালীদা!

প্রতাপ। আমি আপনার মেয়েকে সুখী করতে পারলাম না ফকির বাবু!

ফকির। আমার দুর্ভাগ্য।

প্রতাপ। এখন আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে যান এখান থেকে।

সরযূ। বাবা!

প্রতাপ। আর বাবা বলে মায়া বাড়িয়ো না আমাব, তুমি যাও সরযূ, যাও—আমার সুমুখ থেকে সরে যাও তুমি—একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি—তোমায় দেখলে—না—না—না,—

কালী। বাবু!

প্রতাপ। ভাল ক'রে তামাক সেজে আনরে কালী, অম্বুরী তামাক—তামাকের সাথে একটু আফিংএর জল মিশিয়ে দিস—যা—যা—যা ভাই যা—

(কালীচরণের প্রস্থান)

আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে চলে যান ফকির বাবু—যান—আমায় ভাল ক'বে তামাক খেতে দিন আজ, যান—

ফকির। চল মা চল—এত সুখ আমাদের কপালে সয় না মা সাত পুরুষ যা সয়নি, আজ সইবে—চল—ফিরে চল।

সরযূ। (সাশ্রু নয়নে) বাবা!

(প্রতাপকে প্রণাম করিতে উদ্যত)

প্রতাপ। থাক থাক, কাছে এসে কাজ নেই, দূর থেকে প্রণাম করলেই হবে—বিয়ের সাজ প'রে ছুঁয়ে দিয়ে যাসনে আমায়—যাসনে বলছি—অমংগল হবে—অমংগল—হা—হা—হা—

(সরযূ প্রণাম করিল)

ফকির। (প্রণাম করিয়া) আসি বাবু।

প্রতাপ। আসুন। না—না—না—অ্যাঁ—

(ফকির ও সরযূর প্রস্থান)

চলে গেছে ?—চলে গেল—যাক—আপদের শান্তি হ'ল এতদিনে— হা—হা—হা—আজ আমার আনন্দের দিন—কী দুর্জয় আনন্দ—তুমি মরে ভূত হ'য়ে গেলে করুণা, আজ কত আনন্দ আমার, আজ যদি বেঁচে থাকতে তুমি, আনন্দের যোয়ারে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে কি মজাই না হ'ত দুজনের—হা—হা—হা—আজ আমার কোনদিকে কোন আকর্ষণ নেই—আমি একা—আমি একা—হা—হা—হা—কী দুরন্ত সৌভাগ্য আমার—কী জীবন্ত দুর্দিন—তামাক—তামাক—তামাকের ধোঁয়ায় আমার শেষ জীবনের শেষ আশাটুকু উড়িয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অন্ধকারে তারা গুনবো—কালীচরণ—কালীচরণ—হা—হা—হা—

(যবনিকা পতন)